সাধারণকাল

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী রবিবার

পবিত্রতম ত্রিত্ব

ক বর্ষ - যোহন ৩:১৬-১৮

যীশু নিকোদেমকে বললেন: 'স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। এবং মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।'

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির পত্রাবলি **পত্র ৫**

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র দীক্ষাস্নানে অমরত্ব-অনুগ্রহ দান করা হয়

যারা মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে নবজন্ম নিয়েছে ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তেমন অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে, যেহেতু তারা পবিত্র ত্রিত্বেরই দানের ফলে জীবনদায়ী শক্তির সহভাগী হয়ে ওঠে, সেজন্য পরিত্রাণদায়ী দীক্ষাস্নানে ত্রিত্বের একটা নাম মাত্রও উচ্চারিত না হলে অনুগ্রহটি পূর্ণাঙ্গ নয়; কেননা নবজন্ম-রহস্য পবিত্র আত্মায় ছাড়া কেবল পিতা ও পুত্রে সাধিত নয়; একই প্রকারে পুত্রের নাম উচ্চারণ না করলে কেবল পিতা ও পবিত্র আত্মার নামে পূর্ণাঙ্গ ঐশজীবন-দায়ী দীক্ষাস্নান কার্যকর নয়; আবার আত্মাকে বাতিল করলে কেবল পিতা ও পুত্রে আমাদের পুনরুত্থানের অনুগ্রহ সাধিত নয়। এজন্য যে তিন ব্যক্তিত্ব এ নাম দ্বারা নিজেদের জ্ঞাত করেছেন, আমরা আমাদের আত্মা ত্রাণ করার সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রত্যয় সেই তিন ব্যক্তিত্বেই রাখি; এবং আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই পিতায় বিশ্বাস করি যিনি জীবনের উৎস, পিতার সেই একমাত্র পুত্রে বিশ্বাস করি যিনি—প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—হলেন জীবন-প্রণেতা, ও সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি যাঁর বিষয়ে প্রভু বলেন, *আত্মাই জীবনদায়ী।*

আর যেমনটি বলেছি, যেহেতু মৃত্যু থেকে মুক্ত এই আমাদের কাছে পবিত্র দীক্ষাস্নানে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস দ্বারাই অমরত্বের অনুগ্রহ দান করা হয়, সেজন্য এই বিশেষ কারণ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আমরা একথা সমর্থন করি যে, হীন কিবা সৃষ্ট কিবা পিতার ঐশমর্যাদার অযোগ্য প্রকার কোন কিছুই পবিত্র ত্রিত্বকে আরোপণীয় নয়; এর কারণ হল এ যে, পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে জীবন প্রাপ্য, আমাদের সেই জীবন একটিমাত্র; আর তেমন জীবন

বিশ্বজগতের ঈশ্বর থেকেই ঠিক যেন এক উৎস থেকেই নির্গত হয়ে ও পুত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র আত্মায় সিদ্ধি লাভ করে।

তেমন স্পষ্ট নিশ্চয়তায় স্থিতমূল হয়ে ও দেওয়া আদেশ অনুসারেই আমরা দীক্ষাস্নাত হই, ও যেভাবে দীক্ষাস্নাত হয়েছি সেভাবে বিশ্বাসও করি, ও যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে উপলব্ধিও করি; যার ফলে দীক্ষাস্নান, বিশ্বাস ও আমাদের উপলব্ধি পূর্ণ ঐক্য অনুসারেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিরাজিত।

সুতরাং যে সকল ভক্তজন এ সত্যের নিয়ম পালন ক'রে তিন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে, ও প্রকৃত ভক্তি ও ধর্মভাবের সঙ্গে এক এক ব্যক্তিত্বকে নিজ নিজ গুণ অনুসারে জানে, ও বিশ্বাস করে যে, একটিমাত্র ঈশ্বরত্ব, একটিমাত্র মঙ্গলময়তা, একটিমাত্র আধিপত্য, একটিমাত্র অধিকার ও একটিমাত্র শক্তি রয়েছে; আবার, যে সকল ভক্তজন তেমন রাজত্বের পরাক্রম বাতিল করে না, বহু-ঈশ্বরবাদ সমর্থনেও ভ্রষ্ট হয় না, তিন ব্যক্তিত্বকে মিশ্রিতও করে না, পবিত্র ত্রিত্বকে আলাদা ও ভিন্ন প্রকার বস্তু দ্বারাও গঠন করে না, কিন্তু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় নিজেদের পরিত্রাণের সমস্ত প্রত্যাশা রেখে বিশ্বাস-তত্ত্ব সরলভাবেই গ্রহণ করে, তারাই আমাদের সঙ্গে একমত, ও তাদের সঙ্গে প্রভুর সহভাগিতা লাভ করতে আমরা প্রার্থনা করি।

খ বর্ষ - মথি ২৮:১৬-২০

> যীশুর পুনরুত্থানের পরে সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যীশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন।
>
> যীশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'

সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' **২য় পুস্তক ১; ১২শ পুস্তক ৫৭**

আমি অটল বিশ্বাস স্বীকৃতিতে নিষ্ঠাবান হতে চাই

ঈশ্বরের বাণী তার সত্যের পূর্ণ পরাক্রমে তখনই আমাদের কানে সঞ্চারিত, যখন স্বয়ং প্রভু সুসমাচার-রচয়িতার সাক্ষ্যদানে আমাদের বলেন: *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।* মানব-পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত সংক্রান্ত সমস্ত কথা কি এই বচনে অন্তর্ভুক্ত নয়? বাকি বা গুপ্ত আর কী থাকতে পারে? ঈশ্বর যেরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বচনটিও সেরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ; ঈশ্বর যেরূপে সিদ্ধতামণ্ডিত, বচনটিও সেরূপে সিদ্ধতামণ্ডিত। বাস্তবিকই এ বচনে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ, ব্যাপারটার কর্মশক্তি, বিষয়গুলোর নির্ভুল বিন্যাস ও তার স্বরূপের অভিব্যক্তি সবই উপস্থিত। তিনি তো পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, অর্থাৎ স্রষ্টা, ও একমাত্র পুত্র ও দানের স্বীকারোক্তিতে মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে আদেশ দিলেন।

সর্বস্রষ্টা এক। কেননা সেই পিতা ঈশ্বর যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্গত হয়, তিনি এক;

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সেই একমাত্র পুত্র যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল, তিনিও এক; আর সেই আত্মা যাঁকে সকলের অন্তরে দানরূপে দেওয়া হয়েছে, তিনিও এক। অতএব সবকিছু যার যার শক্তি ও গুণ অনুসারেই নিরূপিত: এক অধিকার তথা এক পিতা যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্গত হয়; এক সন্তান যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে; এক দান তথা এক আত্মা যাঁতে পূর্ণ প্রত্যাশা অবস্থিত। তেমন সিদ্ধির মধ্যে অভাবের মত কিছুও পাওয়া যাবে না; কেননা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা পরম সিদ্ধতামন্ডিত: সেই সনাতন জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলতে কিছু নেই; প্রতিমূর্তিতে রয়েছে সত্যপ্রকাশ; ও সেই দানে রয়েছে উপভোগ।

আমি অটল বিশ্বাস স্বীকৃতিতে নিষ্ঠাবান হতে চাই। ভিক্ষা রাখি, প্রভু: আমার বিশ্বাসের এ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ রক্ষা কর, ও প্রাণত্যাগ পর্যন্ত আমার বিবেকের এই কণ্ঠ আমাকে শুনতে দাও, যাতে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নাত হওয়ার সময়ে আমি আমার নবজন্মের পুণ্য প্রতীক উচ্চারণে যা স্বীকার করেছি, তার প্রতি যেন সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকতে পারি: অর্থাৎ আমি যেন তোমাকে, হে আমাদের পিতা, ও তোমার সঙ্গে তোমার পুত্রকেও আরাধনা করি; আর যিনি তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে নির্গত, আমি যেন সেই পবিত্র আত্মার যোগ্য হতে পারি। আসলে আমার বিশ্বাসের জন্য আমার এমন উপযুক্ত সহায় আছেন যিনি বলেন: *পিতা, যা কিছু আমার, সমস্তই তোমার; যা তোমার, সমস্তই আমার:* তিনি হলেন আমার প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি তোমাতেই থেকে, তোমা থেকে উদ্গত হয়ে, ও তোমার সান্নিধ্যে থেকে নিত্যকালীন ঈশ্বর, যিনি যুগযুগ ধরে বন্দিত। আমেন।

গ বর্ষ - যোহন ১৬:১২-১৫

> শেষ ভোজের সময়ে যীশু আপন শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।'

সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' **১২শ পুস্তক ৫৫-৫৭**

ধন্য প্রভু চিরদিন চিরকাল!

হে পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমার একমাত্র পুত্র সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যে সাধারণ সৃষ্টজীব নন, একথা আমার বিশ্বাস ও কণ্ঠের মধ্য দিয়েই স্বীকার করা আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়; আর যিনি তোমা থেকে উদ্গত ও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রেরিত, সেই পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রেও আমি সেই প্রকার ভাষা সহ্য করতে সম্মত নই; কেননা যা কিছু তোমার সম্পর্কযুক্ত, তার প্রতি আমার ধর্মভাব অত্যন্ত গভীর। উপরন্তু, কেবল তুমিই অসঞ্জাত নও, ও তোমার একমাত্র পুত্র তোমা থেকেই সঞ্জাত, একথা জেনেও তবু আমি এমন কথা কখনও বলব না যে, পবিত্র আত্মা সঞ্জাত, এ কথাও কখনও বলব না যে, তিনি সৃষ্ট। আমার ভয় যে তেমন কথা উচ্চারণ করলে তোমার দুর্নাম হয়।

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, তোমার পবিত্র আত্মা তোমার গভীর বিষয় অনুসন্ধান করেন ও

জানেন, ও আমার পক্ষে যা বলার অতীত, তিনি আমার পক্ষসমর্থক রূপে আমার হয়ে তা তোমার কাছে ব্যক্ত করেন: আর আমি কি তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে নির্গত তাঁর পরাক্রমের স্বরূপকে 'সৃষ্টি' নামে অভিহিত করব? আর শুধু তা নয়, তেমন শব্দ উচ্চারণে আমি কি তার অপমানও করব? তোমার নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না; তোমার সীমাহীন ঐশমহিমার গভীরতাও তোমা থেকে ভিন্ন ও বাহ্যিক শক্তি দ্বারা পরিগণিত হতে পারে না। যা কিছু তোমাতে প্রবেশ করে, তা তোমারই; তোমাকে যিনি অনুসন্ধান করতে সক্ষম, তাঁর শক্তিও তোমা থেকে বাহ্যিক নয়।

তাছাড়া, আমার পক্ষে যা বলার অতীত, যিনি আমার হয়ে তা বলে থাকেন, তিনিও আমার পক্ষে বর্ণনার অতীত; কেননা তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের অনাদিকালীন প্রজননের বিষয়ে যেমন সমস্ত দ্ব্যর্থক ভাষা ও দুর্জ্ঞেয় উপলব্ধি শেষে কেবল তাঁরই কথা থেকে যায় যিনি তোমা থেকে জাত, তেমনি পবিত্র আত্মা কীভাবে তোমা থেকে তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থিত, একথা আমার বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করতে না পেরেও তথাপি আমি যে তাঁর অধিকারী এবিষয়ে আমার চেতনা আছে। কেননা তোমার আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়ে আমি বুদ্ধিহীন, তোমার একমাত্র পুত্র যেভাবে বলেছেন: *আমি যে তোমাকে বললাম, ঊর্ধ্বলোক থেকে তোমাদের জন্ম নিতে হবে, তাতে তুমি আশ্চর্য হবে না। বাতাস যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়; তুমি তার শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যায়, তা তুমি জান না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে সঞ্জাত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই।* হ্যাঁ, আমার নবজন্মের বিশ্বাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমি তা বুঝি না; আর যা বুঝি না, আমি কিন্তু তার অধিকারী। বাস্তবিকই আমি আমার জ্ঞানের সাহায্যে ছাড়াই নবজন্ম নিয়েছি, নবজন্মের নিজ কর্মশক্তি দ্বারাই আমার নবজন্ম সাধিত হয়েছে।

তাছাড়া আত্মা কোন বিশেষ নিয়ম মানেন না, তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই কথা বলেন, যা ইচ্ছা করেন তাই বলেন, ও যেখানে ইচ্ছা করেন সেইখানে কথা বলেন। তাই তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েও আমি যখন তাঁর আগমন বা প্রস্থানের কারণ জানি না, তখন কেমন করে তাঁর স্বরূপকে সৃষ্টবস্তুর মধ্যে রাখব ও তাঁর উৎপত্তিকে ভাষায় বর্ণনা করায় তাঁর সেই স্বরূপ গন্ডিবদ্ধ করব? কেননা, যোহনের কথা অনুসারে, সমস্ত কিছু সেই পুত্রের মধ্য দিয়েই করা হয়েছে যিনি, হে ঈশ্বর, আদিতে বাণীরূপে তোমার কাছে ছিলেন ঈশ্বর; এবং পল আকাশে ও পৃথিবীতে সেই সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের বর্ণনা দেন যা তাঁর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল; আর যখন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে সমস্ত কিছুই খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে, তখন তাঁর বিবেচনায় পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে *'তোমার আত্মা'* বলে ঘোষণা করা যথেষ্টই মনে করেন।

তাই তুমি বিশেষ সঙ্কল্প অনুসারে যাঁদের মনোনীত করেছিলে, আমি এ সমস্ত বিষয়ে তাঁদেরই সঙ্গে একমত হব, ফলত, একমাত্র পুত্র বিষয়ে: তিনি যে জন্ম নিয়েছেন, একথা ছাড়া আমি আর এমন কিছু বলব না যা তাঁদের বিবেচনায় আমার বোধশক্তির ঊর্ধ্বে; একই প্রকারে, পবিত্র আত্মা বিষয়ে তিনি যে 'তোমার আত্মা', একথা ছাড়া আমি আর এমন কিছু বলব না যা তাঁদের বিবেচনায় মানব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি কথার অনর্থক তর্কাতর্কিতে সময় অপব্যয় করতে চাই না; বরং অটল বিশ্বাস স্বীকৃতিতে নিষ্ঠাবান হতে চাই।

খ্রীষ্টের দেহরক্ত

ক বর্ষ - যোহন ৬:৫১-৫৮

একদিন যীশু জনগণকে বললেন, 'আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!'

এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, 'লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?' যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭২**

আপন ভোজে খ্রীষ্ট আমাদের শান্তি ও ঐক্যের রহস্য প্রতিষ্ঠা করলেন

ঈশ্বরের যজ্ঞবেদির উপরে তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ, তা একটা রুটি ও একটা পানপাত্র। একথা তোমাদের নিজেদের চোখও সমর্থন করে, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের উদ্বুদ্ধ করে যাতে সেই রুটিতে খ্রীষ্টের দেহ ও সেই আঙুররসে খ্রীষ্টের রক্ত দেখ। ব্যাপারটা স্বল্প কথায় ব্যক্ত, কারণ সরল বিশ্বাসের পক্ষে একথা যথেষ্টই বটে, কিন্তু তবু বিশ্বাসও উদ্বুদ্ধ হতে ইচ্ছুক। আসলে তোমরা আমাকে বলতে পার: তুমি আমাদের একথা বিশ্বাস করতে শিখিয়েছ, এবার তা ব্যাখ্যা কর, যাতে তা উপলব্ধিও করতে পারি। বাস্তবিকই কারও কারও মনে এ চিন্তার উদয় হতে পারে: আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কার কাছ থেকে দেহ গ্রহণ করলেন তা আমরা জানি, কুমারী মারীয়া থেকেই গ্রহণ করলেন। শিশুকালে তিনি দুধ খেলেন, পালিত হলেন, যৌবনকাল পর্যন্ত বেড়ে উঠলেন, ক্রুশে প্রাণত্যাগ করলেন, তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হল ও সমাধি দেওয়া হল, ও তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন; এবং যেদিন তিনি ইচ্ছা করলেন সেদিন সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করলেন; সেখান থেকে তিনি জীবিত ও মৃতের বিচার করতে আসবেন, আর এখন তিনি পিতার ডান পাশে সমাসীন: তবে এ রুটি কেমন করে তাঁর দেহ হতে পারে? আর এই পানপাত্রে কেমন করে তাঁর রক্ত থাকতে পারে?

এজন্যই, ভাইবোনেরা, এ বিষয়গুলো সাক্রামেন্ত বলে অভিহিত, কারণ এগুলোতে যা দেখতে পাই এবং আমরা যা বুঝি, তা তা থেকে ভিন্ন। আমরা যা দেখি, আকারে তা জড়পদার্থ, কিন্তু যা উপলব্ধি করি, তা আত্মিক ফলের অধিকারী।

তুমি যদি খ্রীষ্টের দেহ উপলব্ধি করতে ইচ্ছা কর, তাহলে শোন প্রেরিতদূত নিজ ভক্তদের কী বলেন: *তোমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।*

ফলত তোমরা নিজেরাই যখন খ্রীষ্টের দেহ ও তাঁর অঙ্গগুলো, তখন তোমাদের নিজেদের রহস্যই প্রভুর বেদির উপরে রাখা হয়, ও তোমাদের নিজেদের পবিত্র রহস্যকেই তোমরা গ্রহণ কর। তোমরা নিজেরাই যা, তার কাছে তোমরা উত্তরে বল 'আমেন,' আর তাই বলে ব্যাপারটা স্বাক্ষরিত কর। আসলে তুমি শোন: 'খ্রীষ্টের দেহ,' ও উত্তরে বল, 'আমেন।' সুতরাং তোমার 'আমেন' যেন সত্য হয়, সত্যিকারেই খ্রীষ্টের দেহ হও!

তবে খ্রীষ্টের দেহ সেই রুটিতে কেন? এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের কথা উপস্থাপন করব না, বরং স্বয়ং প্রেরিতদূতের কথাই শুনি যিনি এ সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে বলেন: *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ।* একথা উপলব্ধি করে আনন্দ কর: ঐক্য, সত্য, ভক্তি, ভালবাসা! 'একরুটি': কেইবা এ একরুটি? *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ।* একথা ভাব যে, রুটি গমের একটামাত্র দানা দিয়ে তৈরী নয়, বহু দানা দিয়েই তৈরী। ফলে তোমরা যা দেখ, তা-ই হও; আর তোমরা যা হও, তা-ই গ্রহণ কর! রুটির বিষয়ে কথা ব'লে প্রেরিতদূত নিজেই একথা বলেছেন। এখন পানপাত্র সম্বন্ধে আমাদের কী উপলব্ধি করা উচিত, প্রেরিতদূত এবিষয়ে কোন কথা না বললেও তা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন; কেননা যেমন রুটির দৃশ্য আকার পেতে হলে গমের বহু দানা একপিণ্ড হবার জন্য একত্র করা হয় যাতে শাস্ত্র ভক্তদের সম্বন্ধে যা বলে তথা, *তারা একহৃদয় একাত্মা ছিল*, তা বাস্তবায়িত হতে পারে, আঙুররসের বেলায়ও তেমনি ঘটে। ভাইবোনেরা, একটু চিন্তা কর, আঙুররস কোথা থেকে পাওয়া যায়? বহুদানা মিলে আঙুরফলের একটা ছড়া হয়, কিন্তু দানাগুলোর রস ঐক্যেই একীভূত হয়।

এভাবে নিজ বেদির উপরে আমাদের শান্তি ও ঐক্যের রহস্য পবিত্রীকৃত করায় প্রভু আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করেছেন, তিনি চেয়েছেন আমরা তাঁরই হব। যে কেউ ঐক্য-রহস্য গ্রহণ করে ও শান্তির বন্ধন রক্ষা করে না, সে নিজের পরিত্রাণের জন্য নয়, আত্মদণ্ডের জন্যই রহস্যটি গ্রহণ করে।

খ বর্ষ - মার্ক ১৪:১২-১৬,২২-২৬

খামিরবিহীন রুটি পর্বের প্রথম দিন, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়া হত, সেদিন শিষ্যেরা যীশুকে বললেন, 'আমরা কোথায় গিয়ে আপনার পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' তাই তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা শহরে গেলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসি জল বয়ে নিয়ে আসছে; তোমরা তার অনুসরণ কর; আর সে যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির মালিককে গিয়ে বল, গুরু একথা বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব, আমার সেই ঘর কোথায়? তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড় সাজানো ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে—ঘরটা প্রস্তুত; তোমরা সেইখানে আমাদের জন্য ব্যবস্থা কর।' শিষ্যেরা রওনা হলেন, ও শহরে গিয়ে, তাঁর কথামত সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন, এবং বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, এ আমার দেহ।' পরে তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা তাঁদের দিলেন, আর তাঁরা সকলেই তা থেকে পান করলেন; আর তিনি তাঁদের বললেন, 'এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে এই রস নতুন পান করব, সেইদিন পর্যন্ত আমি আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না।' এবং সামসঙ্গীত গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

আমি একান্ত ভাবেই বাসনা করেছি,
তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কা-ভোজে বসব

তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে যীশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে তা ছিঁড়লেন। তিনি কেন এ রহস্যটি পাস্কাকালে প্রতিষ্ঠা করলেন? কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম দ্বারা আমাদের দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই প্রাক্তন সন্ধির বিধানকর্তা, এবং সেই সন্ধিতে যা কিছু ছিল, তা নবসন্ধি-সম্বন্ধীয় পূর্বাভাস রূপে ঘটেছিল। যেখানে প্রতীক ছিল, সেখানে খ্রীষ্ট বাস্তব সত্য স্থাপন করেন। এখানে সন্ধ্যা বলতে সেই কালের পূর্ণতা বোঝায় যখন সমস্ত বিষয় সিদ্ধি লাভ করতে যাচ্ছে। যীশু 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করেন কারণ আমাদের শেখাতে চান, আমরা কেমন করে এ রহস্যটি উদ্‌যাপন করব; উপরন্তু তিনি আমাদের বোঝাতে চান যে, তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হচ্ছেন যাতে আমরাও ধন্যবাদসূচক মনোভাবেই সমস্ত কিছু সহ্য করতে শিখি; তাতে তিনি আমাদের অন্তরে ধন্য প্রত্যাশা সঞ্চার করেন।

কেননা প্রতীক যখন তত বড় দাসত্ব থেকে মুক্তি সাধন করতে পারল, তখন প্রতীকের বাস্তব সত্য আর কতই না উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধনে গোটা পৃথিবী মুক্ত করবে ও মানবজাতির উপর অশেষ উপকার বর্ষণ করবে! এ কারণেই যীশু এ রহস্যটি পূর্বকালে প্রতিষ্ঠা করেননি, কিন্তু বিধানের নিয়ম-কানুনের যখন শেষ হওয়ার কথা তখনই তা প্রবর্তন করেন। এভাবে তিনি নিজ শিষ্যদের অধিক পবিত্রতম ভোজে স্থানান্তর করায় ইহুদী পর্বগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান পর্ব বাতিল করেন, এবং বলেন, *গ্রহণ করে নাও, খাও; এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত।*

তেমন বাণী শুনে শিষ্যেরা কেমন করেই না উদ্বিগ্ন হলেন? বস্তুতপক্ষে এ সাক্রামেন্ত প্রসঙ্গে তিনি আগেই অনেক মহা মহা কথা বলেছিলেন; ফলে তিনি এখন আর অতিরিক্ত কথা বলেন না, যেহেতু তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন। তবু তিনি যন্ত্রণাভোগের উদ্দেশ্য তথা পাপমোচনের কথা প্রকাশ করেন। এবং পানপাত্রটিকে *আমার রক্তে নবসন্ধি* বলে অভিহিত করেন, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতির রক্ত, ও নতুন বিধানেরও রক্ত।

প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচীনকালেও এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলেন, আর ঠিক এই রক্তই এখন নবসন্ধি স্থাপন করে; কেননা প্রাক্তন সন্ধি যেমন মেষ ও বৃষ উৎসর্গ করত, তেমনি নবসন্ধি প্রভুর রক্ত উৎসর্গ করে। উপরন্তু তেমন কথা দ্বারা যীশু এ ইঙ্গিত দিতে চান যে, তাঁর পরিণাম সন্নিকট, আর এজন্য সন্ধি [অর্থাৎ 'উইল'] শব্দটা ব্যবহার করেন, এবং প্রাক্তন সন্ধির কথাও উল্লেখ করেন, কারণ সেটাও রক্ত দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিজ মৃত্যুর উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করেন: তাঁর রক্ত যা *পাপমোচনের উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত;* এবং অবশেষে বলেন: *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।* তোমরা লক্ষ কর, তিনি কেমন করে প্রেরিতদূতদের ইহুদী নিয়ম-কানুন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে দেন; তিনি ঠিক যেন বলছেন: তোমরা মিশরে সাধিত ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের স্মরণেই পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন করছিলে, এবার কিন্তু আমারই স্মরণে এ কর। সেই রক্ত প্রথমজাতদের পরিত্রাণের জন্যই পাতিত হয়েছিল; এ রক্ত গোটা মানবজাতির পাপমোচনের জন্যই পাতিত হবে।

এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা পাপমোচনের উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত। তিনি এজন্যও একথা বললেন, যাতে দেখাতে পারেন যে যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশ একটা রহস্য; উপরন্তু তিনি

শিষ্যদের পুনরায় সান্ত্বনাও দিতে অভিপ্রেত ছিলেন। আর মোশী যেমন একসময়ে বলেছিলেন, *তোমরা চিরকালের মত নিরূপিত বিধিরূপেই তেমনটি পালন করবে*, তেমনি এখন প্রভু বলেন: *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর, যতদিন আমি না আসি।* এজন্যই তিনি এ কথাও বললেন: *আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব*, অর্থাৎ আমি এ সমস্ত নতুন বিষয় তোমাদের দান করতে, ও এমন পাস্কা-ভোজ তোমাদের দান করতে একান্ত ভাবেই বাসনা করেছি, যার মধ্য দিয়ে তোমাদের আধ্যাত্মিক করে তুলব।

তিনিও পান করলেন। সেই বাণী শুনে তাঁরা পাছে বলেন, এ কেমন কথা? আমরা কি রক্ত পান করছি? আমরা কি মাংস খাচ্ছি? তাই পাছে তাঁরাও সেভাবে অস্থির হয়ে ওঠে যেভাবে একসময়ে এ রহস্যগুলোর কথা শুনে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে পদস্খলিত হয়েছিল, সেজন্য পাত্র থেকে পান করায় তিনিই প্রথম আদর্শ দেখান, আর এভাবে শিষ্যদের আমন্ত্রণ জানান তাঁরা যেন শান্ত মনে এ রহস্যগুলোর সহভাগিতা করেন। তাই এ কারণেই তিনি নিজেই নিজ রক্ত পান করলেন।

গ বর্ষ - লুক ৯:১১-১৭

লোকেরা একদিন যীশুর পিছু পিছু চলল, আর তিনি খুশি মনে তাদের গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতে লাগলেন, এবং যাদের সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

পরে, যখন বেলা প্রায় পড়ে আসছে, তখন সেই বারোজন কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা আশেপাশের গ্রামে ও পল্লিতে পল্লিতে গিয়ে রাত কাটাবার জন্য স্থান পেতে পারে ও কিছু খাবারও পেতে পারে, কেননা এখানে আমরা নির্জন জায়গায় রয়েছি।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা বললেন, 'পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছের বেশি কিছু আমাদের কাছে নেই; তবে কি আমরা নিজেরাই এই সমস্ত লোকের জন্য খাবার কিনতে যাব?' বাস্তবিকই তারা আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। কিন্তু তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, 'পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে এদের সারি সারি বসিয়ে দাও।' তাঁরা সেইমত করলেন, সকলকে বসিয়ে দিলেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে সেগুলোর উপর 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, সেগুলো ছিঁড়লেন, এবং লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন। সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ডালা হল।

করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৪:৪**

এসো, ভক্তিভরেই খ্রীষ্টের কাছে এগিয়ে যাই

আমাদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য খ্রীষ্ট নিজ দেহ আমাদের দান করলেন, তাতে সদা-মহত্তর বন্ধুত্বের বন্ধনে আমাদের নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন। তাই এসো, ভক্তিভরে ও উদ্দীপ্ত ভালবাসার সঙ্গেই তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, পাছে শাস্তির অধীন হই। কেননা আমরা যত মহত্তর অনুগ্রহ লাভ করব, নিজেদের তেমন উপকারের অযোগ্য দেখালে তত মহত্তর শাস্তি ভোগ করব।

সেই তিন পণ্ডিতেরাও জাবপাত্রে শায়িত এ দেহ আরাধনা করেছিলেন—এমন বিধর্মী মানুষ যাঁরা প্রকৃত ঈশ্বরকে জানতেন না, তাঁরা দেশ ও গৃহ ত্যাগ করে সুদীর্ঘ যাত্রা করে সভয়ে ও সকম্পে তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন। আমরা স্বর্গের নাগরিক যারা, এ বিধর্মীদের দৃষ্টান্তই কমপক্ষে যেন অনুকরণ করি। তাঁরা একটা জাবপাত্র ও একটা গুহার কাছে সভয়ে এগিয়ে গেছিলেন, আর তুমি এখন যা দেখতে পাচ্ছ তাঁরা তা দেখতে পাচ্ছিলেন না; কিন্তু তুমি তো একটা জাবপাত্রের দিকে

নয়, একটি যজ্ঞবেদির দিকেই তাকাচ্ছ; তাঁকে বরণ করছেন এমন একটি নারীকেও দেখছ না, কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক যাজককেই দেখছ; সমস্ত উর্বরতার উৎস সেই আত্মাকেও দেখছ যিনি অর্ঘ্যের উপরে উড়তে থাকেন। তুমি তো কেবল সেই একই দেহটিকে দেখছ না, তাঁরা তা যেভাবে দেখেছিলেন, বরং তাঁর পরাক্রম ও তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাও তুমি জানতে পেরেছ, আর তিনি যা যা করেছেন, এ সমস্ত বিষয় তুমি অবগতই আছ, যেহেতু দীক্ষিত হওয়ায় সমস্ত কিছুই মনোযোগের সঙ্গে শিখেছিলে। সুতরাং এসো, পবিত্র ভয়ে নিজেদেরই উদ্দীপিত করি, ও সেই বিধর্মীদের চেয়ে মহত্তর ভক্তি দেখাই, পাছে দুঃসাহসের সঙ্গে ও অন্যমনস্ক ভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে নিজেদের উপরে আকাশের আগুন আকর্ষণ করি!

আমরা যেন তাঁর কাছে না যাই, এজন্য তো আমি একথা বলছি না বটে; আমার কথার উদ্দেশ্যই বরং আমরা উচিত ভয় অনুভব না করে যেন তাঁর কাছে না যাই। কেননা দুঃসাহসের সঙ্গে তাঁর কাছে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক, তেমনি এ রহস্যময় ভোজে অংশ না নেওয়ার ফলে আমরা ক্ষুধা ও মৃত্যুতেই চালিত হব। কারণ এ ভোজ আমাদের প্রাণের শক্তি, আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ঐক্যের উৎস, আমাদের ভরসার আসল কারণ: এ ভোজ হল প্রত্যাশা, পরিত্রাণ, আলো, জীবন। যদি এ সমস্ত কিছু গ্রহণ করেই পবিত্রতম যজ্ঞ থেকে বিদায় নিই, তাহলে সোনার রণসজ্জায়ই যেন সজ্জিত হয়ে আমরা তাঁর পুণ্য প্রাঙ্গণের দিকে ভরসার সঙ্গে যাত্রা করব।

আমি কি হয় তো ভাবী বিষয়েরই কথা বলছি? ইহলোকে থেকে, এখন থেকেই তোমার পক্ষে এ রহস্যটি হচ্ছে স্বর্গ ও পৃথিবী! তাই স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়ে চেয়ে দেখ; এমনকি স্বর্গের দ্বার কেন? স্বর্গের স্বর্গেরই দ্বার খুলে চেয়ে দেখ, তবেই আমি যা যা বলে এসেছি তুমি তার দর্শন পাবে। সেখানে যা রয়েছে, তা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়; আর আমি সেই বিষয়টি পৃথিবীতে উপস্থিত দেখাব। রাজপ্রাসাদে যেমন সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় দেওয়াল নয়, সোনার ছাদও নয়, কিন্তু সিংহাসনে আসীন রাজা, তেমনি স্বর্গের বিস্ময়ের বিষয় হলেন রাজা নিজেই।

অথচ তোমার পক্ষে এ পৃথিবীতেও এ সমস্ত কিছু দেখা সম্ভব; বাস্তবিকই আমি তোমাকে কোন দূত বা মহাদূত দেখাচ্ছি না, স্বর্গ বা স্বর্গের স্বর্গও নয়; এ সমস্ত কিছুর প্রভুকেই বরং আমি তোমাকে অর্পণ করছি। তাহলে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এই মর্তলোকেও সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় দেখতে পাও? তুমি তাঁকে দেখতে পাও, আর শুধু তাই নয়, তাঁকে স্পর্শও করতে পার; আর শুধু তাই নয়, স্পর্শ করা ছাড়া তাঁকে খেতেও পার; আর তাঁকে গ্রহণ করার পর বাড়ি ফিরে যেতে পার। অতএব, তেমন মহারহস্য বরণ করার জন্য আত্মা পরিশুদ্ধ কর, অন্তর প্রস্তুত কর।

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার

যীশুহৃদয়

ক বর্ষ - মথি ১১:২৫-৩০

> একদিন যীশু বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র

নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।'

সাধু বনাভেন্তুরার 'রচনাবলি' **জীবন-বৃক্ষ ২৯-৩০,৪৭**

তোমাতেই জীবনের উৎস

হে বিমুক্ত মানুষ, ভেবে দেখ, যিনি তোমার জন্য ক্রুশে ঝুলছেন, যাঁর মৃত্যু মৃতদের সঞ্জীবিত করে, যাঁর প্রয়াণের জন্য স্বর্গমর্ত শোকার্ত ও কঠিন পাথরও বিদীর্ণ হয়, তিনি কেমন মহত্ত্ব ও স্বরূপের অধিকারী!

উপরন্তু, ক্রুশে নিদ্রিত সেই খ্রীষ্টের পাশ থেকে যাতে মণ্ডলী গড়া হয়, এবং *যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছিল তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে*, শাস্ত্রের এবাণী যেন পূর্ণতা লাভ করে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা এমনটিও হতে দিল যে, সৈন্যদের একজন সেই পবিত্র বুক বিঁধিয়ে দিয়ে খুলে দেবে, যেন জলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হওয়ায় আমাদের পরিত্রাণের সেই মূল্য পাতিত হয় যা তেমন উৎস থেকে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের হৃদয়ের গুপ্তস্থান থেকে নির্গত হয়ে মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলোকে জীবনদায়ী শক্তি দান করে, ও যারা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টে জীবিত, তাদের এমন জীবনময় পানীয়ের উৎস দান করে, যা *অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহিত।*

অতএব, হে খ্রীষ্টের প্রেমিকা আত্মা, ওঠ! সেই *কপোতের মত হও যে গর্তের মুখের ধারে নীড় বাঁধে; যেমন চড়ুই পাখি খুঁজে পায় বাসা*, তেমনি তুমি ওইখানে নিত্যই জেগে থাক; দোয়েলের মত তুমি পবিত্র প্রেমের শাবকদের ওইখানে লুকিয়ে রাখ, ওইখানে মুখ দাও, যাতে *পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে জল তুলে আনতে পার। কেননা ওইখানে তো পরমদেশের মাঝখান থেকে বহির্গত সেই জলের উৎস রয়েছে যা আলাদা আলাদা হয়ে চতুর্মুখী হল* ও ভক্তদের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে উর্বর ও জলসিক্ত করে।

হে ঈশ্বরভক্ত প্রাণ, তুমি যেই হও না কেন, জীবনের ও আলোর তেমন উৎসের দিকে গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ধাবিত হও, ও হৃদয়ের আন্তরিক শক্তিতে তাঁর দিকে চিৎকার করে বল: হে পরাৎপর ঈশ্বরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যকান্তি, হে সনাতন আলোর স্বচ্ছ বিভা! তুমি সমস্ত জীবনের জীবনদায়ী জীবন, সমস্ত আলোর আলোদানকারী আলো, তুমি সেই জ্যোতি যা প্রথম উষালগ্ন থেকেই তোমার ঈশ্বরত্বের সিংহাসনের সামনে উজ্জ্বল সেই বহুবিধ জ্যোতিষ্ক সনাতন জ্যোতি দানে নিত্যই উজ্জ্বল করে রাখ!

হে সনাতন, অগম্য, প্রভাময় ও মধুর উৎস-প্রবাহ যা সকল মরণশীলদের চোখে লুক্কায়িত, তোমার গভীরতা অতলান্ত, তোমার উচ্চতা অচূড়াময়, তোমার দৈর্ঘ্য প্রান্তহীন, তোমার পবিত্রতা অবিচল।

তোমা থেকেই সেই নদী নির্গত যা *ঈশ্বরের নগরী আনন্দিত করে তোলে*, যাতে উৎসব-মুখর *ভিড়ের মাঝে হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে* আমরা তোমার উদ্দেশে স্তুতিগান গাইতে পারি, এবং আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যদানে দেখাতে পারি যে, *তোমাতেই জীবনের উৎস, তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।*

খ বর্ষ - যোহন ১৯:৩১-৩৭

যেদিন যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়, যেন দেহগুলি সাব্বাৎ দিনে ক্রুশে না থেকে যায়,—সেই সাব্বাৎ তো মহা একটা দিবস ছিল,—ইহুদীরা পিলাতের কাছে আবেদন জানাল, তিনজনের পা ভেঙে দিয়ে তাদের যেন তুলে নেওয়া হয়। তাই সৈন্যেরা এল, এবং যীশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আর দ্বিতীয়জনের পা ভেঙে দিল। কিন্তু যীশুর কাছে এসে যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না। কিন্তু সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল।

এবিষয়ে, স্বচক্ষে যিনি দেখেছেন, তিনিই সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ, এবং তিনি জানেন, তাঁর কথা সত্য, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। কেননা এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণতা লাভ করে: তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না। আর একটি শাস্ত্রবচন আছে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে, তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে!

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২১৩:৮**

বর্শার আঘাতে খ্রীষ্টের বুক বিদ্ধ হলে আমাদের মুক্তিমূল্য নির্গত হল

'সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি।' চিন্তা কর, উচ্চারণে এ বচনটি কত ক্ষুদ্র, অথচ তার অর্থ কতই না গভীর। তিনি ঈশ্বর, তিনি আবার পিতা: প্রভাবে ঈশ্বর, মঙ্গলময়তায় পিতা। আহা, আমরা যারা ঈশ্বরে আমাদের পিতাকে পেয়েছি, কেমন ভাগ্যবান! তাই এসো, পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ও তাঁর দয়ার কাছ থেকে সব কিছুই প্রত্যাশা করি, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান—এজন্যই তো আমরা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এমন কেউই যেন না বলে: তিনি পাপমোচন করতে অক্ষম। তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন কেমন করে পারবেন না? তুমি তো বল: কিন্তু আমি বহু পাপ করেছি। আর আমি আবার বলছি: কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান। তুমি তো আবার বল: এমন পাপ করেছি যে, আমি কখনও ধৌত ও মুক্ত হতে পারব না। আমি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলছি: তিনি কিন্তু সর্বশক্তিমান। বিশ্বাস-প্রতীকসূত্রে এ কথাও আছে: 'আমি পাপমোচন বিশ্বাস করি।'

তেমন কিছু যদি মণ্ডলীতে না ঘটত, তবে কোন আশাই থাকত না: মণ্ডলীতে যদি পাপমোচন না থাকত, আমাদের ভাবী জীবন ও শাশ্বত মুক্তির কোন আশাই থাকত না। অতএব এসো, মণ্ডলীর কাছে তাঁর এ দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

দেখ, দীক্ষাস্নান দ্বারা ধৌত হবার জন্য তোমরা পুণ্য জলকুণ্ডের ধারে আসছ, নবজন্মের পরিত্রাণদায়ী অবগাহনে নবায়িত হয়ে উঠবে: সেই জল থেকে বেরিয়ে উঠে তোমাদের আর কোন পাপ থাকবে না। সেই সমস্ত অতীতকাল যা তোমাদের অত্যাচার করছিল, তা ওখানে বিলুপ্ত হবে। তোমাদের পাপগুলো সেই মিশরীয়দের মত ছিল যারা হিব্রুদের ধাওয়া করছিল: তারা তাদের তাড়া দিয়েছিল, কিন্তু লোহিত সাগর পর্যন্ত। 'লোহিত সাগর পর্যন্ত' এর অর্থ কী? সেই জলকুণ্ড পর্যন্ত যা খ্রীষ্টের ক্রুশ ও রক্ত দ্বারাই পবিত্রিত; কেননা যা লোহিত তা রক্তলাল: তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, খ্রীষ্টের দেহ কেমন রক্তলাল হচ্ছে? বিশ্বাসের চোখেই তা চেয়ে দেখ: ক্রুশ দেখলে তবে রক্তও দেখবে; যিনি ক্রুশে ঝুলছেন তাঁকে দেখলে, তবে চেয়ে দেখ তাঁর দেহ থেকে কত রক্ত ঝরে পড়ছে। খ্রীষ্টের বুক বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হয়েছে, আর সেই বুক থেকে আমাদের মুক্তিমূল্য নির্গত

হল। এজন্য দীক্ষাস্নান খ্রীষ্টের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত, কারণ যে জলে তোমরা ডুব দিয়েছ, সেই জল হচ্ছে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে তোমাদের উত্তরণের প্রতীক। তোমাদের পাপগুলো হল তোমাদের শত্রু: সেগুলো তোমাদের তাড়া দিচ্ছে, কিন্তু সাগর পর্যন্ত। একবার প্রবেশ করে তোমরা আবার বেরিয়ে আসবে, কিন্তু সেগুলো নিঃশেষিত হবে, ঠিক যেভাবে হিব্রুদের বেলায় ঘটেছিল: তারা শুষ্ক ভূমিতে এসে পৌঁছলেই জল মিশরীয়দের ডুবিয়ে দিল। শাস্ত্রে কী বলে? *তাদের কেউই বাঁচল না।* তোমার পাপ বহু হোক বা স্বল্প হোক না কেন, গুরু হোক বা লঘু হোক না কেন, সেগুলোর ক্ষুদ্রতমও বাকি থাকল না। কিন্তু তবুও, যেহেতু এই বাস্তব জগতে এমন কেউ নেই যে নিষ্পাপ, আর ঠিক এই বাস্তব জগতেই আমাদের বিজয় বাস্তবায়িত করা দরকার, সেজন্য পাপমোচন কেবল পবিত্র দীক্ষাস্নানের শুচীকরণে নয়, কিন্তু প্রভুর শেখানো সেই দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও সাধিত। প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তি করায় তোমরা ঠিক যেন দৈনন্দিন দীক্ষাস্নান গ্রহণ করছ, যাতে দৈনন্দিন সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে পার, যিনি মণ্ডলীর হাতে তেমন দান মঞ্জুর করেছেন।

গ বর্ষ - লুক ১৫:৩-৭

> একদিন যীশু ফিরিসি ও শাস্ত্রীদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজে বেড়ায় না? খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, এবং বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।'

১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **২২:৩,২৭-৩০**

এসো, প্রভু; তোমার মেষ খোঁজ কর!

সুসমাচারে স্বয়ং প্রভু যীশু বলেন যে হারানো একটিমাত্র মেষের সন্ধান করতে তিনি বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখেছিলেন। যে মেষ হারিয়ে গেছিল, আমরা সেটিকে একশততম বলে থাকি: নিখুঁত সংখ্যাটির পরিপূর্ণতা ব্যাপারটা উপলব্ধি করার জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করুক। এ মেষটি প্রীতির পাত্র, আর এ যুক্তিসঙ্গত বটে, কেননা চেতনাহীন সান্নিধ্যের তুলনায় অমঙ্গল থেকে চেতনাপূর্ণ পুনরাগমন অধিক মূল্যবান। রিপুতে ভরা আত্মার সংস্কার করা, ও বিশৃঙ্খল দুর্মতির বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করা কেবল উত্তম সদ্‌গুণেরই প্রমাণ নয়, কিন্তু ঐশঅনুগ্রহের কার্যকর সান্নিধ্যেরও প্রমাণ। কেননা ভাবী জীবন সংস্কার করা মানুষের সঙ্কল্পের অধীন, কিন্তু অতীত জীবনের অপরাধ ক্ষমা করা ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মেষটিকে অবশেষে খুঁজে পেয়ে পালক তা কাঁধে তুলে নিলেন। রহস্যটিই বিশেষভাবে লক্ষ কর, অর্থাৎ লক্ষ কর মেষটিকে কেমন আরাম দেওয়া হয়: পরিশ্রান্ত সৃষ্টজীব নতুন শক্তি পেতে পারে না, যদি তা না পায় সেই প্রভুর যন্ত্রণাভোগে ও সেই যীশুখ্রীষ্টের রক্তে *যাঁর কাঁধে আধিপত্য-ভার:* হ্যাঁ, সেই ক্রুশের উপরে *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন* যাতে সেই ক্রুশেই সকলের পাপ নিঃশেষ করতে পারেন। স্বর্গদূতেরা আনন্দ করেন, তাও সমীচীন, কেননা যে ন্যায়পথ থেকে সরে

গেছিল, সে এখন আর পথভ্রষ্ট নয়—তার ভ্রান্তি নিঃশেষেই বিস্মৃত!

আমি হারানো মেষের মত ঘুরে ঘুরে চলি, তোমার দাসের সন্ধান কর, আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি। তোমার দাসের সন্ধান কর, কেননা পালক হারানো মেষের সন্ধান না করলে মেষটা মরবেই। কিন্তু যে দূরে চলে গেছিল, সে ন্যায়পথে আবার ফিরে আসতে পারে, তাকে আবার ডাকা যেতে পারে। তাই প্রভু যীশু, এসো, সেই যোসেফের মত তোমার মেষগুলির সন্ধান কর। তুমি দেরি করছিলে, তুমি পর্বতে পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, এমন সময় তোমার মেষ হারিয়ে গেল। তোমার এই একমাত্র মেষ যা পথে হারিয়ে গেছে, তোমার বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখে তার সন্ধান করতে এসো। এসো, কিন্তু দণ্ড নিয়ে নয়, তোমার আত্মার প্রেম ও মমতা নিয়ে। আমার সন্ধান কর, আমি তো তোমার বাসনা করি। আমার সন্ধান কর, আমাকে খুঁজে পাও, আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে তুলে বহন কর। যার সন্ধান কর, তাকে তুমি খুঁজে পেতে সক্ষম; যার সন্ধান পেয়েছ, তাকে তুমি তো প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর; আর যাকে গ্রহণ করেছ, তাকে তুমি মমতাপূর্ণ হয়ে কাঁধে তুলে ফিরিয়ে আন। এই ভক্তের বোঝা তোমাকে ক্লান্ত করে না, যাকে ধর্মময় করে তুলেছ সে তোমার পক্ষে বোঝা নয়। তাই প্রভু, এসো, কেননা হারিয়ে গিয়েও তবু *আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি:* আমি প্রত্যাশা রাখি, সুস্থ হয়ে উঠব। এসো, প্রভু, কেননা কেবল তুমিই পথভ্রষ্ট মেষ ডাকতে পার; আর যাদের তুমি একা ফেলে রেখেছ তাদের শোকার্ত করবে না, আর শুধু তা নয়, তারা নিজেরাই পাপীদের কাছে নিজেদের প্রত্যাগমনের আনন্দ প্রকাশ করবে। এসো, পৃথিবীতে পরিত্রাণ ও স্বর্গে আনন্দ এনে দাও। তাই এসো, তোমার মেষের সন্ধান কর: দাস বা বেতনভোগী পাঠিয়ো না, তুমি নিজেই এসো। আদমে বিকৃত আমার এই মাংসে আমাকে গ্রহণ কর। সেই সারার সন্তানের মত নয়, কিন্তু সেই অক্ষুণ্ন কুমারী, পাপের কালিমা থেকে মুক্তা সেই অনুগ্রহধন্যা কুমারীর সন্তানেরই মত আমাকে গ্রহণ কর। সেই যে ক্রুশ পথভ্রষ্টদের পরিত্রাণ, তার উপরে নিজের সঙ্গে আমাকেও তুলে আন: পরিশ্রান্ত মানুষ কেবল সেই ক্রুশেই বিশ্রাম পায়, মৃত সমস্ত মানুষ কেবল সেই ক্রুশেই জীবন পায়।

২য় রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১:২৯-৩৪

> সেসময় যোহন যীশুকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! তাঁরই সম্বন্ধে বলেছিলাম: আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগেও ছিলেন। আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করি।'
>
> আর যোহন এই বলে সাক্ষ্য দিলেন, 'আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন। আমিও তাঁকে জানতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন, "যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।" আর আমি দেখেছি, এবং এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের সেই মনোনীতজন।'

নিষ্কলঙ্ক বলি সেই মেষশাবক

আমাদের সকলের জন্য মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছেন

আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে, সেই তিনি কে যিনি কাছে আসছেন, আর কেন তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের মাঝে নেমে এলেন। সুসমাচার-রচয়িতা বলে ওঠেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক*, যাঁর বিষয়ে নবী ইসাইয়া ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন: *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত।* একসময় মোশীর বিধান সেই মেষশাবকের পূর্বচ্ছবি দিয়েছিল; সেসময় কিন্তু সে আংশিকভাবেই ত্রাণ করত, নিজ দয়া সকলের উপরে বর্ষণ করত না, কেননা সে ছিল পূর্বচ্ছবি ও প্রতীক মাত্র; এখন কিন্তু প্রতীকাকারে পূর্বনির্দিষ্ট সেই মেষশাবক নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে সকলের জন্য নিহত হতে চালিত হচ্ছেন যাতে তিনি জগতের পাপ হরণ করেন, পৃথিবীতে যে সর্বনাশ এনেছিল তিনি যেন সেই দুর্জনকে ধ্বংস করেন, সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করায় মৃত্যু বিনষ্ট করেন, আর এভাবে তিনি যেন মানুষকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে ও *তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে* উক্তিটা নিঃশেষ করতে পারেন। তিনি সেই দ্বিতীয় আদম হতে চাইলেন—মাটির নয়, স্বর্গীয় যে আদম, যেন নিজেই মানবস্বরূপের সমস্ত মঙ্গলদানের সূত্রপাত হতে পারেন, যথা ধ্বংস থেকে ত্রাণকর্তা, অনন্ত জীবনের মধ্যস্থ, ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার কারণ, ভক্তি ও ধর্মময়তার ভিত্তি, স্বর্গরাজ্যের দিকে পথ।

একটিমাত্র মেষশাবক সকলের হয়ে মরলেন, আর সেই মৃত্যুতে তিনি সমস্ত মানব-পাল ত্রাণ করলেন যাতে সকলকে পিতার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারেন; সকলের হয়ে একজনমাত্র মরলেন যাতে সকলকেই ঈশ্বরের অধীন করতে পারেন: সকলের হয়ে একজনমাত্র মরলেন যাতে সকলকে ত্রাণ করতে পারেন, *যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।*

বহু পাপে নিমজ্জিত হওয়ায় আমরা মৃত্যু ও ক্ষয়প্রাপ্তির অধীন ছিলাম; এজন্য পিতা আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আপন পুত্রকে দান করলেন—সকলের হয়ে একজনমাত্র, কেননা তাঁরই মধ্যে সবকিছু বিরাজিত আর তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বেই অধিষ্ঠিত।

কেবল তিনিই সকলের হয়ে মরলেন, যাতে আমরা সকলে তাঁর মধ্যে জীবিত থাকতে পারি। যে মৃত্যু আমাদের হয়ে নিহত সেই মেষশাবককে কবলিত করেছিল, সেই মৃত্যু তাঁর মধ্যে ও তাঁর সঙ্গে সকলকেই ফিরিয়ে দিল; কেননা আমরা সকলে সেই খ্রীষ্টেই ছিলাম যিনি আমাদের জন্য ও আমাদের হয়ে মরলেন বটে, কিন্তু পুনরুত্থানও করলেন। একবার যখন পাপ বিনষ্ট হল, তখন আর কোন্ বাধাই বা থাকতে পারবে যাতে পাপের ফল সেই মৃত্যুও বিনষ্ট হয়? শিকড় একবার শুকিয়ে গেলে কি করেই বা অঙ্কুরটা বাঁচতে পারবে? পাপ মৃত হলে আমাদের জন্য মৃত্যুর আর কোন্ কারণ থেকে যেতে পারবে? আসলে আমরা ঈশ্বরের মেষশাবকের মৃত্যুকে উদ্দেশ করে গম্ভীর আনন্দের সঙ্গে বলে উঠি, *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* আর সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *তা দেখে ন্যায়নিষ্ঠ সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠে, ও যত দুর্জন বন্ধ করে তার আপন মুখ*, এমনকি যারা দুর্বলতাবশত পাপ করে, সেই দুর্জন তাদের আর অভিযুক্ত করতে পারবে না, কারণ *ঈশ্বর মানুষকে ধর্মময় করে তোলেন: মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ*

থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, আমরা যেন পাপের অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে পারি।

খ বর্ষ - যোহন ১:৩৫-৪২

পরদিন যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য আবার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যীশু সেখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!' তিনি এই যে কথা বললেন, সেই দু'জন শিষ্য তা শুনে তাঁর অনুসরণ করলেন। যীশু ফিরে দাঁড়ালেন, এবং সেই দু'জনকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখে বললেন, 'তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি (অর্থাৎ, গুরু), আপনি কোথায় বাস করেন?' তিনি তাঁদের বললেন, 'এসো, দেখে যাবে।' তাই তাঁরা গেলেন, ও দেখলেন, তিনি কোথায় বাস করেন, এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে থাকলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটে।

যে দু'জন শিষ্য যোহনের সেই কথা শুনে যীশুর অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন সিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। তিনি প্রথমে তাঁর ভাই সিমোনকে খুঁজে পেলেন; তাঁকে বললেন, 'আমরা মসীহের সন্ধান পেয়েছি!' মসীহ কথাটার অর্থ হল খ্রীষ্ট। তিনি তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে গেলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো যোহনের ছেলে সিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে।' কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।

১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১৮:৪১-৪৩**

যে কেউ খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে, সে তাঁর দুঃখযন্ত্রণারও অন্বেষণ করে ও কষ্টভোগ এড়াতে চেষ্টা করে না

প্রজ্ঞা বলে, *বিদ্রূপকারী প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে, তবু তা বৃথা কাজ।* এর কারণ এই নয় যে, প্রভু মানুষ দ্বারা নিজেকে খুঁজে পেতে দিতে চান না—আসলে তিনি সকলের কাছেই নিজেকে অর্পণ করেন, যারা তাঁর অন্বেষণ করে না তাদেরও কাছে; বিদ্রূপকারী কিন্তু এমন কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে যা তাঁর সন্ধান পেতে তাকে অযোগ্যই করে। প্রমাণস্বরূপ রয়েছেন সেই সিমেয়োন, যিনি সরল অন্তরেই তাঁর অন্বেষণ করছিলেন বিধায় তাঁর সন্ধান পেয়েছিলেন।

আন্দ্রিয় তাঁর সন্ধান পেয়ে সিমোনকে বললেন, *আমরা মসীহের সন্ধান পেয়েছি।* ফিলিপও নাথানায়েলকে বলেন, *মোশী বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যীশু।* আর তাঁকে দেখাবার জন্য যে তিনি সত্যিই খ্রীষ্টের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁকে বললেন, *এসো, দেখে যাও।* সুতরাং, যে কেউ খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে, সে জাগতিক পদক্ষেপে নয়, বরং আধ্যাত্মিক ভাবেই তাঁর কাছে এগিয়ে আসুক; চোখ দিয়ে নয়, বরং মনশ্চক্ষুতেই তাঁকে দেখতে চেষ্টা করুক। বস্তুত যিনি সনাতন, তিনি দৈহিক চোখ দ্বারা দৃষ্টিগোচর নন, কেননা *যা দৃশ্য, তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য, তা চিরস্থায়ী।*

অতএব খ্রীষ্ট কালসাপেক্ষ নন, তিনি বরং কালের আগেই পিতা দ্বারা জাত; ঈশ্বর বলে তিনি ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র, আর সনাতন নিখুঁত ব্যক্তিত্ব বলে তিনি কালের বাইরে রয়েছেন, কালের সীমা তাঁকে সীমাবদ্ধ করে না; জীবন বলে তিনি কালের ঊর্ধ্বে রয়েছেন, আর তাই বলে তিনি সম্পূর্ণরূপেই মৃত্যু-দিনের নাগালের বাইরে।

তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। তুমি কি প্রেরিতদূতের কথা

বুঝতে পার? *তিনি একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন;* অর্থাৎ খ্রীষ্ট একবার চিরকালের মত পাপী তোমারই জন্য মরলেন; তাই তুমি দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পর আর পাপ করো না। তিনি সকলের জন্য একবার মরলেন, আবার তিনি এক একজনের জন্য বহুবার নয়, একবারই মরেন। হে মানুষ, তুমি তো পাপ, এজন্যই সর্বশক্তিমান পিতা আপন খ্রীষ্টকে পাপ করে তুললেন; তিনি তাঁকে মানুষ করলেন তিনি যেন আমাদের পাপ হরণ করেন। সুতরাং আমারই জন্য প্রভু যীশু পাপের কাছে মরলেন *যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।* তিনি আমার জন্য মরলেন যেন আমার জন্য পুনরুত্থান করতে পারেন। তিনি একবারই মরলেন, আবার একবারই পুনরুত্থান করলেন। আর তুমি যে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে মরেছ, ও সমাহিত ও পুনরুত্থিত হয়েছ, সাবধান থাক, যাতে একবার মরে আর পুনরায় না মর, কেননা পুনরায় মরলে তুমি আর পাপের কাছে নয়, ক্ষমারই কাছে মরবে। তুমি বরং পুনরুত্থানই করেছ, তাই দ্বিতীয়বারের মত মরো না, কেননা *মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই।* তখন মৃত্যু কি তাঁকে নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করেছিল? অবশ্যই, কারণ যখন লেখা আছে *তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই,* তখন এর অর্থ হল যে, আগে মৃত্যু এ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল।

হে মানুষ, তেমন মহাদান নষ্ট করো না! তোমারই জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুর কর্তৃত্বের অধীন হলেন, যাতে তার জোয়াল থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারেন। তিনি মৃত্যুর বন্দিদশা গ্রহণ করলেন যেন তোমার কাছে অনন্ত জীবনের স্বাধীনতা দান করতে পারেন।

এজন্য যে কেউ খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে, সে তাঁর দুঃখযন্ত্রণারও অন্বেষণ করে ও কষ্টভোগ এড়াতে চেষ্টা করে না। *আমার যন্ত্রণায় আমি প্রভুকে ডাকলাম, প্রভু সাড়া দিয়ে আমাকে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে।* ফলে উত্তম সেই কষ্ট, যা প্রভুর সাড়া পেতে আমাদের যোগ্য করে তোলে, কারণ তাঁর সাড়া পাওয়া মহান একটি অনুগ্রহ। এজন্য যে কেউ খ্রীষ্টের অন্বেষণ করে, সে যন্ত্রণা এড়ায় না, আর যে কেউ যন্ত্রণা এড়ায় না, প্রভু তাঁর সন্ধান পাবেন। যন্ত্রণা সেই এড়ায় না, ঈশ্বরের আদেশগুলি হৃদয়ে ও কাজকর্মেই যে গ্রহণ করে।

গ বর্ষ - যোহন ২:১-১২

গালিলেয়ার কানা গ্রামে এক বিবাহোৎসব হল। যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যীশু ও তাঁর শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যীশুর মা তাঁকে বললেন, 'ওদের আঙুররস নেই।' যীশু তাঁকে বললেন, 'নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি।' তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর।' ইহুদীদের প্রথা অনুসারে শুচীকরণের জন্য সেখানে পাথরের ছ'টা জালা রাখা ছিল, প্রত্যেকটিতে দু' তিন মণ জল ধরত। যীশু চাকরদের বললেন, 'জালাগুলো জলে ভর্তি কর।' তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। পরে তিনি তাদের বললেন, 'এখন তোমরা কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও।' তারা তাই করল। কিন্তু যখন ভোজকর্তা আঙুররসে পরিণত সেই জল আস্বাদ করল—সে তো জানত না, তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারাই জানত—তখন বরকে ডেকে বলল, 'সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু খাওয়ার পরে কম ভালটা দেয়; আপনি কিন্তু ভাল আঙুররস এখন পর্যন্তই রেখেছেন।'

এ হল যীশুর চিহ্নকর্মগুলির প্রথম চিহ্নকর্ম: তা তিনি গালিলেয়ার কানা গ্রামে সাধন করলেন: এতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন। তারপর তিনি, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে নেমে গেলেন; কিন্তু সেখানে শুধু কিছু দিন থাকলেন।

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **২য় পুস্তক**

আপন উপস্থিতিতে খ্রীষ্ট
মানবজন্মের উৎস তথা বিবাহ-ব্যবস্থা পবিত্রিত করেন

যদিও মনে হতে পারে সাধারণ একটি অবস্থা-বিশেষেই অলৌকিক কাজ ঘটেছে, তবু খ্রীষ্ট উপযুক্ত ক্ষণেই অলৌকিক কাজ সাধন করতে শুরু করেন। বস্তুতপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ ও বিধান সম্মত বিয়ের উৎসব চলছে; উৎসবে ত্রাণকর্তার মাতাও নিমন্ত্রিত, ও নিমন্ত্রিত হয়ে খ্রীষ্টও আপন শিষ্যদের সঙ্গে উপস্থিত। তিনি কিন্তু এমনি ভোজে যোগ দেওয়ার জন্য নয়, বরং এমন একটি অলৌকিক কাজ সাধন করার জন্য উপস্থিত, যাতে মানবজন্মের উৎস তথা বিবাহ-ব্যবস্থায় পবিত্রতাদায়ী অনুগ্রহের স্রোত সঞ্চার করতে পারেন, যে অনুগ্রহ তার প্রকৃতির সাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে।

এ সত্যিই সমীচীন ছিল যে, উচ্চতর পর্যায়ে মানবস্বরূপকে ফিরিয়ে নেবার জন্য যখন তিনি গোটা মানবস্বরূপকেই নবায়ন করতে এসেছিলেন, তখন তিনি কেবল তাদেরই আশীর্বাদ করবেন যারা ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল শুধু নয়, বরং তাদেরও জন্য অনুগ্রহ প্রস্তুত করবেন ও তাদেরও পবিত্রিত করবেন যাদের আগামী কালে জন্ম নেবার কথা। যিনি সকলের সুখ ও আনন্দ, তিনি আপন উপস্থিতিতে বিবাহ-ব্যবস্থায় এমন মর্যাদা আরোপ করলেন, যার ফলে প্রসবের সঙ্গে আদিকাল থেকে যুক্ত শোক মুছিয়ে দিলেন। সাধু পল বলেন, *কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।*

তাই তিনি আপন শিষ্যদের সঙ্গে সেই বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে গেলেন। এও সমীচীন ছিল যে, তিনি অলৌকিক কাজ সাধন করার সময়ে শিষ্যেরাও উপস্থিত থাকবেন, যাতে যাঁরা আশ্চর্য ঘটনাগুলোর মায়ায় আকর্ষিত ছিলেন, এবার তাঁরা খ্রীষ্টের অলৌকিক কাজটাই যেন বিশ্বাসের পুষ্টি বলে সংগ্রহ করেন।

অতিথিদের জন্য আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁর মাতা তাঁকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁর সাধারণ মঙ্গলময়তা ও প্রসন্নতা দেখান: *তাদের আঙুররস নেই।* যিনি ইচ্ছা করলে সবকিছু সাধন করতে সক্ষম, মাতা তাঁকে অলৌকিক কাজ করতে অনুরোধ করছেন। *নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি।* প্রভু উত্তমরূপেই নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন, কেননা তিনি যে অলৌকিক কাজ করার জন্য ত্বরা করবেন বা নিজে থেকে এগিয়ে আসবেন তা প্রয়োজন ছিল না; তিনি মানুষের অনুরোধে সাড়া দেবার জন্যই অলৌকিক কাজ সাধন করবেন, আর উপস্থিত সকলের কৌতূহল মেটাবার জন্য নয়, তাদের উপকার করার জন্যই বরং তেমন অনুগ্রহ দান করবেন।

তাছাড়া আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তখনই অধিক গ্রহণীয় হয়ে ওঠে যখন সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করা হয় না, কেননা তা পাবার জন্য মানুষ যখন দীর্ঘ প্রত্যাশা রাখে, সেই প্রত্যাশায় তখন বস্তুটা অধিক

মূল্যবান হয়ে ওঠে। পরিশেষে খ্রীষ্ট যা করতে অসম্মত ছিলেন, তা মাতৃভক্তির খাতিরেই সাধন করতে সম্মত হওয়ায় আমাদের কাছে মাতাপিতার প্রতি দেয় মর্যাদা দেখাতে চাইলেন।

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৪:১২-২৩

যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনে যীশু গালিলেয়ায় সরে গেলেন, এবং নাজারা ছেড়ে সমুদ্রতীরে, জাবুলোন-নেফ্তালির অঞ্চলে অবস্থিত কাফার্নাউমে বাস করতে গেলেন, যেন নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

জাবুলোন দেশ! নেফ্তালি দেশ!
সমুদ্রপথের, যর্দনের ওপারের বিজাতীয়দের সেই গালিলেয়া!
যে জাতি অন্ধকারে বসে ছিল,
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,
তাদের উপর এক আলো উদিত হল।

এসময় থেকেই যীশু প্রচার করতে শুরু করলেন; তিনি বলছিলেন: 'মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।'

তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, দুই ভাই—সিমোন ওরফে পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। আর সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, অন্য দুই ভাই—জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন—নিজেদের পিতা জেবেদের সঙ্গে নৌকায় নিজেদের জাল সারাচ্ছিলেন; তিনি তাঁদের ডাকলেন; আর তখনই তাঁরা নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।

তিনি সারা গালিলেয়া জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন: তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতেন, ও জনগণের মধ্যে সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করতেন।

আর্লের বিশপ সাধু চেসারিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪৪:১,৪**

ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুসমাচার পাঠে আমরা একথা শুনেছি: *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।* স্বর্গরাজ্য হলেন সেই খ্রীষ্ট, যিনি—সকলেরই জানা কথা—ভাল-মন্দ সকল মানুষকে চেনেন ও সমস্ত ব্যাপার বিচার করেন।

সুতরাং এসো, ঐশবিচার ঘটবার আগে পাপ স্বীকার করি, ও ঐশরায়ের আগে সমস্ত ভুলত্রুটি থেকে আত্মাকে শুচিশুদ্ধ করে তুলি। পাপের সংস্কার করার জন্য যথাসাধ্য যত্নবান না হওয়া মহা ঝুঁকি! তাছাড়া আমরা যখন বুঝি, আমাদের অপরাধের গুপ্ত উদ্দেশ্যেরই বিশেষভাবে হিসাব দিতে হবে, তখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন।

প্রিয়জনেরা, যখন ঈশ্বর চান আমরা বিচারের আগেই আমাদের অপরাধের সংস্কার করি, তখন স্বীকার কর, আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা সত্যিই মহান! এজন্যই তো কঠোরতা অনুশীলন করার

আগে ন্যায়বিচার সবসময় একটা চেতনা-বাণী শোনায়; প্রিয়জনেরা, এজন্যই তো আমাদের ঈশ্বর আমাদের কাছে অশ্রুনদী দাবি করেন, যাতে অবহেলা করে যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি, প্রায়শ্চিত্ত করেই তার সংস্কার করতে পারি। ঈশ্বর তো জানেন, মানুষ সবসময় সৎকর্ম সাধনে অধ্যবসায়ী নয়: মানুষ কাজ করার সময়ে প্রায়ই পাপ করে, ও কথা বলার সময়ে ভুল করে; এজন্য তিনি আমাদের কাছে প্রায়শ্চিত্ত-পথ শিখিয়েছেন, যাতে ধ্বংসিত সবকিছু পুনর্নির্মাণ করতে পারি ও ভুলভ্রান্তির সংস্কার করতে পারি। এজন্য ক্ষমালাভে নিশ্চিত হতে গিয়ে মানুষকে সবসময় নিজ অপরাধের জন্য হাহাকার করতে হবে। তথাপি, মানবদশা বহু ক্ষতের জন্য এত পীড়িত হলেও, তবু কেউই যেন নিরাশ না হয়, কেননা প্রভু মঙ্গলদানে এতই উদার যে, যাদের প্রয়োজন রয়েছে তিনি সেই সকলের কাছে আপন দয়ার দানগুলি বিতরণ করতে প্রীত।

তবু কেউ কেউ হয় তো বলবে, আমি তো খারাপ কিছুই করি না, তাহলে ভয় করব কেন? আচ্ছা, এবিষয়ে প্রেরিতদূত যোহনের বাণী শোন, *আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই!* অতএব প্রিয়জনেরা, কেউই যেন তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে: নিজেদের পাপ না দেখা, এই তো সবচেয়ে গুরুতর পাপ। নিজের অপরাধ যে স্বীকার করে, সে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারে; অপরদিকে যে মনে করে, অনুতপ্ত হওয়ার মত তার কিছু নেই, তেমন পাপীর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কারও নেই। এজন্য আমি শাস্ত্রের বাণী শুনিয়ে তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি: *ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ।* আর যেহেতু নিষ্পাপ বলতে কেউই নেই, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করে না এমন কেউই যেন না থাকে: কেউ যদি মনে করে সে নিরপরাধী, ঠিক এ কারণেই সে অপরাধী। কেউ কেউ রয়েছে যার দোষত্রুটি লঘুভার, একথা স্বীকার্য; কিন্তু কখনও পাপ করবে না এমন কেউই নেই; এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু অপরাধশূন্য বলতে কেউই নেই। অতএব, হে প্রিয়জনেরা, যে কেউ গুরুতর অপরাধে ঈশ্বরকে অপমান করেছে, সে যেন মহত্তর ভরসার সঙ্গে ক্ষমা যাচনা করে; আর এমন কেউ যদি থাকে যে তত গুরুতর অপরাধে নিজেকে কলুষিত করেনি, সে প্রার্থনা করুক যেন আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেরই অনুগ্রহে পতন থেকে রেহাই পেতে পারে, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

খ বর্ষ - মার্ক ১:১৪-২০

যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পর যীশু ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে করতে গালিলেয়ায় গেলেন; তিনি বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'

তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলেন, সিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে তিনি জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন: তাঁরাও নৌকায় ছিলেন, জাল সারাচ্ছিলেন। তিনি তখনই তাঁদের ডাকলেন, আর তাঁরা নিজেদের পিতা জেবেদকে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় ফেলে রেখে তাঁর পিছনে গেলেন।

মনপরিবর্তন কর, তবেই আমি তোমাকে ত্রাণ করব

আদমের বিদ্রোহ নিয়ে শুরু করা মানবগর্বের এত বহু ও গুরুতম অপরাধের পর, মানুষকে ও তার পাপ-উত্তরাধিকারকে শাস্তিদানের পর, পরমদেশ থেকে বিতাড়ন ও মৃত্যুর হাতে অধীনতার পর, ঈশ্বর একপ্রকারে দয়ারই পুনর্জয় পরিকল্পনা করলেন ও কেমন যেন অনুতাপ করলেন, যার ফলে আপন প্রতিমূর্তিতে গড়া সৃষ্টজীবকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিতে নিজেকে আবদ্ধ করে তিনি প্রথম ক্রোধজনিত দণ্ড বাতিল করলেন।

তখন তিনি নিজের জন্য এক জনগণ গঠন করলেন ও আপন ভালবাসার অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলিতে তাকে পরিপূর্ণ করলেন; তবু সেই জনগণের জেদি অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে বহুবার অভিজ্ঞতা করেও তিনি সকল নবীর মুখ দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের দিকে তাদের আহ্বান করায় কখনও ক্ষান্ত হননি। আর যখন তিনি সেই অনুগ্রহ দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন—যে অনুগ্রহ দ্বারা তিনি চরমকালে আপন আত্মার আলোয় সারা বিশ্বকে আলোকিত করার কথা—তখন তিনি চাইলেন, এ অনুগ্রহের আগে মানুষ দীক্ষাস্নানের জলে ডুব দেবে, যাতে করে আব্রাহামের বংশধরদের প্রতি অঙ্গীকৃত সমস্ত অঙ্গীকারের উত্তরাধিকারী হতে যাদের তিনি একদিন অনুগ্রহের খাতিরে আহ্বান করবেন, প্রায়শ্চিত্তের সেই চিহ্ন যেন তাদের মনের পূর্বপ্রস্তুতি সাধন করে।

যোহন নীরব থাকেন না, তিনি বরং বলে চলেন, *মনপরিবর্তন কর*, কেননা সর্বজাতির জন্য পরিত্রাণ আসন্নই ছিল; ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রভুরই তো সেই পরিত্রাণ আনবার কথা। সুতরাং তেমন পরিত্রাণ আসবার আগে যোহন এমন প্রায়শ্চিত্তের কথা প্রচার করছিলেন, যা মানব-হৃদয় থেকে আদিপাপের সমস্ত কলুষ মুছিয়ে দিয়ে ও অজ্ঞতাজনিত সমস্ত কলঙ্ক দূর করে দিয়ে মানবাত্মাকে নির্মল করে তুলবে, যার ফলে পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য এমন শুচিশুভ্র আবাস তৈরী হবে যেখানে তিনি ও তাঁর সমস্ত ঐশদানগুলি বাস করতে পারেন। এ সমস্ত মঙ্গলদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, প্রাচীনকালের যত পাপ মুছিয়ে দেওয়ার পর মানুষকে পরিত্রাণ দেওয়া; এই তো প্রায়শ্চিত্তের লক্ষ্য, এই তো তার সেই কর্তব্য যা ঐশদয়ার পরিকল্পনা সহজসাধ্য ক'রে মানুষের উপকারী ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হয়।

যিনি দেহ, আত্মা, কাজ ও মনের সমস্ত অপরাধের বিচার ও দণ্ড নির্ধারণ করলেন, 'মনপরিবর্তন কর, তবেই আমি তোমাকে ত্রাণ করব,' জনগণকে একথা বলায় তিনি প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ক্ষমা দানেও প্রতিশ্রুত হলেন। তিনি আরও বললেন, *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং এতেই আমি প্রীত, সে যদি আপন পথ থেকে ফিরে বাঁচে।*

অতএব, প্রায়শ্চিত্ত এমন পথ, যা মৃত্যুর পরিবর্তেই তোমাকে অর্পণ করা হয়। তাই তুমি যে আমার মত পাপী, এমনকি আমার চেয়ে কম পাপী—আমি তো জানি, তোমার চেয়ে আমিই বড় পাপী—তাই তুমি প্রায়শ্চিত্ত আলিঙ্গন কর, জাহাজডুবির সময়ে জলে নিক্ষিপ্ত মানুষ যেমন যথাশক্তিতে ও ভরসার সঙ্গে একটা তক্তা ধরে রাখে, তুমি তেমনি প্রায়শ্চিত্ত আঁকড়ে ধর! তুমি পাপের তরঙ্গমালায় নিমজ্জিত হলে প্রায়শ্চিত্তই তোমাকে ভাসিয়ে রাখবে ও ঐশপ্রসন্নতার বন্দরে তোমাকে নিয়ে যাবে। আশাতীত সুযোগ আঁকড়ে ধর, যাতে তুমি যে ঈশ্বরের সামনে শূন্যতাই

ছিলে, তুমি যে বালতিতে জলের এক বিন্দুই মাত্র, বাজারের ধুলাই মাত্র, কুমোরের মাটিই মাত্র, সেই তুমি যেন গাছ হতে পার—সেই যে *গাছ জলস্রোতের কূলে রোপিত,* যার পাতা সর্বদাই সবুজ-সতেজ, *যা যথাসময় ফল দান করে,* যা আগুনও চেনে না, কুড়ালও নয়।

গ বর্ষ - লুক ১:১-৪; ৪:১৪-২১

যেহেতু আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা পূর্ণতা লাভ করেছে অনেকেই তার বিবরণ রচনা-কাজে হাত দিয়েছেন—ঠিক সেইভাবে, যাঁরা প্রথম থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও বাণীর সেবক ছিলেন তাঁরা যেভাবে তা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন—সেজন্য, হে মহামান্য থেওফিল, আমিও প্রথম থেকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর, আপনার জন্য তার একটি সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত লিখব বলে স্থির করেছি; আপনি যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছেন, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারেন।

তখন যীশু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন, ও তাঁর নাম চারপাশের সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, ও সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত।

তিনি যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই নাজারায় গেলেন, এবং তাঁর অভ্যাসমত সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। শাস্ত্র পাঠ করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর তাঁর হাতে নবী ইসাইয়ার পাকানো পুঁথি তুলে দেওয়া হল; পুঁথিটা খুলে তিনি সেই স্থান পেলেন, যেখানে লেখা আছে: প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেবার জন্য আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে, প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

পুঁথিটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তা সেবকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসন নিলেন। সমাজগৃহে সকলের চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল; তখন তিনি তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।'

লুক-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩২:২-৬**

আজ এ সমাবেশেও প্রভু কথা বলছেন

যীশু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন, ও তাঁর নাম চারপাশের সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, ও সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত। তুমি যখন পড়, তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন আর সকলে তাঁর গৌরবকীর্তন করত, তখন তাদেরই শুধু ভাগ্যবান মনে করো না, তাঁর উপদেশ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত মনে করো না। শাস্ত্র সত্যাশ্রয়ী হলে, তবে প্রভু সেকালের ইহুদীদের সমাবেশেই শুধু কথা বলেননি, তিনি বরং এখনও আমাদের এ সমাবেশেও কথা বলছেন; আর শুধু এ সমাবেশে নয়, বরং এমন মাধ্যম খোঁজ ক'রে যার মধ্য দিয়ে উপদেশ দিতে পারেন, অন্য সমাবেশে ও সারা বিশ্বেও যীশু উপদেশ দিতে থাকেন।

তিনি যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই নাজারায় গেলেন, এবং তাঁর অভ্যাসমত সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। শাস্ত্র পাঠ করার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর তাঁর হাতে নবী ইসাইয়ার পাকানো পুঁথি তুলে দেওয়া হল; পুঁথিটা খুলে তিনি সেই স্থান পেলেন, যেখানে লেখা আছে: প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন।

তিনি যে সেই স্থান পেলেন যেখানে তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত, তা এমনি ভাগ্যক্রমে ঘটেনি, তা বরং ঈশ্বর দ্বারাই নিরূপিত হয়েছিল। যেমন লেখা আছে, *তোমাদের পিতার অনুমতি*

বিনা চড়ুই পাখিও ভূমিতে পড়ে না, এবং তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও রাখা আছে, তেমনি এমনটি ঘটল যে, ঠিক নবী ইসাইয়ার পুঁথিই তাঁর হাতে দেওয়া হল; এমনকি, অন্য কোন পদ নয়, বরং খ্রীষ্ট-রহস্য সংক্রান্ত পদেই তিনি পুঁথিটা খুললেন: *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন।*

এ পদ পাঠ করে যীশু *পুঁথিটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি তা সেবকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আসন নিলেন। সমাজগৃহে সকলের চোখ তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল।* আর তোমরা ইচ্ছা করলে, এ সমাবেশে তোমাদের চোখ ত্রাণকর্তাকে বের করতে পারে। যখন তুমি হৃদয়ের সমস্ত মনোযোগ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের প্রজ্ঞা ও সত্য দর্শনে আকর্ষণ করবে, তখনই তোমার চোখ যীশুকে দেখতে পাবে—ধন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত সেই সমাবেশ, যেখানে সকলের চোখ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ! আহা, আমার কতই না ইচ্ছা, এ সমাবেশের বেলায়ও যদি একই কথা বলা যেতে পারত! আহা, যদি আমাদের সকলেরই চোখ, দীক্ষাপ্রার্থী ও ভক্তদের, মহিলা, পুরুষ ও ছেলে-মেয়েদের চোখ—দেহের চোখ নয়, আত্মারই চোখ যীশুকে দেখতে পেত! তোমরা তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে, তাহলে তোমাদের মুখ তাঁর আলো ও দৃষ্টি দ্বারা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ও তোমরা বলতে পারবে, *তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত।* তাঁর গৌরব ও মহিমা হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:১-১২ক

সেসময় যীশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর।'

মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু হিলারির ব্যাখ্যা **৪:১-৩,৯**

খ্রীষ্ট স্বর্গরাজ্যের সংবিধান ঘোষণা করেন

যীশুর চারপাশে লোকের মহা ভিড়; তিনি তখন পর্বতে উঠে উপদেশ দেন: অর্থাৎ কিনা তিনি পিতার মাহাত্ম্যের একই উচ্চ পর্যায়ে দাঁড়িয়েই স্বর্গীয় জীবনের বিধান ঘোষণা করেন। নিজে

অনন্তকালের অধিকারী না হলে তিনি অনন্ত জীবনের উপদেশ দিতে পারতেন না। *তিনি মুখ খুলে উপদেশ দিতে লাগলেন।* অবশ্য আরও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারত, *তিনি কথা বললেন।* কিন্তু তিনি পিতৃমাহাত্ম্যের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও *অনন্ত জীবনের বাণী* উচ্চারণ করছিলেন বিধায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, তাঁর মানবীয় কণ্ঠ বাণী উচ্চারণকারী আত্মার প্রেরণায় বাধ্য।

আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। প্রভু আপন আদর্শ দানে তখনই শিখিয়েছিলেন যে মানব প্রশংসাজনিত গৌরবের অন্বেষণ করতে নেই, যখন শয়তানকে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, *তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে; কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে!* আর যেহেতু নবীদের মধ্য দিয়ে তিনি একসময় ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এমন নম্রচিত্ত জনগণকেই মনোনীত করবেন যারা তাঁর বাণী ভয় করবে, সেজন্য তিনি এখন সিদ্ধ সুখের সূচনা আত্মার বিনম্রতায় স্থাপন করলেন।

একারণে আমাদের অতি সাধারণ বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী হতে হবে একথা মনে রেখে যে, আমরা মানুষমাত্র; এ বিষয়েও সচেতন হতে হবে যে, স্বর্গরাজ্যই আমাদের লক্ষ্য হলেও তবু পূর্ণগঠিত হবার আগে এ দেহ কতই না হীনদশার অধিকারী ছিল। শ্রবণ, দর্শন, বিচার, কার্যকারিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা যতই উন্নতিশীল হই না কেন, এর কারণ এ, ঈশ্বরই আমাদের শক্তি দেন।

কেউই যেন কোন কিছু নিজস্ব বা সম্পূর্ণরূপে নিজেরই বলে না মনে করে; কারণ মানব অস্তিত্বের সূচনা থেকে তার শেষ পর্যায় পর্যন্ত আমরা যা উপভোগ করি না কেন, সবকিছু একই পিতার দান বলেই আমাদের মঞ্জুর করা হয়। সুতরাং সেই উত্তম পিতার আদর্শে যিনি আমাদের সবকিছু দান করেছেন, আমাদেরও আমাদের প্রতি দেখানো তাঁর সেই মঙ্গলকারিতার অনুকারী হতে হবে: সকলের প্রতি মঙ্গলকামী হব, সবকিছু সকলেরই অধিকার বলে গণ্য করব, সংসারের অস্থায়ী আড়ম্বর, ঐশ্বর্যের কামনা বা অসার আত্মপ্রশংসা দ্বারা নিজেদের কলুষিত হতে দেব না, বরং ঈশ্বরের অধীন হয়ে থাকব।

এসো, আমরা সকলে যেন ঐক্যবদ্ধ জীবনের আসক্তি দ্বারা জীবন-সহভাগিতায় নিজেদের একত্রিত হতে দিই; যিনি আমাদের মানব অস্তিত্বে আহ্বান করলেন, সেই পরম মঙ্গলময় শাশ্বতকালের জন্য যে দানের প্রতিশ্রুতি দেন, এসো, সেই দান মূল্যবান মনে করি—সেই দান এমন, যার পুরস্কার ও যোগ্যতা বর্তমান জীবনের সৎকর্মের মধ্য দিয়েই পাবার কথা।

এভাবে আত্মার এ বিনম্রতা গুণে আমরা ঈশ্বরের কথা অনুক্ষণ মনে রাখি, যা যা পাচ্ছি ও যা যা পাবার আশা করছি তা তাঁর দান বলে গণ্য করি—তবেই স্বর্গরাজ্য আমাদেরই হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী। স্বয়ং খ্রীষ্টই ধর্মময়তা বিধায় সুখ-বাণীর তালিকা শেষে তারাই সুখী তথা পূর্ণ পুরস্কারেরই অধিকারী বলে ঘোষিত, যাদের প্রাণ তাঁর খাতিরে সবকিছু সহ্য করতে আকাঙ্ক্ষিত। সংসার তুচ্ছ করল আত্মায় তেমন দীনহীনদের কাছে, বিভিন্ন দুর্দশার জন্য বা জাগতিক সম্পদ হারাল তেমন অবহেলিতদের কাছে, মানুষের হিংসা সত্ত্বেও ঐশন্যায্যতায় বিশ্বাস করল তেমন ভক্তদের কাছে, সনাতন ঈশ্বরের জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিলেন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির তেমন গৌরবময় সাক্ষ্যমরদের কাছেই স্বর্গীয় এক মহাপুরস্কার প্রতিশ্রুত, তাঁদের জন্যই ঐশরাজ্য সংরক্ষিত।

খ বর্ষ - মার্ক ১:২১-২৮

কাফার্নাউমে, ঠিক সাব্বাৎ দিনেই, যীশু সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন; তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—শাস্ত্রীদের মত নয়। আর তখনই তাদের সমাজগৃহে অশুচি আত্মাগ্রস্ত একজন লোক উপস্থিত হল; সে চিৎকার করে বলে উঠল: 'হে নাজারেথের যীশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।' কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন: 'চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই অশুচি আত্মা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলে বিস্মিত হল, এমনকি একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'এ আবার কী! এ যে অধিকারে পূর্ণ নতুন শিক্ষা! উনি অশুচি আত্মাগুলোকেও আদেশ দিচ্ছেন, আর তারা তাঁর কথা মেনে নিচ্ছে!' আর তখনই তাঁর নাম সমগ্র গালিলেয়া প্রদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৫:১**

খ্রীষ্ট অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই উপদেশ দিতেন

তাঁরা কাফার্নাউম পর্যন্ত গেলেন, এবং তখনই, সাব্বাৎ দিনে, তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন; তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল। তাঁর উপদেশে যে তারা মুগ্ধ হবে ও তাঁর আদেশগুলির শ্রেষ্ঠতায় যে বিস্মিত হবে তা যুক্তিসঙ্গত; তবু সদ্‌গুরুর অধিকারে এত প্রভাব ছিল, যা তাদের অনেককে এমনই মুগ্ধ করছিল যে তাঁর বাণী শুনে গভীর আনন্দ উপভোগ করার ফলে তারা উপদেশ শেষে তাঁকে ছেড়ে না দিতে উদ্দীপিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পর্বত থেকে নেমে এলে শ্রোতারা চলে যায়নি, বরং লোকের সমস্ত ভিড় তাঁর অনুসরণ করল—তাঁর উপদেশ এত মহা বিস্ময়ই না জাগিয়ে তুলেছিল!

তারা কিন্তু তাঁর পরাক্রমেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল; কেননা তিনি পরের কথা, তথা নবীদের বা মোশীর কথা তত উল্লেখ করতেন না, বরং তাঁর প্রতিটি বাণীতে প্রকাশ পেত যে তাঁর নিজের একটি অধিকার ছিল। বিধানের কথা বারবার উল্লেখ করার পর তিনি বলে চলতেন, *আমি কিন্তু তোমাদের বলছি…;* এবং বিচারের দিন মনে করিয়ে দিয়ে তিনি দণ্ড কি পুরস্কারের বিচারকর্তা বলে নিজেকেই নির্দেশ করতেন। এজন্য তারা যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে। তাঁর কর্মকীর্তিতে তাঁর প্রভাব দেখা সত্ত্বেও শাস্ত্রীরা যখন তাঁকে পাথর ছুড়ে মারল ও দূর করে দিল, তখন তাঁর আন্তর প্রভাব যেখানে কেবল বাণীতেই প্রকাশ পেত, সেখানে সেই বাণী যে তাদের মধ্যে নানা উদ্বেগ সৃষ্টি করবে না, তা কি করে সম্ভব হত? এমনকি সেই বাণী তাঁর প্রচারকাজের সূচনায়ই, অর্থাৎ তিনি নিজ প্রভাব বাস্তবরূপে প্রকাশ করার আগেই উচ্চারিত হয়েছিল! তাঁর অলৌকিক কাজ তাঁর প্রভাব ঘোষণা করা সত্ত্বেও ফরিসিরা নিজেদের মনঃক্ষুণ্ন মনে করছিল; কিন্তু এ লোকের ভিড় তাঁর বাণী শোনামাত্র তাঁর অধীন হয়ে তাঁর অনুসরণ করছিল। রচয়িতা স্পষ্টই বলেন, *বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল;* তাই প্রধান বা শাস্ত্রীদের কয়েকজন শুধু নয়, বরং তারা সকলেই তাঁর অনুসরণ করছিল যাদের অন্তরে শঠতা ছিল না ও যাদের হৃদয় সরল ছিল। গোটা সুসমাচারে তুমি এ ধরনের অনুসারী সবসময় দেখতে পাও। তিনি কথা বললে তারা নীরব হয়ে শুনত, উপদেশের ধারাবাহিকতা ভাঙত না, বাধাও সৃষ্টি করত না, পরীক্ষামূলক প্রশ্ন

রাখত না, ও ফরিসিদের মত এমন কোন অবকাশ খুঁজত না তিনি যেন তাতে ধরা পড়েন; আর তাঁর বাণী শেষে মুগ্ধ অন্তরেই তাঁর অনুসরণ করত। আমার ইচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে প্রভুর সদ্বিবেচনার কথা ভাববে, কেমন করে তিনি শ্রোতাদের উপকারিতা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করছিলেন, অলৌকিক কাজের পরে উপদেশ দিচ্ছিলেন, আবার উপদেশের পর অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন। বস্তুত পর্বতে আরোহণ করার আগে তিনি বহু লোককে সারিয়ে তুলেছিলেন, যাতে করে যা যা বলতে উদ্যত ছিলেন তা উপলব্ধি করার পথ প্রস্তুত করতে পারেন। এবং এ দীর্ঘ উপদেশ শেষ করে তিনি আবার অলৌকিক কাজ সাধন করতে লাগলেন, যাতে তাঁর বাণী কাজেই প্রমাণিত হতে পারে। আর যেহেতু তিনি *অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই উপদেশ দিতেন*, সেজন্য তাঁর শিক্ষাদানের কায়দায় যেন আত্মপ্রশংসা বা আড়ম্বরের মত কিছুই না দেখা দেয়, তিনি কথা সঙ্গে সঙ্গে কাজেই পরিণত করতেন: অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মত তিনি রোগও সারিয়ে তুলতেন, যেন এমনভাবে সাধিত অলৌকিক কাজ দেখে লোকে তাঁর উপদেশ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

গ বর্ষ - লুক ৪:২১-৩০

> একদিন যীশু সমাজগৃহে একথা বললেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।' তিনি সকলের মন জয় করলেন, ও তাঁর মুখ থেকে তেমন মধুর কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল; তারা বলছিল, 'এ কি যোসেফের ছেলে নয়?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে এই প্রবাদ শুনিয়ে বলবে, চিকিৎসক, নিজেকেই নিরাময় কর; কাফার্নাউমে যা যা সাধন করা হয়েছে বলে শুনেছি, এখানে, নিজের দেশেও তা সাধন কর।' আরও বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এলিয়ের সময় যখন তিন বছর ছয় মাস ধরে আকাশ রুদ্ধ থাকল, ও সারা দেশ জুড়ে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, কিন্তু এলিয় তাদের কারও কাছে নয়, কেবল সিদোন অঞ্চলের সারেপ্তায় একজন বিধবার কাছেই প্রেরিত হয়েছিলেন। এবং নবী এলিসেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই নামান-ই হয়েছিল।'
>
> একথা শুনে সমাজগৃহে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল: তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শহরের বাইরে ঠেলে দিল; তাদের শহরটা যে পর্বতের উপরে গড়া ছিল, তারা তার খাড়া ধার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তাঁকে নিচে ফেলে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাদের মধ্য দিয়ে নিজ পথে এগিয়ে চলে গেলেন।

ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৫ম পুস্তক ৫**

খ্রীষ্ট গোটা পৃথিবীর দীনহীনদের কাছে সুসমাচার বয়ে আনলেন

জগৎকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, পিতার কাছে সকল মানুষকে ফিরিয়ে আনা, সবকিছু উন্নতিশীল পর্যায়ে রূপান্তরিত করা ও পৃথিবীর মুখ নবায়ন করার অভিপ্রায়ে খ্রীষ্ট দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন—তিনি যে বিশ্বপ্রভু!—এবং দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ঘোষণা করলেন, তিনি এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। দীনহীন বলতে সম্পূর্ণ অভাবগ্রস্তদের কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে, তবু শাস্ত্রের কথা অনুসারে তারা সকলেও দীনহীন যারা আশাহীন ও জগতে ঈশ্বরবিহীন।

বিধর্মী পরিবেশ থেকে খ্রীষ্টের কাছে এসে ও খ্রীষ্টবিশ্বাসে ধনবান হয়ে উঠে তারা স্বর্গ থেকে

আগত একটা দিব্য ধন তথা পরিত্রাণদায়ী সুসমাচার-ঘোষণা লাভ করল; এভাবে তারা হয়ে উঠল স্বর্গরাজ্যের অংশীদার, পুণ্যজনদের সহভাগী ও সেই সমস্ত মঙ্গলদানের উত্তরাধিকারী, যা মানুষের কল্পনা বা যাচনার অতীত: *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।*

আবার এখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আত্মায় যারা দীনহীন, খ্রীষ্টে তাদের কাছে সেবাকর্ম সংক্রান্ত অনুগ্রহদানের প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে। যাদের অন্তর দিশেহারা, যাদের প্রাণ দুর্বল ও শিথিল, যারা ক্রীতদাসের মত দৈহিক ভাবাবেগের এত অধীনস্থ যে প্রলোভনের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম, তাদেরই তিনি আহ্বান করেন; তাদেরই সুস্থতা ও সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন যেভাবে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করেন। কেননা যারা সৃষ্টজীব পূজা করে ও *এক টুকরো কাঠকে বলে, তুমি আমার পিতা; ও একটা পাথরকে বলে, তুমি আমার জননী,* তারা কোন মতেই ঈশ্বরকে চেনেনি; জ্ঞানদায়ী দিব্য আলোর অভাবী হয়ে তারা অন্তরে অন্ধ ছাড়া কী? তাদেরই অন্তরে পিতা এমন আলো সঞ্চার করেন যাতে তারা প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করতে পারে।

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়ে তারা তাঁকে জানতে পেরেছে; এমনকি তারা তাঁরই দ্বারা জ্ঞাত হয়েছে। রাত ও অন্ধকারের সন্তান হওয়ার সময়েই তারা আলোর সন্তান হয়ে উঠেছে। এমন দিনের বিকিরণ হয়েছে যা তাদের আলোকিত করেছে; তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্যের উদয় হয়েছে; তাদের জন্য উজ্জ্বল প্রভাতী তারা উদিত হয়েছে। এসব কিছু ইহুদী ধর্ম থেকে আগত ভাইদের বেলায়ও আরোপ করায় কোন বাধা নেই। তারাও দীনহীন, ভগ্নহৃদয় ছিল, তারাও ক্রীতদাসের মত ও অন্ধকারে ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এলেন, আর সকলের আগে ইস্রায়েলের কাছেই নিজ প্রভাবের উপকারী ও উজ্জ্বল অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করলেন, *প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ও পরিত্রাণের দিন* ঘোষণা করলেন। সেটাই প্রসন্নতা-বর্ষ, যে বর্ষে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন; তখনই আমরা সত্যিই পিতা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছি, ও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ফলশালী হয়ে উঠেছি। তিনি নিজেই তো এ শিক্ষা দিয়েছিলেন: *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।*

যাঁরা সিয়োনের জন্য কাঁদছিলেন, খ্রীষ্টে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া হল, ছাইয়ের পরিবর্তে গৌরবই দেওয়া হল। হ্যাঁ, শোকে তাঁরা সিয়োনের উপর আর চোখের জল ফেলেননি, বরং আনন্দের শুভসংবাদ প্রচার ও ঘোষণা করতে লাগলেন।

৫ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:১৩-১৬

> সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না।

আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।'

নূতন নিয়মের কতিপয় স্থানে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২**

প্রদীপ নিজের জন্য নয়, যারা অন্ধকারে বসে আছে তাদেরই জন্য জ্বলে

আমার কতই না দুঃখ লাগে, যখন স্মরণ করি যে, পর্বদিনগুলিতে আমাদের সমাবেশ সমুদ্রের পরিব্যাপ্ত উদারতার মতই পরিব্যাপ্ত ছিল, এখন কিন্তু সেই মহাভিড়ের ক্ষুদ্রতম একটা অংশও এখানে সম্মিলিত দেখা যেতে পারে না! মহাপর্বে যারা আমার দুঃখের কারণ, তারা এখন কোথায়? তাদের দেখবার বাসনাই করি, তাদের কারণে আমি দুশ্চিন্তায় আছি যখন ভাবি যে পরিত্রাণকৃতদের অনেকেই বিনাশের দিকে যাচ্ছে। হায় রে, কতজনের পতনই না সহ্য করতে হচ্ছে, কতই না ছোট হয়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা, যারা পরিত্রাণ পেতে যাচ্ছে; ফলে মণ্ডলীর দেহের অধিকাংশ মরা ও নিস্তেজ দেহের মত প্রতীয়মান হতে যাচ্ছে।

হয় তো কেউ বলবে, এ নিয়ে আমাদের কী? এ কিন্তু তোমাদের খুবই বড় বিবেচনার ব্যাপার, কারণ তোমরা তাদের কোন যত্ন কর না, তাদের চেতনা দাও না, তোমাদের পরামর্শদানে তাদের সাহায্য কর না, তাদের আকর্ষণ করতে ও আসতে বাধ্য করতে পার না, বড় শিথিলতার সঙ্গেই তাদের ভর্ৎসনা কর! কেননা খ্রীষ্ট যখন আমাদের লবণ ও আলো বললেন, তখন দেখাতে চাইলেন, নিজেদের শুধু নয়, অনেকেরই উপকর্তা হতে হবে। সেই জিনিস দু'টো প্রকৃতপক্ষে পরের উপকারিতার জন্য: প্রদীপ তো নিজের জন্য নয়, যারা অন্ধকারে বসে আছে তাদেরই জন্য জ্বলে। আর তুমি যেন একাই আলো উপভোগ কর, এজন্য নয়, বরং যারা পথহারা তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্যই তুমি প্রদীপ। যারা অন্ধকারে বসে রয়েছে, তাদের আলো দেবার জন্য ছাড়া প্রদীপের উপকারিতা কী? আর কাউকেই সৎপথে না ফিরিয়ে আনলে তবে খ্রীষ্টান হওয়ার উপকারিতা কী? একই প্রকারে লবণ কেবল নিজেকে বিশুদ্ধ করে না, বরং দেহের কলুষ রোধ করে ও এমনটি ঘটায় যেন নিঃশেষিত হলে দেহ বিনষ্ট না হয়। তেমনি তুমিও: যখন ঈশ্বর তোমাকে আত্মিক লবণ করেছেন, তখন কলুষিত অঙ্গগুলি তথা শিথিল ভাইদের সংগ্রহ করে একত্রিত কর; তাদেরও একত্রিত কর যারা হাতের কাজে সদাই ব্যস্ত, তারা যেন কলুষিত ঘায়ের মত সেই শিথিলতা থেকে মুক্ত হয়ে আবার মণ্ডলীর দেহের অংশ হতে পারে। এজন্যই তো তিনি তোমাকে খামিরও বললেন: ক্ষুদ্র হয়েও খামির নিজেকে শুধু নয়, সমস্ত ময়দার পিণ্ডও গাঁজিয়ে তোলে— সেই পিণ্ড যতই বড় ও সীমাহীন হোক না কেন। তেমনি তোমরাও: সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্পজন হয়েও তোমরা বিশ্বাস ও ঐশউপাসনার আসক্তির দিক দিয়ে বহুসংখ্যক ও শক্তিশালী হও! কেননা খামির যেমন নিজ ক্ষুদ্রতার কারণে নিস্তেজ নয়, কিন্তু নিজ স্বরূপে নিহিত উত্তাপ ও নিজ বৈশিষ্ট্যের জোরেই ময়দার সমস্ত পিণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি তোমরাও ইচ্ছা করলে বহুসংখ্যক ভাইদের একই উদ্দীপনা ও একই ভক্তিতে ফিরিয়ে আনতে পার।

খ বর্ষ - মার্ক ১:২৯-৩৯

সেসময় যীশু সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে যাকোব ও যোহনের সঙ্গে সিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন; সিমোনের শাশুড়ী তখন জ্বরে পড়ে শুয়ে ছিলেন, আর তাঁরা তখনই তাঁকে তাঁর কথা বললেন; তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওঠালেন; তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল আর তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

সন্ধ্যা হলে, সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত পীড়িত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষকে তাঁর কাছে আনল; আর সমস্ত শহর দরজার সামনে জড় হয়ে ভিড় করল। তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত বহু মানুষকে নিরাময় করলেন ও অনেক অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু অপদূতদের কথা বলতে দিতেন না, কারণ তারা তাঁর পরিচয় জানত।

পরে, ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন; তবে সিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন, এবং তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'সকলে আপনার সন্ধান করছে।' তিনি তাঁদের বললেন, 'চল, আমরা অন্য কোথাও, আশেপাশের সকল গ্রামে যাই, যেন আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি, কেননা সেজন্যই আমি বেরিয়েছি।' আর তিনি সমস্ত গালিলেয়ায় ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে গিয়ে প্রচার করতে ও অপদূত তাড়াতে লাগলেন।

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৮**

ঈশ্বর জিনিসের নয়, মানুষেরই অন্বেষণ করেন

যে কেউ আজকের সুসমাচার মনোযোগ দিয়ে শুনবে, সে শিখতে পারবে কেন বিশ্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা সেই স্বর্গের প্রভু আপন দাসদের দীন আবাসে প্রবেশ করলেন। তিনি যে স্নেহভরে সকলেরই কাছাকাছি এলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ তিনি সকলকে সাহায্য করার জন্যই এত মঙ্গলময়তার সঙ্গে এসেছিলেন।

একথা ভাব: পিতরের ঘরে কীবা খ্রীষ্টকে আকর্ষণ করল? বিশ্রাম করার ইচ্ছা অবশ্যই নয়, বরং সেই অসুস্থার দুর্বলতা; আহারের তাগিদও নয়, বরং ত্রাণ করার সুযোগ; আড়ম্বরের সঙ্গে মানুষের সেবা পাবার বাসনাও নয়, বরং নিজ ঐশপ্রভাব মানুষের সেবায় প্রয়োগ করার ব্যাকুলতা। পিতরের ঘরে আঙুররস নয়, অশ্রুজলই গড়িয়ে পড়ছিল। এজন্যই খ্রীষ্ট সেখানে ঢুকলেন: ভোজে অংশ নেবার জন্য নয়, জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্যই ঢুকলেন। ঈশ্বর তো জিনিসের নয়, মানুষেরই অন্বেষণ করেন; পার্থিব মঙ্গলদান পেতে নয়, স্বর্গীয় মঙ্গলদান দিতেই আকাঙ্ক্ষা করেন; আমাদের জিনিস আদায় করতে নয়, আমাদের উদ্ধার করতেই খ্রীষ্ট আসেন।

পিতরের বাড়িতে ঢুকে যীশু দেখলেন, তাঁর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর জ্বর হয়েছে। পিতরের বাড়িতে ঢুকে যীশু যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়েই ব্যস্ত: তিনি তো ঘরের চেহারা বা তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য আগত লোকদের ভিড় বা যারা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তাদের সম্মানের দিকে তাকান না; পরিজনেরা যে ছুটে আসছে, তাও দেখেন না; আতিথেয়তা যে কত উজ্জ্বল, এদিকেও তাঁর চিন্তাটুকু নেই; অসুস্থার হাহাকারের দিকে, যাঁর জ্বর হয়েছে তাঁর উষ্ণতার দিকেই তাঁর একমাত্র দৃষ্টি। তিনি দেখছেন, তাঁর অবস্থা গুরুতর, মানব প্রত্যাশার অতীত, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐশকাজের জন্য হাত বাড়ান: তিনি তাঁর যন্ত্রণাময় মানবতার দিকে আনত হতে না হতেই সেই ব্যক্তি রোগ-শয্যা ছেড়ে তাঁর ঈশ্বরত্বের দিকেই উঠছেন! *তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল।* দেখ কী করে জ্বর তাদেরই ছেড়ে যায় যীশু যাদের সঙ্গে হাত মেলান:

অসুস্থতা স্বাস্থ্যের প্রণেতার সামনে দাঁড়াতে পারে না; জীবনদাতা যেখানে প্রবেশ করেছেন, মৃত্যুর পক্ষে সেখানে প্রবেশপথ নেই।

সন্ধ্যা হলে লোকেরা অপদূতগ্রস্ত বহু মানুষকে তাঁর কাছে আনল, আর তিনি বাণী দ্বারাই সেই অপদূতদের তাড়িয়ে দিলেন। তখনই সন্ধ্যা হয়, যখন পার্থিব দিনের অস্ত হয়, যখন জগৎ সর্বযুগের আলো থেকে দূরে চলে যায়। যিনি আলো ফিরিয়ে দেন, তিনি সন্ধ্যাবেলায় আসেন, যেন সর্বযুগের রাত্রিতে যাত্রী এ বিধর্মী আমাদেরই কাছে তিনি সূর্যাস্তহীন দিন ফিরিয়ে দিতে পারেন। সন্ধ্যাবেলায়, অর্থাৎ চরমকালে প্রেরিতদূতদের ভক্তিময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ যজ্ঞ বিধর্মী এ আমাদেরই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে, আর সেই যে অপদূতেরা প্রতিমা-পূজা দ্বারা আমাদের বশীভূত করে রাখছিল, সেই অপদূতদের আমাদের অন্তর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কেননা অনন্য ঈশ্বরকে না জানায় আমরা জঘন্য ও নিকৃষ্ট বন্দিদশায় অসংখ্য দেবতাদের সেবা করছিলাম।

আমাদের কাছে খ্রীষ্ট মাংসগত ভাবে নয়, বাণীর মধ্য দিয়েই আসছেন: তবু বিশ্বাস যখন শ্রবণের উপর নির্ভর করে ও শ্রবণ বাণীপ্রচারের উপর নির্ভর করে, তখন তিনি অপদূতদের বন্দিদশা থেকে আমাদের মুক্ত করলেন, অপরদিকে যারা ছিল হিংস্র স্বৈরশাসক, সেই অপদূতেরা বন্দি হয়ে গেল। যারা আমাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছিল, এ সময় থেকে সেই অপদূতেরা আমাদের হাতেই পড়েছে, আমাদেরই বশীভূত হয়েছে: ভাই, আমাদের অবিশ্বস্ততা যেন এখন তাদের ক্রীতদাস অবস্থায় ফিরিয়ে না আনে! এসো, আমাদের নিজেদের ও আমাদের কাজকর্মের কথা প্রভুর কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, পিতার কাছে নিজেদের সঁপে দিই, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি, কেননা মানবজীবন সেই ঈশ্বরের হাতে, যিনি পিতা হওয়ায় সন্তানদের কাজকর্ম চালিত করেন, ও প্রভু হওয়ায় কোন অবহেলা না করে নিজের পরিবারের সেবাযত্ন করেন।

গ বর্ষ - লুক ৫:১-১১

একদিন বহু লোকের ভিড় ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য যীশুর উপর চাপাচাপি করছিল ও তিনি নিজে গেন্নেসারেৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন, তীরের কাছাকাছি দু'টো নৌকা রয়েছে; জেলেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। তখন তিনি ওই দু'টোর মধ্যে একটায়, সিমোনের নৌকায়ই, উঠে ডাঙা থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, এবং সেখানে আসন নিয়ে নৌকা থেকে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

কথা শেষ করে তিনি সিমোনকে বললেন, 'গভীর জলে নৌকা নিয়ে যাও ও মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।' সিমোন উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, আমরা সারারাত ধরে পরিশ্রম করে কিছুই পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।' তাঁরা তেমনটি করলে মাছের এত বড় ঝাঁক ধরা পড়ল যে, তাঁদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল; তাই তাঁদের যে ভাগীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদের তাঁরা সঙ্কেত করলেন তাঁরা যেন তাঁদের সাহায্য করতে আসেন। ওঁরা এলে তাঁরা দু'টো নৌকা এমনভাবে ভরে দিলেন যে, নৌকা দু'টো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তা দেখে সিমোন পিতর যীশুর হাঁটুতে পড়ে বললেন, 'প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে যান, আমি যে পাপী!' কেননা জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বিধায় তিনি ও তাঁর সকল সঙ্গী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন; আর সিমোনের ভাগীদারেরা, জেবেদের ছেলে সেই যাকোব ও যোহনও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যীশু সিমোনকে বললেন, 'ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে।' পরে, নৌকা কিনারায় এনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন।

খ্রীষ্ট প্রেরিতদূতরূপে জেলেদের মনোনীত করলেন

ধন্য প্রেরিতদূত পিতর প্রভুর সঙ্গে ও খ্রীষ্টের অন্য দু'জন শিষ্য সেই যাকোব ও যোহনের সঙ্গে পর্বতে আছেন, এমন সময় তিনি স্বর্গ থেকে আগত কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।*

প্রেরিতদূত এ ঘটনার কথা নিজের পত্রে স্মরণ করিয়ে তার বিষয়ে এ সাক্ষ্য দান করেন: *স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম;* তারপর তিনি বলে চলেন, *তাতে নবীদের বাণী আমাদের কাছে এখন আরও সুনিশ্চিত।*

এই যে পিতর তেমন কথা বলছেন, তিনি তো জেলেই ছিলেন: এখন তিনি প্রচারক বলে মহাপ্রশংসার যোগ্য, এমনকি তাঁর মধ্যে সেই জেলেকে আর চেনা যায় না। সেজন্য প্রেরিতদূত পল আদি খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ করে বললেন, ভাই, *একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।*

যদি খ্রীষ্ট নিজ কাজ শুরু করার জন্য একটা সুবক্তাকে বেছে নিতেন, তিনি বলতেন, আমার বাক্‌পটুতার জন্যই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে; যদি একটা মন্ত্রীকে বেছে নিতেন, তিনি বলতেন, আমার পদমর্যাদার জন্যই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে; যদি একটা সম্রাটকে বেছে নিতেন, তিনি বলতেন, আমার পরাক্রমের জন্যই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এঁরা নিশ্চুপ থাকুন, একটু অপেক্ষা করুন, একটু শান্ত থাকুন। এঁদের ত্যাগ করতে নেই, অবজ্ঞাও করতে নেই, কিন্তু যারা নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে পারে, তাদের সকলকে একটু পাশে রাখা হোক।

তিনি বলেন, আমাকে সেই জেলেকে দাও; অশিক্ষিত সেই মানুষকে দাও; অপ্রস্তুত সেই মানুষকে দাও; আমাকে তাকেই দাও, মন্ত্রী মাছ কেনার সময় যার সঙ্গে কথাও বলা পর্যন্ত সাহস করেন না: আমাকে তাকেই দাও। আমি তাকে রূপান্তরিত করলে পর স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আমিই তার মধ্যে কাজ সাধন করছি। অবশ্য, মন্ত্রী, সুবক্তা ও সম্রাটের মধ্যেও আমিই কাজ সাধন করি; তথাপি যদিও মন্ত্রীর মধ্যে আমি ক্রিয়াশীল, তবু জেলের মধ্যে তা আরও নিশ্চিত হবে।

মন্ত্রী নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন, তেমনি সুবক্তা ও সম্রাটও; কিন্তু এ জেলে খ্রীষ্টে ছাড়া অন্য কিছুতে গর্ব করতে পারেন না। আসুন, প্রথম আসুন সেই জেলে যিনি মন্ত্রীকে বিনম্রতা শেখাবেন; জেলের পরে সম্রাটও আরও সহজে এগিয়ে আসতে পারবেন।

তাই তোমরা সেই পুণ্যবান, ন্যায়বান, মঙ্গলময় ও খ্রীষ্টে পরিপূর্ণ সেই জেলেকে স্মরণ কর যিনি সারা বিশ্বে ছড়ানো নিজের জালের মধ্যে অন্য জাতির সঙ্গে এ জাতিকেও ধরবার দায়িত্ব পেলেন। তাঁর সেই বাণী স্মরণে রাখ: *নবীদের বাণী আমাদের কাছে এখন আরও সুনিশ্চিত।*

৬ষ্ঠ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:১৭-৩৭

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। অতএব যে কেউ এই সমস্ত আজ্ঞার মধ্যে ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলোর একটাও লঙ্ঘন করে ও মানুষকে সেইমত করতে শেখায়, তাকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে। কেননা আমি তোমাদের বলছি, শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।

তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, তুমি নরহত্যা করবে না, আর যে নরহত্যা করে, সে বিচারাধীন হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে; আর যে কেউ নিজের ভাইকে নির্বোধ বলে, সে বিচারসভার অধীন হবে; আর যে কেউ তাকে পাষণ্ড বলে, সে নরকের আগুনের অধীন হবে। তাই তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। প্রতিপক্ষের সঙ্গে পথে থাকতেই তুমি দেরি না করে তার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও, পাছে প্রতিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেয়, বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে তুলে দেয়, ও তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তুমি ব্যভিচার করবে না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে। তোমার ডান চোখ যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার ডান হাত যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল।

আরও বলা হয়েছিল, যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ত্যাগপত্র দিয়ে দিক। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ অবৈধ সম্পর্কের কারণ ছাড়া অন্য কারণেই নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ব্যভিচারিণী করে; এবং যে কেউ পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।

আবার তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, তুমি মিথ্যা শপথ করবে না; কিন্তু প্রভুর কাছে তোমার শপথ সকল রক্ষা কর। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কোন শপথও করো না; স্বর্গের দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা ঈশ্বরের সিংহাসন; পৃথিবীর দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা তাঁর পাদপীঠ; যেরুসালেমের দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা মহান রাজার নগরী; তোমার নিজের মাথার দিব্যি দিয়েও শপথ করো না, যেহেতু একগাছি চুল সাদা কি কালো করার সাধ্য তোমার নেই। কিন্তু তোমাদের কথা এ-ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:৯,২১**

হৃদয়ের সরলতা রক্ষার জন্য

আমি তোমাদের বলছি: শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না; অর্থাৎ, মানুষের প্রাথমিক গঠনের জন্য বিধানের সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি যদি পালন না কর, এমনকি, আমি যে বিধান বাতিল করতে নয়, তা পূর্ণই করতে এসেছি, এই আমি যে নতুন আজ্ঞাগুলি দিয়েছি তোমরা সেগুলিও যদি পালন না কর, তাহলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না।

তুমি কিন্তু আমাকে বলবে: 'ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি প্রসঙ্গে তিনি যখন আগে বলেছিলেন যে, সেগুলির একটাও যে লঙ্ঘন করে ও অপরকে তাই করতে শেখায়, স্বর্গরাজ্যে সে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে, অপরদিকে সেগুলি যে পালন করে ও অপরকে তাই করতে শেখায়, সে মহান বলে গণ্য হবে—ফলে মহান হওয়ায় সে ইতিমধ্যেই স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা!—তখন বিধানের ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলির সঙ্গে অন্য আজ্ঞাগুলি যোগ করা কীবা প্রয়োজন রয়েছে যদি সেগুলি যে পালন করে ও পালন করতে শেখায়, মহান হওয়ায় সে ইতিমধ্যেও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে?' *কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে* বাক্যটা আমার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা অনুসারেই অনুধাবন করা দরকার।

তিনি বলছেন, তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে গভীরতর হোক, কারণ গভীরতর না হলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না। সুতরাং যে কেউ সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি লঙ্ঘন করে ও সেইভাবে শিখিয়ে দেয়, সে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; অপরদিকে যে কেউ সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি পালন করে ও সেইভাবে শিখিয়ে দেয়, তাকে অধিক মহান বা স্বর্গরাজ্যের জন্য অধিক উপযুক্ত বলে গণ্য করা উচিত নয়; আবার, সেগুলি যে লঙ্ঘন করে, সে যতখানি ক্ষুদ্র, সেগুলি যে পালন করে, সে তার মত ততখানি ক্ষুদ্র নয়। সে যেন মহান হয় ও স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত হয়, এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে, সে খ্রীষ্টের মত ব্যবহার করবে ও শিক্ষা দেবে; অন্য কথায়, প্রয়োজন রয়েছে, যেন শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তার ধর্মিষ্ঠতা গভীরতর হয়।

ফরিসিদের ধর্মিষ্ঠতা হল, তুমি হত্যা করবে না; ঐশরাজ্যে যারা প্রবেশ করে, তাদের ধর্মিষ্ঠতা হল, তুমি অকারণে ক্রুদ্ধ হবে না। সুতরাং, হত্যা না করা হল সেই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞা যা লঙ্ঘন করলে মানুষ স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; কিন্তু তা যে পালন করে, সে সঙ্গে সঙ্গেই যে মহান হবে ও স্বর্গরাজ্যের জন্য উপযুক্ত হবে তেমন নয়, তবু উচ্চতর পর্যায়ে উঠবে।

কিন্তু সে যদি অকারণে ক্রুদ্ধ না হয়, তাহলেই সে সিদ্ধ হবে; এমনকি, এ আজ্ঞা পালন করার ফলে সে হত্যা করা থেকে বেশ দূরেই থাকবে। সুতরাং, ক্রুদ্ধ না হওয়া, তেমন আজ্ঞা যে কেউ শেখায়, সে সেই বিধান লঙ্ঘন করছে না, যে বিধান হত্যা না করার কথা শেখায়; সে বরং বিধানের পূর্ণতা সাধন করে, যাতে করে আমরা হত্যা না করায় নিরপরাধিতা বাহ্যিক দিক দিয়ে রক্ষা করি, ও ক্রোধের সুযোগ না দিয়ে হৃদয়েই সেই নিরপরাধিতা রক্ষা করি।

খ বর্ষ - মার্ক ১:৪০-৪৫

একদিন সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত একজন লোক এসে যীশুর সামনে হাঁটু পেতে মিনতি ক'রে বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।' দয়ায় বিগলিত হয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' আর তখনই চর্মরোগ তাকে ছেড়ে গেল আর

সে শুচীকৃত হল। আর তিনি তখনই কঠোরভাবে সতর্ক করে তাকে বিদায় দিয়ে বললেন, 'দেখ, একথা কাউকেই বলো না; কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও তোমার শুচিতা-লাভের জন্য মোশীর নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।'

কিন্তু সে বেরিয়ে গিয়ে কথাটা প্রচার করে চারদিকে বলে দিল, যার ফলে যীশু কোন শহরে প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু বাইরে নির্জন নির্জন স্থানে থাকতে লাগলেন; তা সত্ত্বেও লোকেরা সবদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে থাকল।

মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৫:১-২**

কাছে যে আসে, তার সুবুদ্ধি ও বিশ্বাস মহান

প্রভু, ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন। এই যে কুষ্ঠরোগী খ্রীষ্টের কাছে আসছে, তার সুবুদ্ধি ও বিশ্বাস সত্যি মহান। সে তো খ্রীষ্টের উপদেশ বন্ধ করে না, শ্রোতাদের মধ্যেও জোর করে নিজের জন্য পথ করে না, সে বরং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে: খ্রীষ্ট যখন পর্বত থেকে নেমে আসেন, তখনই সে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়। তার অনুরোধও সাধারণ নয়, বরং ভক্তিপূর্ণ—সরল বিশ্বাস ও তাঁর বিষয়ে সঠিক ধারণা নিয়েই সে তাঁর সামনে প্রণত হয়। সে তো বলে না, 'আপনি ঈশ্বরকে অনুরোধ করলে, তবে…; কিংবা আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে, তবে…,' বরং বলে, *ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।* সে আবার বলেনি, 'প্রভু, আমাকে শুচীকৃত করুন;' বরং সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপরেই নিজেকে সঁপে দিয়ে সাক্ষ্য দান করে যে, তাকে শুচীকৃত করা বা নাও করার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে।

প্রভু কিন্তু বিনম্রতার খাতিরে নিজ গৌরবের বিষয়ে বারবার অপূর্ণাঙ্গভাবেই কথা বলেছিলেন; যারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর পরাক্রমের দিকে তাকাচ্ছিল, তাদের এ ধারণা সুস্থির করার জন্য তিনি এবার কী বলেন? *হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও!* বহু ও আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ সাধন করা সত্ত্বেও তিনি এবারের কথার মত আর কোন কথা কখনও উচ্চারণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেন, *আমার ইচ্ছা,* তাতে সেই জনতা ও সেই কুষ্ঠরোগীর মধ্যে নিজ পরাক্রমের ধারণা স্থির করতে অভিপ্রেত হন। কাজ সাধন না করে তিনি সে কথা এমনি বলেননি, বরং কথার পর পরেই কাজ সাধিত হল। *আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও* কথা বলায় তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে *হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন।* ব্যাপারটা গভীরতর চিন্তা-ভাবনার যোগ্য! কেনই বা তিনি ইচ্ছা ও বাণী দ্বারা শুচীকৃত করতে করতে তাকে হাত দিয়ে স্পর্শও করেন? আমি মনে করি, তিনি তাই করলেন যেন এবারও দেখাতে পারেন, তিনি বিধানের অধীন নন, তার ঊর্ধ্বেই; তিনি আবার দেখাতে চাচ্ছিলেন, এসময় থেকে শুচিদের পক্ষে অশুচি বলতে আর কিছু থাকবে না।

কেননা প্রভু শরীরের শুচিতা নিরাময় করতে শুধু নয়, মানবাত্মাকে প্রজ্ঞাপ্রেমে চালিত করতেও এসেছিলেন। সুতরাং, যেমন এক স্থানে তিনি বললেন, হাত না ধুয়ে খাওয়া আর নিষেধ নয়, যেমন সেই উত্তম বিধান দিয়েছিলেন যা অনুসারে সমস্ত খাদ্য বিধেয়, তেমনি এবার তিনি শেখাতে চান, বাহ্যিক শুচীকরণ-রীতির দিকে না তাকিয়ে, বরং আধ্যাত্মিক কুষ্ঠরোগ-স্বরূপ সেই পাপ ভয় করেই আত্মাকে শুচি রেখে যত্ন করা দরকার।

অতএব যীশু প্রথমে সেই কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করেন, আর কেউই তাঁকে ভর্ৎসনা করে না: সেই

বিচারালয় অন্যায় বিচারালয় নয়, যে জনতা এ সমস্ত কিছুর বিষয়ে সাক্ষী রূপে দাঁড়াচ্ছিল, সেই জনতাও হিংসা-পীড়িত নয়; এজন্য তারা তাঁর সমালোচনা করে না, এমনকি, সেই অলৌকিক কাজে মুগ্ধ হয়ে তারা নিশ্চুপ নির্বাক্ হয়ে তাঁর অগণিত পরাক্রম আরাধনা করে—সেই পরাক্রম এমন, যা কথা ও কাজে প্রকাশ পাচ্ছিল। এভাবে যীশু শরীর শুচীকৃত করে তুলে সেই মানুষকে বললেন, সে যেন একথা কাউকে না বলে, সে বরং যেন যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখায় ও নিরূপিত অর্ঘ্য নিবেদন করে। সেই সুস্থতা সম্বন্ধে তাঁর যে কিছুটা সন্দেহ ছিল, এজন্য তিনি একথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন এমন নয়, তাঁর উদ্দেশ্য বরং এ ছিল, আমরা যেন দম্ভ ও অসার গৌরব থেকে দূরে থাকতে শিখি। তিনি অবশ্যই জানতেন, সেই কুষ্ঠরোগী চুপ করে না থেকে বরং সকলের কাছে নিজ উপকর্তা সম্বন্ধে কথা বলবে; তথাপি তাতে বাধা দেওয়া তাঁর যতখানি সম্ভব ছিল তিনি করলেন। অন্য সময় যীশু নিজের প্রশংসা করতে নয়, ঈশ্বরেরই গুণকীর্তন করতে আজ্ঞা করেছিলেন; ফলে এই কুষ্ঠরোগীর ব্যাপারে তিনি নিজেদের দেখাতে ও অসার প্রশংসা থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দিলেন, অন্য সময় কৃতজ্ঞ হতে ও উপকারের কথা স্মরণ করতে শিক্ষা দিলেন। তবু উভয় শিক্ষার মূল বিষয় একই: প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকেই আরোপণীয়।

গ বর্ষ - লুক ৬:১৭,২০-২৬

> একদিন যীশু সেই বারোজনকে সঙ্গে নেমে গিয়ে একটা সমতল জায়গায় দাঁড়ালেন; সেখানে তাঁর অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত যুদেয়া ও যেরুসালেম থেকে ও তুরস ও সিদোনের উপকূল-অঞ্চল থেকে আসা বহু লোকও উপস্থিত ছিল।
>
> তখন তিনি নিজ শিষ্যদের উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে। এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে।
>
> তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, যখন তোমাদের সমাজচ্যুত করে ও অপমান করে, এবং তোমাদের নাম জঘন্য বলে অগ্রাহ্য করে। সেসময়েই আনন্দ কর ও নেচে ওঠ, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল। কিন্তু, ধনী যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ তোমাদের সান্ত্বনা তোমরা এর মধ্যেই পেয়ে গেছ। এখন পরিতৃপ্ত যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ ক্ষুধার্ত হবে। এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে। তোমাদের ধিক্, লোকে যখন তোমাদের বিষয়ে ভাল বলে। বাস্তবিকই তাদের পিতৃপুরুষেরা ভণ্ড নবীদের প্রতি এইভাবেই ব্যবহার করছিল।'

তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত 'মার্কিওনের বিপক্ষে' **৪র্থ পুস্তক ১৪**

ভিক্ষুক যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই

আমি সকলের কাছে জানা সেই খ্রীষ্টের উক্তিগুলি, ও সেগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা, অর্থাৎ কিনা তাঁর সংবাদের বিষয়বস্তুও ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি: *ভিক্ষুক যারা, তারাই সুখী*—কারণ এই তো গ্রীক শব্দের প্রকৃত অর্থ!—*কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।* তিনি যে 'সুখী' শব্দটা নিয়ে শুরু করছেন, একথাও সেই স্রষ্টারই উপযুক্ত, যিনি—শাস্ত্রে যেমন নিজেই বলেছিলেন—সবকিছু কেবল সুখময় বলেই সৃষ্টি করেছিলেন। *মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে:* তেমন মধুর বাণী অবশ্যই হল সেই সুখ-তালিকা, যা থেকে তাঁকেই চেনা যেতে পারে যিনি প্রাচীন সন্ধির সাদৃশ্যে নবসন্ধির প্রবর্তন

করতে যাচ্ছেন। তবে আশ্চর্যের কীবা থাকতে পারে, তাঁর উপদেশ যদি সৃষ্টির প্রতি ভালবাসারই উক্তি উচ্চারণে শুরু হয়, যে ভালবাসায় তিনি ভিক্ষুকদের, গরিবদের, বিনম্রদের ও বিধবাদের নিত্যই ভালবাসেন, সান্ত্বনা দান করেন ও সুস্থির করেন? তুমি কি মনে কর না, খ্রীষ্টের এ ব্যক্তিময় মঙ্গলময়তা হল সেই জল যা পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে উৎসারিত?

এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে। যেহেতু সেই গরিব ও ভিক্ষুক ছাড়া এই ক্ষুধার্তরা অন্য কেউ নয়, সেজন্য, স্রষ্টা নিজেই যদি নিজ সুসমাচারের সূত্রপাত হিসাবে সেই প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ না করতেন, আমি আগের শিরনামের পরিবর্তে এই উক্তিই দিতে পারতাম। যাদের তিনি একদিন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ডাকবেন, সেই বিজাতীয়দের বিষয়ে ইসাইয়ার মুখ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তারা দ্রুতপদে ও চট্‌পট করে আসবে: তারা দ্রুতপদে আসবে কারণ চরমকালের দিকেই অগ্রসর হবে; চট্‌পট করে আসবে কারণ প্রাচীন বিধানের বোঝা আর থাকবে না; এর পরে তিনি বলেছিলেন, *তারা ক্ষুধার্ত কি তৃষ্ণার্ত হবে না।* এখন, ক্ষুধার্তদের কাছে তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া স্রষ্টারই পরিচয়।

এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে। ইসাইয়ার বাণী একটু দেখ: *দেখ, আমার আপন দাসেরা আনন্দিত হবে, কিন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হবে; দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে, কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে।* আমরা তেমন দ্বন্দ্ব খ্রীষ্টের বেলায়ও লক্ষ করব: উল্লাস ও আনন্দ তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত, যারা বিপরীত অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ কিনা শোকার্ত, দুঃখিত ও সঙ্কটাপন্নদের কাছেই প্রতিশ্রুত। এ কারণে সামসঙ্গীত-রচয়িতাও এবিষয়ে বলেন, *যারা অশ্রুজলে বীজ বোনে, তারা আনন্দোল্লাসেই ফসল সংগ্রহ করবে।* প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট দীনহীন, বিনম্র, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তদের সান্ত্বনাদানের সংবাদ দিয়ে শুরু করলেন কারণ শুরু থেকে দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে ইসাইয়া বলেছিলেন, *প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে—দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।*

তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে—এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে।

তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন শোকার্তদের সান্ত্বনা দিতে—এখন কাঁদছ যারা, তোমরাই সুখী, কারণ হাসবে। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন সিয়োনে যারা শোকার্ত তাদের আনন্দ দিতে, ছাইয়ের পরিবর্তে মালা, শোকের পোশাকের পরিবর্তে আনন্দ-বসন, অবসন্ন হৃদয়ের পরিবর্তে আনন্দগান।

৭ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৫:৩৮-৪৮

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, দুর্জনকে প্রতিরোধ করো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে

চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দাও; যে তোমার সঙ্গে বিচারালয়ে মামলা করে তোমার জামাটা নিতে চায়, তাকে চাদরও নিতে দাও। যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল। যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও, আর কেউ তোমার কাছে ধার চাইলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার, কারণ তিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন। কেননা যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না? আর তোমরা যদি কেবল নিজ নিজ ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে অসাধারণ কীবা কর? বিজাতীয়রাও কি সেইমত করে না? অতএব এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই।'

সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'ঈর্ষা ও হিংসা প্রসঙ্গ' **১২-১৩,১৫**

আমাদের সৎকর্মই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ঘোষণা করুক

আমাদের স্মরণ করা দরকার কোন্ নামেই বা খ্রীষ্ট আপন জনগণকে ডাকেন, আপন মেষপালকে কোন্ নামেই বা অভিহিত করেন। তিনি তাদের মেষ বলেন, যেন খ্রীষ্টানদের নির্মলতা মেষদের স্বভাবের অনুরূপ হয়; তাদের মেষশাবক বলেন, যেন তাদের মনের সরলতা মেষশাবকদের সরল প্রকৃতির অনুকরণ করে। কেনই বা নেকড়ে মেষের ছদ্মবেশে নিজেকে লুকিয়ে রাখে? খ্রীষ্টান নামটা যারা মিথ্যায় ধারণ করে, তারা কেনই বা খ্রীষ্টের পালের দুর্নাম ঘটায়? খ্রীষ্টের নাম ধারণ করা অথচ খ্রীষ্টের পদক্ষেপে না চলা, এ কি ঈশ্বরের নামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা ও পরিত্রাণের পথ ত্যাগ করা নয়? তিনি তো নিজেই শিক্ষা দেন ও গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁর আজ্ঞাগুলি যারা পালন করে তারাই জীবনের কাছে পৌঁছবে, তাঁর বাণী যারা শোনে ও মেনে নেয় তারাই জ্ঞানবান; আরও, তিনি যেভাবে শিক্ষা দিতেন, সেইভাবে যে শিক্ষা দেবে ও কাজ করবে, স্বর্গরাজ্যে সেই মহত্তম আচার্য বলে অভিহিত হবে; তিনি আরও বলেছিলেন, মুখে যা ঘোষণা করা হয়, তা যখন কাজে প্রমাণিত হয়, তখনই ঘোষকের পক্ষে তার ঘোষণা সুন্দর ও ফলপ্রসূ বলে গণ্য হবে।

তিনি যেভাবে শিষ্যদের ভালবেসেছিলেন, আমরা যেন সেইভাবে পরস্পরকে ভালবাসি, একথার চেয়ে প্রভু আপন পরিত্রাণদায়ী সতর্কবাণী ও দিব্য আজ্ঞার মধ্যে আর কোন্ কথাই বা শিষ্যদের অন্তরে অধিক ঢোকাতে চেষ্টা করলেন? বা কোন্ কথাই বিশেষভাবে পালন ও রক্ষা করতে আজ্ঞা করলেন? কিন্তু ঈর্ষার দরুন যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, ভালবাসার পাত্রও হতে পারে না, সে কেমন করে প্রভুর শান্তি ও ভালবাসা রক্ষা করতে পারবে?

এজন্য শান্তি ও ভালবাসার গুণ উল্লেখ করতে গিয়ে, জোর করেই এ কথাও ব'লে যে ভালবাসার দাবি অক্ষুণ্ণ ও অলঙ্ঘ্য না রাখতে পারলে তাঁর বিশ্বাস, আশা, অর্থদান, সাক্ষ্যমর বা ধর্মশহীদের যন্ত্রণাও তাঁর কোন উপকার আসবে না, প্রেরিতদূত পল বলে চলেন, *ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না।* তেমন কথা বলে তিনি শিক্ষা ও প্রমাণ করতে চান

যে, যে ব্যক্তি উদারমনা, মঙ্গলকামী, হিংসা ও ঈর্ষা থেকে দূরে থাকে, সে-ই ভালবাসা রক্ষা করতে পারে। একই প্রকারে, দীক্ষাস্নান গুণে যে মানুষ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছে ও ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছে, আত্মিক ও স্বর্গীয় যত কিছুর অন্বেষণ করতে তাকে আহ্বান করে তিনি অন্য স্থানে বলে চলেন, ভাই, *আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে পারিনি, মাংসময় মানুষদের কাছে যেন, খ্রীষ্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও?*

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত থেকেই যদি দেখাতে না পারি, আমরা খ্রীষ্টের অনুরূপ, তাহলে স্বর্গীয় মানুষের সাদৃশ্য পরিধান করতে পারি না। এর মানে হল: তুমি আগে যা ছিলে তার পরিবর্তন ঘটাও, আর যা ছিলে না তাই হতে শুরু কর, যাতে তোমার মধ্যে তোমার ঐশপুত্রত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেতে পারে। ঈশ্বরের পিতৃত্বের পাশাপাশি আমাদের ঈশ্বরসন্তানোচিত ব্যবহার থাকার কথা, তবেই জীবনাচরণ দ্বারা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত হবেন। যারা তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, তাদের কাছে প্রতিগৌরব দানের কথা প্রতিশ্রুত হয়ে ঈশ্বর নিজেই এ উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান করেন, সতর্কবাণীও দান করেন; তিনি বলেন: *যারা আমাকে সম্মান করবে, আমিও তাদের সম্মান করব; আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করবে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে।* তেমন গৌরবলাভের জন্য আমাদের প্রস্তুত ও গঠন করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পুত্র সেই প্রভু সুসমাচারে পিতা ঈশ্বরের ছবি আমাদের অর্পণ করেন; তিনি বলেন, *তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সদৃশ হতে পার।*

খ বর্ষ - মার্ক ২:১-১২

কয়েক দিন পর যীশু আবার কাফার্নাউমে চলে এলে শোনা গেল যে, তিনি বাড়িতে আছেন; আর এত লোক এসে জমা হল যে, দরজার সামনেও আর জায়গা রইল না। তিনি তাদের কাছে বাণী প্রচার করছিলেন, সেসময়ে কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হল; তারা চারজন লোকের সাহায্যে তাঁর কাছে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বহন করে নিয়ে এল; কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর কাছে আসতে না পারায়, তিনি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ছাদ খুলে ফেলে ছিদ্র করে মাদুরটা নামিয়ে দিল যার উপরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়ে ছিল। তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, 'বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।'

সেসময়ে সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রী বসে ছিলেন; তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'এ এমন কথা কেন বলছে? ঈশ্বরনিন্দাই করছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেইবা পাপ ক্ষমা করতে পারে?' তাঁরা মনে মনে একথা ভাবছেন, যীশু তখনই এবিষয়ে আত্মায় সচেতন হয়ে তাঁদের বললেন, 'আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টা বলা সহজ, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হল", না "ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও"? আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নাও আর বাড়ি যাও।' আর সে উঠে দাঁড়িয়ে তখনই মাদুর তুলে নিয়ে সকলের সামনে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে খুবই স্তম্ভিত হল, এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'এমন কিছু আমরা কখনও দেখিনি।'

এসব কিছু যাজকদের অভিষিক্ত হাত দ্বারা সাধিত

আমরা যদি মনে মনে ভাবি কতই না মহান ব্যাপার যে রক্তমাংসের একটা সাধারণ মানুষ সেই পুণ্য ও অমর ঐশস্বরূপে সহভাগিতা করতে উন্নীত হয়, তখন অবশ্যই উপলব্ধি করব পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ কেমন সম্মানে যাজকদের ভূষিত করেছে। বস্তুত তাঁরা আমাদের মর্যাদা ও পরিত্রাণে ছাড়া অন্য কিছুতে প্রবৃত্ত থাকেন না। এবং পৃথিবীতে বাস করেও তাঁরা স্বর্গীয় বাস্তবতা বিতরণ করতে নিযুক্ত, ও এমন অধিকার লাভ করেছেন যা ঈশ্বর দূত বা মহাদূতদেরও দেননি, কারণ তাঁদের কখনও বলা হয়নি, *পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে, এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে।*

পৃথিবীর নেতাদেরও বেঁধে দেবার অধিকার রয়েছে বটে, তবু তাঁরা দেহ মাত্র বাঁধতে পারেন; অন্যদিকে যাজকদের অধিকার আত্মাকেই স্পর্শ করে ও স্বর্গের ঊর্ধ্বেও যায়, এবং একইসময় ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর সেই সবকিছুতে সম্মতি জানান, পৃথিবীতে যাজকেরা যা করে থাকেন: স্বয়ং প্রভু আপন দাসদের রায় কার্যকারী করেন।

তিনি তখনই স্বর্গীয় বাস্তবতার উপর তাঁদের অধিকার দিলেন যখন বললেন, *তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।* এ অধিকারের চেয়ে মহা অধিকার কী? *পিতা সমস্ত বিচার পুত্রের হাতে তুলে দিলেন,* আর আমি দেখছি যে পুত্র দ্বারা সমস্ত বিচার যাজকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। তাঁরা এমন অধিকারে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা ঠিক যেন স্বর্গেই উপনীত হয়ে আমাদের ভাবাবেগ থেকে মুক্তি পেয়ে ইতিমধ্যে মানবস্বরূপের অতীত। জল ও পবিত্র আত্মা দ্বারা নবজন্ম না নিয়ে কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না, এবং প্রভুর মাংস না খেয়ে ও তাঁর রক্ত পান না করে মানুষ অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত— যখন এসব কিছু কেবল যাজকদের অভিষিক্ত হাত দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তখন তাঁদের সহযোগিতা এড়িয়ে কেইবা নরকের আগুন এড়াতে পারবে বা মনোনীতদের জন্য সংরক্ষিত বিজয়মালা পেতে পারবে?

তাঁদের কাছে, হ্যাঁ, তাঁদেরই কাছে আত্মিক জন্মদানের দায়িত্ব, তথা দীক্ষাস্নান দ্বারা আত্মাদের নবজন্ম দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে; তাঁদেরই মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করেছি ও ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে সমাহিত হয়ে সেই ধন্য মাথার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠি। তাঁরাই আমাদের ঐশ্বরিক জন্মের সাধক—সেই যে সত্যকার ধন্য নবজন্ম যা আমাদের সত্যকার স্বাধীনতা, অর্থাৎ অনুগ্রহ অনুসারে দত্তকপুত্রত্ব দান করে।

গ বর্ষ - লুক ৬:২৭-৩৮

> একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা যারা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। যে তোমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে পেতে দাও; যে তোমার চাদর কেড়ে নেয়, তাকে জামাও নিতে বারণ করো না। যে কেউ তোমার কাছে যাচনা করে, তাকে দাও; আর তোমার নিজের জিনিস যে কেড়ে নেয়, তার কাছে তা আর ফিরিয়ে চেয়ো না। তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর,

তোমরা তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর। যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও তাদের ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে। আর যারা তোমাদের উপকার করে, তাদেরই উপকার করলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও সেইমত করে। আর যাদের কাছ থেকে পাবার আশা থাকে, তাদেরই ধার দিলে তোমরা কী অনুগ্রহ পাবে? পাপীরাও পাপীদের ধার দেয় যেন সেই পরিমাণে আবার পেতে পারে। তোমরা কিন্তু তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও, তাহলেই তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে, ও তোমরা পরাৎপরের সন্তান হবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাময়।

তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও। তোমরা বিচার করো না, তবে বিচারাধীন হবে না; কাউকে দোষী করো না, তবে তোমাদের দোষী করা হবে না; ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে; কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।'

মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ১৭:১-৪**

তোমার উপকর্তা চান তুমি দানশীল হবে

প্রিয়জনেরা, সুসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করার জন্য প্রাচীন বিধান জানা অত্যন্ত উপযুক্ত, কেননা তার কয়েকটা নিয়ম নতুন নিয়মনীতিতে স্থান পেয়েছে; তাছাড়া মণ্ডলীর ধর্মীয় পরম্পরা দেখায় যে, প্রভু যীশু বিধান বাতিল করতে নয়, তার পূর্ণতা দিতেই এসেছেন।

বস্তুতপক্ষে আমাদের ত্রাণকর্তার আগমন সংক্রান্ত সমস্ত প্রতীক অর্থশূন্য হয়ে পড়লে ও বাস্তবতার আবির্ভাবে সমস্ত পূর্বদৃষ্টান্ত পূর্ণতালাভের পর নিঃশেষিত হলে তবু সেই সমস্ত বিধিনিয়ম—যা জীবনাচরণের নিয়ম রূপে বা ঐশউপাসনার পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মভক্তি দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল—আমাদের জন্য এখনও একই আকারে বলবৎ থাকে: এক কথায়, প্রাক্তন ও নব সন্ধির জন্য যা কিছু সমুচিত ছিল, তার কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি।

সুতরাং দয়াধর্মে যুক্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত কার্যকারী, কারণ গরিব থেকে যে দৃষ্টি ফেরায় না সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেভাবে প্রভু বলেছিলেন, *তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও; ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে।* তেমন ধর্মময়তার চেয়ে মঙ্গলকর কী আছে? বিচারের রায় যে বিচারিতের হাতে দেওয়া হয়, তেমন উক্তির চেয়ে কি ক্ষমাশীল উক্তি আছে? *তোমরা দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে।* আহা, কতই না শীঘ্রই পড়ে যায় সন্দেহের যত দুশ্চিন্তা ও কৃপণতার যত দ্বিধা, যাতে স্বয়ং সত্য যা ফেরত দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, মানুষ মনের শান্তিতেই তা দান করতে পারে! হে খ্রীষ্টান, তুমি যে অর্থদান কর, দানশীল হও। দাও, তুমি পাবেই; বীজ বোন, ফসল সংগ্রহ করবেই; ছড়িয়ে দাও, তোমার লাভ হবেই। খরচ করতে ভীত হয়ো না; দুশ্চিন্তায় থেকো না, ঠিক যেন ফসল অনিশ্চিত! ভাল মত বিতরণ করলে তোমার ধন বাড়বেই। তুমি দয়ার ন্যায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা কর, অনন্ত জীবনের উদ্দেশে অবিরত ব্যবসা কর।

যিনি তোমার প্রতিদান দেবেন, তিনি চান তুমি দানশীল হবে; তুমি যেন সম্পদশালী হও, যিনি দান করেন, তিনি দান করতে তোমাকে আজ্ঞা দেন: *দাও, তোমাদের দেওয়া হবে।*

তেমন প্রতিশ্রুতির শর্ত আঁকড়ে ধর, সানন্দেই তা আলিঙ্গন কর, কারণ *তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি* এ বচন যতই সত্য, তবু এমনটি হতে পারে না যে, যা তুমি দান করেছ, আবার তা পাবে না। সুতরাং যে কেউ অর্থ ভালবাসে ও নিজ সম্পদ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করে, সে এ পুণ্য সুদ কারবারের অনুশীলন করুক এবং এ চালাকিতে অর্জিত লাভের ফলে নিজেকে ধনবান করুক। সে যেন অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন নিজের স্বার্থে ব্যবহার না করে, পাছে মিথ্যা সহায়তায় নিহিত চালাকি তাকে অশোধনীয় ঋণের জালে জড়িয়ে দেয়; সে বরং তাঁরই পাওনাদার ও সুদখোর হোক যিনি বলেছেন, *দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে, কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।*

তাই প্রিয়জনেরা, তোমরা যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছ, কৃপণতার ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগ থেকে দূরে পালাও, ও ঈশ্বরের দানগুলি ভালবাসা ও সুবুদ্ধির সঙ্গে কাজে প্রয়োগ কর। আর যেহেতু তোমরা তাঁর দানশীলতা ভোগ করছ, সেজন্য এমনটি কর যাতে পরকেও তোমাদের আনন্দের সহভাগী করতে পার।

৮ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৬:২৪-৩৪

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এজন্য আমি তোমাদের বলছি, কী খাব, কী পান করব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়? আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরেও জমায় না, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে থাকেন; তোমরা কি তাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান নও? আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের আয়ুষ্কাল কিঞ্চিৎও বাড়াতে পারে? আর পোশাকের জন্য কেন চিন্তিত হও? মাঠের লিলিফুলের কথা ভেবে দেখ তারা কেমন করে বেড়ে ওঠে: তারা তো শ্রম করে না, সুতোও কাটে না; অথচ আমি তোমাদের বলছি, সলোমনও নিজের সমস্ত গৌরবে এগুলোর একটার মত সুসজ্জিত ছিলেন না। আচ্ছা, মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তা এভাবে বিভূষিত করেন, তখন হে অল্পবিশ্বাসী, তোমাদের জন্য তিনি কি বেশি চিন্তা করবেন না? অতএব, কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না। বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। সুতরাং আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট।'

লুক-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৬২

প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর

একথা থেকে শিষ্যদের কী শিক্ষা পেতে হবে, বা তাঁদের কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে? নিঃসন্দেহে উত্তর এ: খাদ্য সম্বন্ধে তাঁরা তাঁর উপরেই সমস্ত প্রত্যাশা রাখবেন, সামসঙ্গীতের এ বচন স্মরণ

ক'রে যে, *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে সুস্থির করবেন।* কেননা প্রভু আপন পুণ্যজনদের উপর জীবনযাপনে যা কিছু প্রয়োজন বর্ষণ করেন; তিনি তখনও মিথ্যা বলেন না যখন বলেন, *'কী খাব, কী পান করব' বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা 'কী পরব' বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না··· কেননা তোমাদের পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে।*

যাঁরা প্রেরিতদূত পদমর্যাদায় নিযুক্ত, তাঁদের প্রাণ যে কোন ঐশ্বর্য থেকে মুক্ত হবে ও তাঁরা যে উপহার পাবার বাসনা থেকে দূরে থাকবেন ও ঈশ্বর যা দেন তাতেই খুশি হবেন, এ সত্যিই উপযুক্ত ও প্রয়োজন ছিল, কেননা লেখা আছে, *অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল।*

সুতরাং, শয়তানের অধীনে বশীভূত না হবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে সমস্ত অনিষ্টের মূল এ রিপু থেকে সতর্কতার সঙ্গে দূরে থাকা ও মুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। এভাবে সাংসারিক যত চিন্তা থেকে স্বাধীন হয়ে তাঁরা শরীরের সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করতে পারবেন ও ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তাই শুধু বাসনা করতে পারবেন।

বীরযোদ্ধাও সংগ্রাম করতে গিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু সঙ্গে নেয় না। তাই যাঁদের খ্রীষ্ট পৃথিবীর সহায়তা করতে ও বিপন্ন যত মানুষের সপক্ষে *এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে,* এমনকি শয়তানেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রেরণ করছিলেন, তাঁদের পক্ষে এ জগতের দুশ্চিন্তা ও পার্থিব যত চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তাঁরা যেন আত্মিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাদেরই বিরুদ্ধে বীর্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারেন যারা খ্রীষ্টের গৌরবের বিরোধিতা করছিল ও পৃথিবীর যত কিছু নষ্ট করে দিয়েছিল—হ্যাঁ, এরাই তো জগদ্বাসীদের মন ভুলিয়েছিল, মানুষ যেন স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টবস্তুকে পূজা করে ও পার্থিব পদার্থ আরাধনা করে।

অতএব, ঐশপরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও ধর্মময়তা-রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ও পবিত্র আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঐশবাণী হাতে নিয়ে প্রেরিতদূতদের এই কর্তব্য ছিল, তাঁরা শত্রুদের প্রতি নির্মম হবেন, কলুষিত বা ত্রুটিপূর্ণ কোন কিছুই যথা অর্থলাভের কামনা কি অন্যায্য অর্থলাভের বাসনা ইত্যাদি বাসনা সঙ্গে নেবেন না, কারণ সেই ধরনের বাসনা প্রাণের চিন্তা ঈশ্বরের গ্রহণীয় জীবন থেকে সরিয়ে দেয়, ফলে প্রাণ ঈশ্বরধ্যানে বাধা পেয়ে পার্থিব ও সাংসারিক চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

খ বর্ষ - মার্ক ২:১৮-২২

> সেসময় যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিসিরা উপবাস করছিলেন; তাঁরা যীশুকে এসে বললেন, 'যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিসিদের শিষ্যেরা উপবাস পালন করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা তা করে না, এর কারণ কী?' যীশু তাঁদের বললেন, 'বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা উপবাস করতে পারে? বর যতদিন তাদের সঙ্গে থাকেন, তারা ততদিন উপবাস করতে পারে না। কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন, সেই দিনেই, তারা উপবাস করবে। পুরাতন পোশাকে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নতুন তালিতে ওই পুরাতন পোশাক ছিঁড়ে যায় ও ছেঁড়াটা আরও বড় হয়। আরও, কেউ পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে আঙুররসে ভিস্তিগুলো ফেটে যায়, ফলে আঙুররসও নষ্ট হয়, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হয়; নতুন আঙুররস বরং নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই।'

আপন আগমনে খ্রীষ্ট সবকিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন

প্রেরিতদূতদের দ্বারা হস্তান্তরিত সেই সুসমাচার আরও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কর, ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও আরও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কর, তবে দেখতে পাবে যে সেগুলোতে আমাদের প্রভুর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি উপদেশ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল। আর তখন যদি এধরনের চিন্তার উদয় হয় যে, বেশ, তাহলে আপন আগমনে প্রভু নতুন কী এনে দিয়েছেন? তখন একথা জেনে নাও যে, যাঁর কথা পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, আপন আগমনে তিনি সবকিছুর নবায়ন সাধন করলেন। হ্যাঁ, এ কথাই প্রচারিত ছিল যে, মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করার জন্য *আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি।* সুতরাং রাজার জন্মসংবাদ এ দাসদের কাছে পূর্বঘোষিত হল, তাদেরই প্রস্তুত করতে প্রেরিত হলেন যারা একদিন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তাঁকে গ্রহণ করার কথা।

এবার রাজা এসেছেন ও যারা তাঁর অধীনে থাকে, তারা পূর্বপ্রচারিত সেই আনন্দে পরিপূর্ণ, তাঁর দেওয়া মুক্তি-প্রাপ্ত, তাঁর দর্শনের সহভাগী; সুতরাং, তারা যখন তাঁর শিক্ষাবাণী শুনেছে ও তাঁর মঙ্গলদানগুলি পেয়ে গেছে, তখন যাঁরা তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের কাছে আর জিজ্ঞাসা করতে নেই, রাজা নতুন বলে কী এনে দিলেন। অবশ্যই, তারাই এ জিজ্ঞাসা করবে না, যারা তাঁকে চিনতে পেরেছে। তিনি সত্যিই নিজেকে ও প্রতিশ্রুত যত মঙ্গলদান এনে দিয়েছেন, মানুষের কাছে এমন কিছু দান করেছেন *যার উপর স্বর্গদূতেরাও দৃষ্টি রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী।*

এসে তিনি সবকিছু সম্পন্ন করেছেন; আজও, ও জগৎশেষ পর্যন্ত তিনি বিধানের পূর্বদৃষ্টান্ত সেই নতুন সন্ধি মণ্ডলীতে সিদ্ধ করে থাকেন। এমন কেউ আছে যারা বলে, নবীরা এমন অন্য দেবতা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যে দেবতা চরমকালে পৃথিবীতে আগত ঈশ্বরপুত্রের সাধিত কাজ তথা অবর্ণনীয় পিতার পরিচয়দান, তাঁর রাজ্যপ্রচার ও তাঁর সুব্যবস্থা-ঘোষণা জানত না। তাহলে নবীরা কী করেই বা রাজার আগমনের সংবাদ পূর্বপ্রচার করতে পারলেন? কী করেই বা সেই মুক্তির কথা পূর্বপ্রচার করতে পারলেন, যে মুক্তি খ্রীষ্ট এসেই দান করলেন? কী করেই বা খ্রীষ্ট কথায় ও কাজে যা কিছু সাধন করেছেন তাঁরা তার পূর্বঘোষণা করতে পারলেন? কী করেই বা তাঁর যন্ত্রণাভোগের বর্ণনা ও নবসন্ধির কথা পূর্বপ্রচার করতে পারলেন? সকল নবী এই একই কথার ভাববাণী দিয়েছিলেন, তবু তাঁদের আমলে একটাও পূর্ণতা লাভ করেনি।

এসব কিছু যদি কোন নবীর সময় ঘটতে থাকত, তাহলে সেই নবীর পরে যে নবীরা এলেন তাঁরা তা ভাবী ঘটনা বলে তার ভাববাণী দিতেন না। আর একথা নিশ্চিত যে, কুলপতি কি নবী কি প্রাচীন রাজার মধ্যে এমন কেউই নেই যাঁর বেলায় এ সমস্ত ভাববাণীর একটাও প্রত্যক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সিদ্ধি লাভ করল। তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার বিষয়ে ভাববাণী দিলেন, তাঁরা নিজেরা কিন্তু সেই প্রচারিত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেননি; প্রভুর যন্ত্রণাভোগের ভাববাণী কারও জীবনে বাস্তব রূপ পায়নি। সুতরাং, কেবল প্রভুই ছিলেন নবীদের প্রচারের লক্ষ্য, আর কেবল প্রভুর বেলায়ই সমস্ত ভাববাণী সঠিক পূর্ণতা লাভ করল।

গ বর্ষ - লুক ৬:৩৯-৪৫

একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের একটা উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?

দু'জনেই কি গর্তে পড়বে না? শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে। তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, কেন তা তুমি দেখ না? কেমন করে তুমি তোমার নিজের ভাইকে বলতে পার, ভাই, এসো, তোমার চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তা আমি বের করে দিই, যখন তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে তা দেখছ না? ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, আর তখনই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

কেননা এমন ভাল গাছ নেই যাতে মন্দ ফল ধরে, এবং এমন মন্দ গাছও নেই যাতে ভাল ফল ধরে; নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়। লোকে তো কাঁটাগাছ থেকে ডুমুরফল পাড়ে না, শেয়ালকাঁটা থেকেও আঙুর তোলে না। ভাল মানুষ নিজের হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে, ও মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে; কেননা হৃদয় থেকে যা ছেপে ওঠে, তার মুখ তা-ই বলে।'

লুক-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৬

শিষ্যেরা বিশ্বের দিশারী ও গুরু হতে আহূত

শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক হয়, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে। শিষ্যেরা সমগ্র বিশ্বের দিশারী ও গুরু হতে আহূত হয়েছিলেন বিধায় তাঁদের পক্ষে এ প্রয়োজন ছিল, তাঁরা ধর্ম বিষয়ে নিজেদের অধিক প্রস্তুত করবেন: তাঁদের সুসমাচারের পথ সম্বন্ধে সুদক্ষ ও যে কোন সৎকাজের অনুশীলনে আদর্শবান হওয়ার কথা, যেন শিষ্যদের কাছে সত্যের সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ, স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধর্মশিক্ষা উপস্থাপন করতে পারেন। অন্যথা যাঁরা স্বয়ং সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন ও তাঁর দিব্য আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, ঠিক তাঁরাই অন্ধ ও অন্ধদের চালক হবেন। কেননা অজ্ঞতার অন্ধকারে যে আবিষ্ট, যারা তার একই শোচনীয় অবস্থায় ভুগছে, সে তাদের সত্যজ্ঞানে চালিত করতে পারে না। চেষ্টা করলে, চালক ও চালিত দু'জনেই বিশৃঙ্খল ভাবাবেগের গর্তে পড়ে যাবে।

গর্ব, তেমন বিস্তারিত রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ও তাঁরা যেন নিজেদের গুরুদের চেয়ে অধিক সম্মানের পাত্র হবার দাবি না করেন, সেজন্য প্রভু বললেন, *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়।* আর যখন কোন শিষ্য এত পরিপক্ক হয় যে গুরুর মত হয়ে ওঠে, তখনও বিনম্রতার মাত্রা বজায় রেখে তার পক্ষে গুরুর অনুকরণ করা উচিত। প্রভুর পরে পলও একদিন বললেন, *তোমরা আমার অনুকারী হও, যেমন আমি প্রভুর।* গুরু যখন এখনও বিচার করেন না, তখন তুমি কোন্ স্পর্ধার জোরে দণ্ড দিতে যাচ্ছ? যিনি জগতের বিচার করতে নয়, জগতের প্রতি দয়া দেখাতেই এসেছেন, তিনি তোমাকেও বলেন, আমি যখন বিচার করি না, আমার শিষ্য যে তুমিও বিচার করো না। এমনটি হতে পারে, যাকে তুমি দণ্ডিত করছ, তার চেয়ে তুমিই অপরাধী। তখন কি তোমার লজ্জা হবে না?

এ ধারণা প্রভু অন্য উদাহরণ দিয়েও ব্যক্ত করেছিলেন: *তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর?* তেমন কথার মধ্য দিয়ে তিনি আরও স্পষ্টতর ভাবে আমাদের চেতনা দেন আমরা যেন পরের বিচার করা থেকে দূরে থেকে বরং নিজেদের হৃদয় যাচাই করি, ও যত বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ হৃদয় জড়িয়ে রাখছে ঈশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা ক'রে যেন সেই সমস্ত

বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ বের করে দিতে সচেষ্ট থাকি। কেননা তিনিই তো ভগ্নহৃদয় সুস্থ করে তোলেন ও আত্মার যত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করেন। যখন অন্যের চেয়ে তুমিই অধিক ও গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তখন কি নিজের পাপ ভুলে গিয়ে তাদের তিরস্কার করতে যাচ্ছ? অতএব, প্রভুর এ আজ্ঞা তাদের সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন যারা ভাল হতে চায়, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁদেরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যাঁরা ধর্মশিক্ষা দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

নিজেদের আচরণে সুসমাচারের আদর্শ অনুযায়ী সাক্ষ্য দান ক'রে তাঁরা ভাল ও তৎপর হলে, তবে যারা তাঁদের মত আচরণ করতে বা গুরুদের উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অসম্মত, তাঁরা আরও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাদের ভর্ৎসনা করতে পারবেন।

৯ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৭:২১-২৭

> সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'যারা আমাকে "প্রভু, প্রভু" বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে। সেইদিন অনেকে আমাকে বলবে, "প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী দিইনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি?" তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব: আমি কখনও তোমাদের জানিনি। হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে দূর হও।
>
> অতএব যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল। কিন্তু যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে না, সে তেমন এক নির্বোধ লোকের মত, যে বালুর উপরে নিজের ঘর গাঁথল। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, আর তা পড়েই গেল—তার পতন কেমন সাংঘাতিক!'

লাতিন এপিফানিউস-লিখিত 'সুসমাচার ব্যাখ্যা' **২১শ উপদেশ**

এসো, খ্রীষ্টেই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করি

যেহেতু প্রতিটি ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে, সেজন্য ফল থেকেই গাছের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ভাল গাছ হলে, অর্থাৎ ন্যায়বান, ধর্মপ্রাণ ও দয়াবান মানুষ হলে তবে আমাদের ন্যায় ও পবিত্রতার ফল উৎপাদন করতে হবে; অন্যথা আমরা মন্দ গাছ হলে, অর্থাৎ ধর্মহীন, প্রবঞ্চক, লোভী ও পাপী মানুষ হলে, তবে ঐশবিচারের দিনে আমাদের সেই দুধারী খড়্গ দ্বারা উচ্ছেদ করা হবে ও অনন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন ভাল ও মন্দ মানুষের সেই বিচ্ছেদ ঘটবে, যার কথা আজকের সুসমাচারে বর্ণিত: *যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল। বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল।* এজন্য যিনি আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অটল, ও কর্মবিরতি দ্বারা নয় বরং পরিশ্রম দ্বারাই আমাদের চিরকালের মত পরিত্রাণপ্রাপ্ত বলে দেখতে চান, তিনি সমস্ত সুখ-বাণী ও অসংখ্য আদেশের পরিশেষে উপসংহার স্বরূপ এ উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন,

শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠাবান থাকবে, সে যেন পরিত্রাণ পায়।

পাথরের উপরে নির্মিত সেই ঘর যা প্রতিকূল কোন ঝড়ঝঞ্ঝাও টলাতে পারেনি, তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দৃঢ় খ্রীষ্টবিশ্বাস দেখাতে চাইলেন যা শয়তানের কোন প্রলোভন দ্বারা আলোড়িত হতে পারে না, বরং আত্মিক অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে প্রতিরোধ করে আমরা তাকে পরাভূত করে জয়মালা লাভ করতে যোগ্য হয়ে উঠব। সুতরাং ঘরটা হল পবিত্র মণ্ডলী বা আমাদের বিশ্বাস যা শৈলের উপরে স্থাপিত, যেমনটি প্রভু নিজে ধন্য প্রেরিতদূত পিতরকে বলেছিলেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।* সুতরাং, আমার প্রিয়জনেরা, যতদিন নির্মাণকাল চলছে, এসো, ততদিন আমাদের বিশ্বাস খ্রীষ্টে স্থাপন করি ও অন্তরটা পুণ্যকর্মে পরিপূর্ণ করি, যেন ঝড় অর্থাৎ সেই গোপন শত্রু এসে আমাদের ধ্বংস না করতে পারে, বরং তার নিজেরই সর্বনাশ ঘটে। এখনও শত্রু আমাদের সঙ্গে আছে, সে আমাদের বুকেই লুকিয়ে রয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমাদের শত্রু সেই শয়তান গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে।* অতএব, আমার প্রিয়জনেরা, সমৃদ্ধির সময়ে যে সুবুদ্ধির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘর বাঁধবে, প্রতিকূলতার সময়ে সে অধিক শক্তিশালী শুধু নয়, প্রশংসনীয়ও হয়ে উঠবে, *কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে।* সুতরাং, প্রিয়জনেরা, সজাগ থাকা, আগ্রহের সঙ্গে ব্যস্ত থাকা ও পরিশ্রম করা একান্ত প্রয়োজন, যেন খ্রীষ্টের সহায়তায় প্রতিকূল সবকিছু অতিক্রম করতে পারি ও শাশ্বত মঙ্গলদান লাভ করতে পারি।

খ বর্ষ - মার্ক ২:২৩–৩:৬

এক সময় যীশু, সাব্বাৎ দিনে, শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা চলতে চলতে শিষ ছিঁড়তে লাগলেন। এতে ফরিসিরা তাঁকে বললেন, 'দেখুন, সাব্বাৎ দিনে যা বিধেয় নয়, ওরা তা কেন করছে?' তিনি তাঁদের বললেন, 'দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা কি তা কখনও পড়েননি? তিনি তো মহাযাজক আবিয়াথারের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর যে ভোগ-রুটি যাজকেরাই ছাড়া আর কারও পক্ষে খাওয়া বিধেয় নয়, তিনি তা খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।' তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'সাব্বাৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, মানুষ সাব্বাতের জন্য সৃষ্ট হয়নি; তাই মানবপুত্র সাব্বাতেরও প্রভু।'

তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন; সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত নুলো। তিনি সাব্বাৎ দিনে তাকে নিরাময় করেন কিনা, তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর দিকে লক্ষ রাখছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন। তিনি নুলো লোকটিকে বললেন, 'মাঝখানে এসে দাঁড়াও।' পরে তাঁদের বললেন, 'সাব্বাৎ দিনে কী করা বিধেয়? উপকার করা না অপকার করা? প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা করা?' কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। তখন তিনি তাঁদের হৃদয় কঠিন দেখে দুঃখিত হয়ে চারদিকে তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, 'হাত বাড়িয়ে দাও!' সে তা বাড়িয়ে দিল, আর তার হাত সুস্থ হয়ে উঠল। এতে ফরিসিরা বাইরে গিয়ে তখনই হেরোদের লোকদের দলের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি ভাবে তাঁর বিনাশ ঘটানো যায়।

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ৯১, ১-২**

প্রত্যাশার শান্তিতে যে আনন্দ, সেই তো আমাদের বিশ্রামবার

ঈশ্বর কেবল বিশ্বাস ও আশা ও ভালবাসারই সঙ্গীত আমাদের শেখান, যেন আমাদের বিশ্বাস

সেই দিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে দৃঢ় থাকে, যেদিন আমরা তাঁকে দেখতে পাব—যাঁকে আপাতত দেখতে পাই না তাঁকে বিশ্বাস করে আমরা যেন যখন তাঁকে দেখতে পাব তখন আনন্দ পেতে পারি; এবং যখন আমাদের আর বলা হবে না, 'যা দেখতে পাও না তা বিশ্বাস কর,' কিন্তু 'দেখতে পাচ্ছ বলে আনন্দ কর,' তখন যেন তাঁর জ্যোতির দর্শনই আমাদের বিশ্বাসের স্থান নিতে পারে। কেননা তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও যখন আমরা তাঁকে ভালবাসি, তখন তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁকে আর কতই না ভালবাসব? সুতরাং, আমাদের বাসনা যেন বৃদ্ধি পায়। আমরা ভাবী জগতের উদ্দেশ্যেই তো খ্রীষ্টান: খ্রীষ্টান বলে কেউ যেন বর্তমান মঙ্গলের প্রত্যাশা না করে, সংসারের আনন্দও লক্ষ না করে। যদি পারে, যেভাবে পারে, যখন পারে ও যতটুকু পারে সে বর্তমান আনন্দ ভোগ করুক; এ আনন্দ থাকলে, ঈশ্বর তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাক; আর এ আনন্দ না থাকলে, ঈশ্বরের ন্যায়ের জন্য সে তখনও তাঁকে ধন্যবাদ জানাক: *প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর; হে পরাৎপর, তোমার নামগান করা কতই না সুন্দর।*

এ সামসঙ্গীতের শিরনাম হল, 'বিশ্রামবারের জন্য'। দেখ, আজই তো বিশ্রামবার: হিব্রুরা শারীরিক দিক দিয়েও বিশ্রাম করে এ দিন উদ্‌যাপন করলেও তবু যথেষ্ট অলস ও শিথিল ছিল। বস্তুতপক্ষে তারা কথাবার্তায় সময় ব্যয় করত; আর ঈশ্বর বিশ্রামবার সংক্রান্ত কর্মবিরতি আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা নিষিদ্ধ কাজকর্মে এদিন কাটাত। আমাদের কর্মবিরতি কিন্তু দুষ্কর্ম থেকে বিরতিতেই প্রকাশ পায়। আমাদের কাছেও ঈশ্বর বিশ্রামবারের আদেশ দেন। কোন্ বিশ্রামবার? প্রথমে তোমরা ভেবে দেখ সেই বিশ্রামবার কোথায়: আমাদের বিশ্রামবার অভ্যন্তরীণ, আমাদের বিশ্রামবার আমাদের হৃদয়েই অবস্থিত। আসলে অনেকে রয়েছে যারা দেহকে বিশ্রাম দেয়, কিন্তু তাদের অন্তর আলোড়িত। অসৎ মানুষ বিশ্রামবার ভোগ করতে পারে না, কারণ তার বিবেক তাকে বিশ্রাম দেয় না; ফলে সে আলোড়নে জীবন যাপন করতে বাধ্য।

কিন্তু যার বিবেক পরিষ্কার, সে শান্তশিষ্ট—আর তেমন শান্তিই হৃদয়ের বিশ্রামবার। কেননা সে প্রভুর ও তাঁর প্রতিশ্রুতির দিকে চেয়ে থাকে; আর যদিও বর্তমান কালে সে পরিশ্রম করে, তবু ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় প্রাণ উজাড় করে দেয়, এবং দুঃখের যত মেঘ উবে যায়, প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন, *তোমরা আশায় আনন্দিত হও।* এমনকি, প্রত্যাশার শান্তিতে যে আনন্দ, সেই তো আমাদের বিশ্রামবার। যার প্রশংসা করছি, এ সামসঙ্গীতের কথা ধ্যান করতে করতে যা গান করছি তা হল: খ্রীষ্টান কিভাবে নিজের হৃদয়ে এ বিশ্রামবার উদ্‌যাপন করবে? বিশ্রামে তথা বিবেকের শান্তশিষ্ট আনন্দেই সে বিশ্রামবার উদ্‌যাপন করবে। সুতরাং এ সামসঙ্গীত তোমাকে বোঝায় কিসের দ্বারা মানুষ সাধারণত আলোড়িত, আবার তোমাকে হৃদয়ের বিশ্রামবার পালন করতে শেখায়।

গ বর্ষ - লুক ৭:১-১০

যীশু যা চাচ্ছিলেন জনগণ শুনবে, সেই সমস্ত কথা বলা শেষ করে তিনি কাফার্নাউমে প্রবেশ করলেন। একজন শতপতির একটি দাস পীড়িত হয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় ছিল; দাসটি শতপতির খুবই প্রিয় ছিল। যীশুর কথা শুনে তিনি ইহুদীদের কয়েকজন প্রবীণকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানালেন যেন তিনি এসে তাঁর দাসকে ত্রাণ করেন।

যীশুর কাছে এসে তাঁরা ব্যাকুল মিনতি জানাতে লাগলেন, বললেন, 'আপনি যে তাঁর উপকার করবেন, লোকটি তার যোগ্য, কেননা তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন; আমাদের সমাজগৃহ নিজেই নির্মাণ

করে দিয়েছেন।' তাই যীশু তাঁদের সঙ্গে রওনা হলেন। তিনি বাড়ি থেকে আর তত দূরে নন, সেসময়ে শতপতি কয়েকজন বন্ধুর মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, কষ্ট করবেন না; আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই; এজন্যই আপনার কাছে আসব তেমন যোগ্যও নিজেকে মনে করলাম না। কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক। কেননা আমিও কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও" বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে।' এই সকল কথা শুনে, লোকটির বিষয়ে যীশুর আশ্চর্য লাগল, এবং যে লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি।' পরে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে দাসকে সুস্থ অবস্থায় পেলেন।

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬২:১,৩-৪**

শতপতির বিনম্র বিশ্বাস

যে সুসমাচারের কথা আমরা এইমাত্র শুনেছি, তাতে বিনম্র বিশ্বাস প্রশংসিত। কারণ যখন প্রভু যীশু সেই দাসকে সুস্থ করতে শতপতির বাড়িতে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তখন শতপতি বলেছিলেন, *আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই।* নিজেকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে তিনি এমন যোগ্যতা লাভ করলেন যাতে যীশু তাঁর বাড়িতে শুধু নয়, তাঁর হৃদয়েই বিশেষভাবে প্রবেশ করেন। এমনকি, তাঁর অন্তরে যদি ইতিমধ্যে সেই তিনি না থাকতেন যাঁকে নিজের বাড়িতে গ্রহণ করতে সাহস করছিলেন না, তবে তিনি এত বিশ্বাস ও বিনম্রতার সঙ্গে সেই কথাও বলতে পারতেন না। কেননা প্রভুকে হৃদয়ে না রেখে তাঁকে এমনিই ঘরে গ্রহণ করা তত আনন্দের ব্যাপার নয়।

যিনি কথায় ও কাজে বিনম্রতার গুরু, সেই যীশু সিমোন নামক একটা গর্বিত ফরিসির ভোজেও বসেছিলেন। তার বাড়িতে বিশ্রাম করা সত্ত্বেও মানবপুত্র কিন্তু তার হৃদয়ে মাথা রাখার মত স্থান পাচ্ছিলেন না; সুতরাং প্রভু সেই গর্বিত ফরিসির ভোজে বসে ছিলেন বটে, তার বাড়িতে ছিলেন বটে, কিন্তু তার হৃদয়ে ছিলেন না। অথচ শতপতির বাড়িতে না ঢুকেও তিনি তাঁর হৃদয়ের মালিক হয়েছিলেন। এজন্যই তাঁর বিনম্রতাপূর্ণ বিশ্বাস প্রশংসিত: *আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই। কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক।* তখন প্রভু বললেন, *আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি;* অর্থাৎ: মাংস অনুসারে যে ইস্রায়েল, তারই মধ্যে তেমন বিশ্বাস পাইনি। কিন্তু এ শতপতি আধ্যাত্মিক দিক থেকে ইস্রায়েলীয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রভু যারা মাংস অনুসারে ইস্রায়েল তথা ইহুদীদের কাছে সেই জাতিরই হারানো মেষের সন্ধান করতে এসেছিলেন—সেই ইস্রায়েল জাতি যা থেকে তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন; অথচ তিনি নিজে বলছেন, *ইস্রায়েলের মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস দেখতে পাইনি।* মানুষ হিসাবে আমরা মানুষের মতই মানুষের বিশ্বাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি; কিন্তু যিনি মানুষের অন্তর তলিয়ে দেখেন, যাঁকে কেউই প্রতারণা করতে পারে না, তিনি সেই শতপতির বিনম্রতাপূর্ণ বাণী শুনে ও পরিত্রাণের বিচারাদেশ উচ্চারণ করে তাঁর হৃদয় বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন। তেমন সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্য তিনি কোথায় পেলেন? শতপতি যা বলেছিলেন তাই: *আমিও কর্তৃপক্ষের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার আমার সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে*

"যাও" বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে। অর্থাৎ কিনা, যারা আমার অধীন তাদের পক্ষে আমি কর্তৃপক্ষ, তবু আমার উপরে যে কর্তৃপক্ষ আমি তার অধীন। তাই আমি পরের অধীনস্থ মানুষ হয়েও যখন আদেশ দেওয়ার অধিকারী, তখন সমস্ত কর্তৃত্ব যাঁর অধীন, সেই আপনি কীবা না করতে পারেন? আর তিনি ছিলেন বিজাতি, আর শুধু তা নয়, শতপতিও ছিলেন! শতপতি হওয়ায় তিনি সকল সৈন্যের মত ভাবছিলেন: কর্তৃত্বের অধীন, আবার কর্তৃত্বের অধিকারী; অধীনস্থ বলে বাধ্য ছিলেন, আবার অধীনস্থদের প্রতি আদেশ দিতেন।

কিন্তু প্রভু ইহুদী জাতির মানুষ হয়েও ঘোষণা করলেন, মণ্ডলী সারা বিশ্ব জুড়েই বিস্তার লাভ করবে; এ উদ্দেশ্যে তিনি একদিন প্রেরিতদূত প্রেরণ করবেন: বিজাতীয়রা যাঁকে না দেখে বিশ্বাস করবে, ইহুদীরা তাঁকে দেখেও হত্যা করল।

আর যেমন সেই বাড়িতে না ঢুকেও—দেহে অনুপস্থিত কিন্তু পরাক্রমে উপস্থিত হয়ে—প্রভু বিশ্বাসের পুরস্কার দিয়ে গোটা পরিবার নিরাময় করলেন, তেমনি সেই একই প্রভু দেহগত ভাবে কেবল হিব্রু জাতির মধ্যেই জীবনযাপন করলেন: বিজাতীয়দের মধ্যে তিনি তো কুমারী থেকে জন্ম নেননি, যন্ত্রণাভোগও করেননি, চলাচলও করেননি, মানবদশাও বরণ করেননি, ঐশকর্মকীর্তিও সাধন করেননি। অন্য কোন জাতির মধ্যে তেমন কিছু ঘটেনি; তথাপি তাঁর বিষয়ে যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করল: *যে জাতি আমাকে জানত না, সেই জাতি আমার সেবা করল।* তাঁকে না জেনে সেই জাতি কী করেই বা তাঁর সেবা করল? *তারা আমার বাণী শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হল:* সারা বিশ্ব শুনল ও বিশ্বাস করল।

১০ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৯:৯-১৩

> একদিন সেখান থেকে এগিয়ে যেতে যেতে যীশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল।
>
> তা দেখে ফরিসিরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?' কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আপনারা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নিন: আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; কেননা আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।'

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ৫৮, ১ম উপদেশ ৭**

আমি পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি তারা যেন মনপরিবর্তন করে

অনেকে আছে যারা ধন-সম্পত্তির জন্য নয়, দৈহিক বলের জন্যও নয়, তাঁদের কোন উচ্চ মর্যাদার জন্যও নয়, কিন্তু নিজেদের পবিত্রতার জন্যই নিজেদের মহান গণ্য করে। তেমন লোকদের এড়াতেই হবে, তাদের কাছ থেকে দূরে পালাতে হবে, তাদের অনুকরণ করতে নেই, ঠিক এই কারণে যে তারা নিজেদের দেহের জন্য নয়, ধন-সম্পত্তির জন্যও নয়, বংশের জন্যও নয়,

সম্মানের জন্যও নয়—এসব কিছু এমন যা স্পষ্টই সময়সাপেক্ষ, ভঙ্গুর, অনিত্য, অস্থায়ী,—কিন্তু তাদের ধর্মনিষ্ঠার জন্যই নিজেদের মহান মনে করে। তেমন মাহাত্ম্যই সেই সুচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেতে তাদের প্রতিরোধ করল। কেননা নিজেদের ধার্মিক গণ্য করে ও সুস্থ গণ্য করে তারা ঔষধ অস্বীকার করে স্বয়ং আরোগ্যদাতাকেও হত্যা করল।

যিনি বলেছেন, *সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি,* তিনি এই বলিষ্ঠ ও সুস্থ লোকদের আহ্বান জানাতে আসেননি। তারাই বলিষ্ঠ ছিল, যারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের অবজ্ঞা করছিল তাঁদের গুরু অসুস্থদের কাছে যেতেন ও আত্মাপীড়িতদের ভোজে বসতেন ব'লে। তারা নাকি বলছিল, *তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?* বলিষ্ঠ হওয়ায় তাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল না! অথচ তেমন বল সুস্থতার নয়, নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ। ঈশ্বর না করুন, আমরা পাছে তেমন বলিষ্ঠদের আদর্শ পালন করি! কেননা তাদের আদর্শ পালন করবে, কারও কারও মনে তেমন চিন্তার উদয় হতেও পারে।

যিনি নিজে ঈশ্বরত্বের সহভাগী হতে অনুগ্রহ করে আমাদের দুর্বলতার সহভাগী হলেন, ও আমাদের পথ দেখাবার জন্য ও নিজেই পথ হবার জন্য এলেন, বিনম্রতার সেই সদ্‌গুরু আমাদের কাছে তাঁর নিজের বিনম্রতার আদর্শই বিশেষভাবে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করলেন; এজন্য তিনি দাসেরই হাতে দীক্ষাস্নাত হতে লজ্জাবোধ করেননি, আমরা যেন নিজেদের পাপ স্বীকার করতে, বলিষ্ঠ হবার জন্য নিজেদের নত করতে, ও প্রেরিতদূতের এবাণী আপন করতে শিখি, *যখন আমি দুর্বল, তখনই বলিষ্ঠ।* কিন্তু যারা নিজেদের কর্মফলেই নিজেদের ধার্মিক মনে ক'রে বলিষ্ঠ বলে দাবি করল ও নিজেদের আদর্শবান গণ্য করল, তারা স্খলন-পাথরে পা দিয়ে হোঁচট খেল: তারা দিব্য মেষশাবককে সাধারণ ছাগ মনে করল, আর ছাগ বলেই তাকে হত্যা করল, ফলে দিব্য মেষশাবক দ্বারা মুক্তি পাবার অযোগ্য হল। তারা সেই বলিষ্ঠ, যারা নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

যখন যেরুসালেমের কয়েকটা লোক খ্রীষ্টকে গ্রেপ্তার করতে প্রেরিত হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করেনি, একটু শোন, যারা তাদের পাঠিয়েছিল তারা তখন কী বলল: *তোমরা তাকে আননি কেন? তারা উত্তর দিল, উনি যেভাবে কথা বলেন, কোনও মানুষ কখনও সেভাবে কথা বলেনি। তাতে ফরিসিরা তাদের বললেন, তোমাদেরও ভ্রষ্ট করা হয়েছে নাকি? সমাজনেতাদের মধ্যে কিংবা ফরিসিদের মধ্যে কেউ কি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন? সেই সাধারণ লোকেরা কিন্তু, যারা বিধান জানে না, তারা তো অভিশপ্ত!* তারা এমন পীড়িত লোকদের ভিড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছিল যারা চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল; নিজেদের বলিষ্ঠ মনে করছিল, একারণ ছাড়া কোন্ কারণেই বা তাই করছিল? এমনকি, গুরুতর বিষয়—তাদের নিজেদের বলে তারা সেই ভিড় এমন পর্যায়ে নিজেদের সঙ্গে টেনে নিল যে সকলের চিকিৎসককে হত্যা করল। কিন্তু নিহত হলেন বিধায়ই তিনি সকল পীড়িতের জন্য নিজ রক্ত ঔষধ বলে দান করতে পারলেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৩:২০-৩৫

যীশু বাড়ি ফিরে গেলে আবার এত লোকের ভিড় জমে গেল যে, তাঁরা খেতেও পারছিলেন না। তা শুনে

তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে ধরে নিতে বেরিয়ে পড়ল, কেননা তারা বলছিল, তাঁর মাথা ঠিক নেই।

আর যে শাস্ত্রীরা যেরুসালেম থেকে এসেছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'একে বেয়েল্জেবুলে পেয়েছে'; আরও বলছিলেন, 'এ তো অপদূতদের প্রধানের প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।' তাই তিনি তাঁদের কাছে ডেকে উপমাচ্ছলে বললেন, 'শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়াতে পারে? কেননা কোন রাজ্য যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে সে রাজ্য স্থির থাকতে পারে না; আর কোন পরিবার যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, সেই পরিবার স্থির থাকতে পারে না। আচ্ছা, শয়তান যদি নিজের বিপক্ষে ওঠে ও বিভক্ত হয়, তবে সেও স্থির থাকতে পারে না, কিন্তু তার শেষ হয়। একজন বলবান লোকের বাড়িতে ঢুকে কেউই তার জিনিসপত্র লুট করতে পারে না, যদি না আগে সে সেই বলবান লোককে বেঁধে ফেলে; তবেই সে তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারে। আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত পাপের অধীন।' তিনি একথা বললেন, কারণ তাঁরা বলেছিলেন, 'ওকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।'

সেসময় তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা এলেন, এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক বসে ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বাইরে আপনার মা ও ভাইবোনেরা আপনাকে খুঁজছেন।' তিনি তাদের বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাও বা কারা?' এবং যারা তাঁর চারপাশে বসে ছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭১:১,১৩,১৪,১৯,২০**

অনুতাপ এজীবনে সেই ক্ষমা অর্জন করে যা ভাবী জীবনে কার্যকারী হবে

সুসমাচারের যে কথা এইমাত্র পাঠ করেছি, তা আমাদের সামনে এমন কঠিন সমস্যা উপস্থাপন করছে যে নিজেদের বলে তা সমাধান করার সাধ্য আমাদের নেই; কিন্তু আমাদের সাধ্য ঈশ্বর থেকেই আসে, কারণ আমরা তাঁর সহায়তা লাভ করতে ও অর্জন করতে পারি।

মার্ক-রচিত সুসমাচারে লেখা আছে: *আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা হবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত পাপের অধীন।* ফলত, কেউ অত্যন্ত সাধারণ ভাবেও পবিত্র আত্মার নিন্দা করলে, তবু সেই নিন্দা যে কী ধরনের, তা আমাদের জানা উচিত হত না, কারণ এক্ষেত্রে সব ধরনের নিন্দা সমান। অথচ সেই বিধর্মীরা, ইহুদীরা, ভ্রান্তমতপন্থীরা ও অন্য যত ধরনের মানুষ যারা ভুল-ভ্রান্তি ও অযুক্তি বশত পবিত্র আত্মার নিন্দা করে থাকে, তারা আত্মসংশোধন না করলেও যে তাদের কাছে ক্ষমার কোন আশা থাকবে না, একথা সমর্থন করা যায় না। তাহলে যে পদে লেখা আছে, *যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না,* সেই পদের অর্থ ব্যক্তির সাধারণ নিন্দা লক্ষ করে না, বরং তাদেরই নিন্দা লক্ষ করে যারা পবিত্র আত্মার এমনভাবেই নিন্দা করবে যার ফলে ক্ষমা পেতে পারবে না।

সর্বপ্রথমে, চরম দিনে যে অনন্ত জীবন আমাদের দেওয়া হবে, তা পাবার জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা দান করে। কেননা পাপ থাকলে ঈশ্বরের সঙ্গে একপ্রকার শত্রুতা থেকে যায়, ও আমাদের পাপ তাঁর কাছে থেকে আমাদের দূরে রাখে, কারণ

শাস্ত্রের এই বাণী আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে: *তোমাদের সমস্ত শঠতা তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে।* এজন্য ঈশ্বর আমাদের শঠতা আগে সরিয়ে না দিয়ে তাঁর মঙ্গলদানগুলি আমাদের দেন না। আর পাপ যতখানি হ্রাস পায়, তাঁর মঙ্গলদানগুলি ততখানি বৃদ্ধি পায়; এমনকি, পাপ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মঙ্গলদানগুলি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, পবিত্র আত্মায় পাপের ক্ষমা হল ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা-জনিত প্রথম উপকার। কেননা যে পবিত্র আত্মায় ঈশ্বরের জনগণ সম্মিলিত, সেই পবিত্র আত্মায় সেই অশুচি অপদূত নিজের মধ্যে ছিন্ন হওয়ায় বিতাড়িত হয়।

অনুতপ্ত নয় যে হৃদয়, তেমন হৃদয় ঠিক এই বিনামূল্যে দেওয়া দানের, ঈশ্বরের এ অনুগ্রহদানেরই নিন্দা করে; সুতরাং অনুতাপের অনিচ্ছাই হল পবিত্র আত্মার সেই নিন্দা যার ক্ষমা হবে না, এযুগেও নয়, সেই যুগেও নয়। কেননা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধৈর্য দ্বারা অনুতাপের দিকে চালিত হয়েও মনে মনে কিংবা কথায় পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে জঘন্য ও নিন্দনীয় বাণী উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি তার হৃদয়ের কাঠিন্য ও অনুতাপের অনিচ্ছার ফলে ঈশ্বরের ক্রোধের ও ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে যখন তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন, সেই চরম দিনে সে নিজের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ জমা করবে। কেননা যে কেউ পাপের ক্ষমা পায়, সে পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হয়, এবং সেই পবিত্র আত্মাকেই মণ্ডলী পায়, যাতে মণ্ডলী যার পাপমোচন করে তার পাপমোচন হয়। এই তো সেই অনুতাপের অনিচ্ছা যার বিরুদ্ধে সেই নবী ও সেই বিচারকর্তা বলে উঠেছিলেন, *মনপরিবর্তন কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।* তেমন অনুতাপের অনিচ্ছাই ক্ষমার পাত্র হতে পারবে না, এ যুগেও নয়, সেই যুগেও নয়, কারণ অনুতাপ এজীবনকালে সেই ক্ষমা অর্জন করে যা ভাবী জীবনে কার্যকারী হবে।

গ বর্ষ - লুক ৭:১১-১৭

একদিন যীশু নাইন নামে এক শহরে গেলেন; তাঁর শিষ্যেরা ও বহু লোক তাঁর সঙ্গে পথ চলছিলেন। তিনি নগরদ্বারের কাছে এসেছেন, এমন সময়ে দেখ, লোকেরা একটা মৃত মানুষকে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল: সে নিজের মায়ের একমাত্র ছেলে, আর তার মা বিধবা; শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। তাকে দেখে যীশু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে বললেন, 'কেঁদো না।' পরে কাছে গিয়ে খাটুলি স্পর্শ করলেন, তখন বাহকেরা থামল। তিনি বললেন, 'তরুণ, তোমাকে বলছি, ওঠ।' আর সেই মৃত মানুষটি উঠে বসল ও কথা বলতে লাগল। আর তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিলেন। সকলে ভয়ে অভিভূত হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'আমাদের মধ্যে এক মহানবীর উদ্ভব হয়েছে; ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন।'

আর সমগ্র যুদেয়ায় ও চারদিকের সারা অঞ্চল জুড়ে তাঁর সম্বন্ধে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল।

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯৮:১-৩**

যারা প্রতিদিন আত্মায় পুনরুত্থান করে, তাদের নিয়ে মাতা মণ্ডলী আনন্দিত

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুর অলৌকিক কাজগুলোর কথা শুনে সকল বিশ্বাসী মানুষ মুগ্ধ হয় বটে, সকলে কিন্তু যে একই ভাবেই মুগ্ধ এমন নয়। এমন কেউ আছে যারা দেহ সংক্রান্ত অলৌকিক

কাজ দেখে মহত্তর অলৌকিক কাজ দেখতে পারে না; আবার অন্য কেউ আছে যারা দেহ সংক্রান্ত অলৌকিক কাজ দেখে আত্মা সংক্রান্ত অলৌকিক কাজেই বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়।

মৃতেরা আজও পুনরুত্থান করে, একথা যেন কোন খ্রীষ্টান সন্দেহ না করে। সুসমাচারের এই বিধবার ছেলে যেভাবে পুনরুত্থান করেছে, মৃতেরা সেভাবে পুনরুত্থান করে, তা দেখবার মত চোখ সকলেরই আছে। কিন্তু হৃদয়ে যাদের পুনরুত্থান হয়েছে, তাদের ছাড়া হৃদয়ে সাধিত পুনরুত্থান দেখবার মত চোখ আর কারও নেই। যে আবার মরবে, তাকে পুনরুত্থিত করার চেয়ে, যে অনন্তকাল জীবিত থাকবে তাকেই পুনরুত্থিত করা মহা অলৌকিক কাজ।

সেই ছেলের পুনরুত্থানে মাতাই আনন্দ পেলেন; যে সকল মানুষ প্রতিদিন আত্মায় পুনরুত্থান করে, তাদের নিয়ে মাতা মণ্ডলীই আনন্দিত। সেই ছেলেটি দেহেই মৃত ছিল, এরা কিন্তু আত্মায় মৃত ছিল। প্রথমজনের বেলায় দৃশ্য মৃত্যুই ছিল শোকের বস্তু; অন্যান্যদের অদৃশ্য মৃত্যুকে নিয়ে কেউই চিন্তা করত না, কেউই সচেতনও ছিল না। যিনি মৃতদের জানতেন, তিনিই তাদের জন্য চিন্তা করলেন: কেবল তিনিই মৃতদের জানতেন, কেননা কেবল তিনিই তাদের পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারতেন। মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে প্রভু যদি না আসতেন, তবে প্রেরিতদূত একথা বলতেন না: *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রীষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন!* তিনি 'ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ' একথা বললে, তুমি নিদ্রার কথাই বোঝ; কিন্তু তিনি *মৃতদের মধ্য থেকে ওঠ* একথা বললে, তখন তুমি মৃত্যুর কথাই উপলব্ধি কর। যারা দৈহিক দিক থেকে মৃত, অনেকবার তাদেরও নিদ্রাগত বলা হয়; আর আসলে, যিনি তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, তাঁর কাছে তারা নিদ্রাগত। কেননা যে মৃত, সে তোমার পক্ষেই মৃত: তুমি যতই তাকে ঝাঁকুনি দাও বা তার লাশে কাঁটা ফোটাও বা তাকে আঘাত কর না কেন, সে জেগে উঠবেই না। কিন্তু তাকে 'ওঠ' বললে যে সঙ্গে সঙ্গে উঠেছিল, খ্রীষ্টের কাছে সে নিদ্রাগতই ছিল। খ্রীষ্ট যত সহজে সমাধি থেকে মৃতদের ডাকেন, কেউই তত সহজে নিদ্রা থেকে নিদ্রাগতদের জাগাতে পারে না।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট চাচ্ছিলেন, তিনি দেহের বেলায় যা সাধন করতেন, তা যেন আধ্যাত্মিক ভাবেও উপলব্ধি করা হয়। তিনি অলৌকিক কাজ এমনিই সাধন করতেন না, এই উদ্দেশ্যেই বরং তা সাধন করতেন, যেন তিনি যা করতেন তা বাহ্যিক দর্শকদের কাছে দৃষ্টিগোচর হতে পারত ও আন্তর উপলব্ধির মানুষ যেন তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারত।

যে পড়তে পারে না, নিখুঁত পুস্তকের অক্ষরগুলো দেখে সে হাতের লেখা ও অক্ষরগুলোর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, তার অর্থ কিন্তু সে বুঝতে পারে না। তাহলে এমন কেউ আছে যে চোখ দ্বারা মুগ্ধ হয় কিন্তু মন দ্বারা উপলব্ধি করে না; অন্য কেউ আছে যে শিল্পকর্মের প্রশংসা করে, তার অর্থও উপলব্ধি করে, কারণ সকলে যা দেখে তা দেখতে পারে শুধু নয়, সে পড়তেও পারে; কিন্তু যে পড়তে শেখেনি, সে তার মত পড়তে পারবে না, উপলব্ধিও করতে পারবে না। তেমনিভাবে যারা খ্রীষ্টের অলৌকিক কাজ দেখেও সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করেনি, তাও উপলব্ধি করেনি যা উপলব্ধি-সম্পন্নদের কাছে অর্থপূর্ণ ছিল: তারা সেগুলো দেখে এমনি মুগ্ধ হল; অন্যরা আশ্চর্য কাজ দেখে মুগ্ধ ছিল, তার অর্থও উপলব্ধি করছিল। খ্রীষ্টের শিক্ষালয়ে আমাদের তেমনি হওয়া উচিত।

১১শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৯:৩৬–১০:৮

সেসময়, বহু লোকের ভিড় দেখে যীশু তাদের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপালেরই মত। তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; তাই ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।'

তাঁর সেই বারোজন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের তিনি অশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়া ও সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করার অধিকার দিলেন।

সেই বারোজন প্রেরিতদূতের নাম এই: প্রথম, সিমোন যাঁকে পিতর বলা হয়, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন; ফিলিপ ও বার্থলমেয়; টমাস ও কর-আদায়কারী মথি; আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও থাদেয়; উগ্রধর্মা সিমোন ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন। এই বারোজনকে যীশু প্রেরণ করলেন, আর তাঁদের এই নির্দেশ দিলেন: 'তোমরা বিজাতীয়দের এলাকায় যেয়ো না, সামারীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না; বরং ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলোর কাছে যাও। পথে যেতে যেতে তোমরা একথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। পীড়িতদের নিরাময় কর, মৃতদের পুনরুত্থিত কর, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষকে শুচীকৃত কর, অপদূত তাড়াও; তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **১৫শ বিভাগ, ৩২**

ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ করুক

খ্রীষ্ট আপন কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, ও কর্মীদের প্রেরণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। তাই তিনি কর্মীদের প্রেরণ করতে যাচ্ছিলেন। *বাস্তবিকই এক্ষেত্রে প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়। আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অপরেই শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।* তাই কি, তিনি ফসলকাটিয়েদের প্রেরণ করলেন কিন্তু বীজবুনিয়েদের প্রেরণ করেননি? আর সেই ফসলকাটিয়েদের তিনি কোথায় প্রেরণ করলেন? সেখানেই তাঁদের প্রেরণ করলেন যেখানে অপরে পরিশ্রম করেছিলেন। যেখানে পরিশ্রম করা হয়েছিল, সেখানে বীজ বোনা হয়েছিল; আর যেখানে বীজ বোনা হয়েছিল, সেখানে ফসল পরিপক্ক হয়ে গেছিল, ফসল কাস্তে ও মাড়াইযন্ত্রের অপেক্ষায় ছিল।

তাই কোথায় সেই ফসলকাটিয়েদের প্রেরণ করতে হবে? সেখানেই যেখানে নবীরা প্রচার করেছিলেন, কেননা তাঁরাই বীজবুনিয়ে: *অপরে শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।* কে কে পরিশ্রম করেছিলেন? স্বয়ং আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোব।

তাঁদের পরিশ্রমের কথা ভেবে দেখ: তাঁদের সমস্ত পরিশ্রমে খ্রীষ্টের একটা ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থিত, সুতরাং তাঁরাই সেই বীজবুনিয়ে। তেমন প্রতিকূল অবস্থায় বীজ বুনতে বুনতে মোশী ও অন্যান্য কুলপতি ও সকল নবী কত কিছুই না সহ্য করলেন! এজন্যই তো এসময়ে যুদেয়ায় ফসল প্রস্তুত ছিল; এমনকি, যখন এত হাজার হাজার লোক নিজ ধনসম্পত্তি বিক্রি করে টাকাটা প্রেরিতদূতদের পায়ে রেখে যীশুর অনুসরণ করছিল, তখন এর মানে হল যে ফসলটা পরিপক্কও ছিল।

এরপর কী ঘটল? সেই এক ফসলের কিছুটা দানা ছড়িয়ে দেওয়া হল, তাতে সমগ্র বিশ্ব বীজ

গ্রহণ করল: এখনও অন্য ফসল গজে উঠছে, যা অন্তিমকালে কাটার কথা। এ ফসল সম্বন্ধে বলা হয়, *যে অশ্রুর মধ্যে বীজ বোনে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফসল সংগ্রহ করবে*, আর এ ফসল কাটতে প্রেরিতদূতদের নয় স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হবে, কারণ তিনি নিজে বললেন, *স্বর্গদূতেরাই ফসলকাটিয়ে।* এ ফসল শ্যামাগাছের মধ্যে গজে উঠছে, ও অন্তিমকালের শোধনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু যে শস্যখেতে শিষ্যেরা প্রেরিত হয়েছিলেন, তার ফসল পরিপক্বই ছিল, কারণ সেখানে নবীরাই পরিশ্রম করেছিলেন। তথাপি, ভ্রাতৃগণ, যা বলা হয়েছে তা লক্ষ কর: *যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়।* নানা সময় নানা কর্মী পরিশ্রম করলেন, কিন্তু সবাই একই আনন্দ ভোগ করবেন, কারণ একসঙ্গেই অনন্ত জীবনের পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৪:২৬-৩৪

> যীশু একদিন সমবেত জনতাকে বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম: ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ বোনে; রাতে বা দিনে, সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে— কীভাবে, তা সে জানে না। মাটি আপনা থেকেই ফল উৎপন্ন করে: আগে অঙ্কুর, পরে শিষ, পরে শিষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। আর ফসল পেকে গেলে সে তখনই কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় এসেছে।'
>
> তিনি আরও বললেন, 'আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? বা কোন্ উপমার মধ্য দিয়েই বা তা বর্ণনা করব? তা একটা সর্ষে-দানার মত: সেই বীজ মাটিতে বোনার সময়ে মাটির সকল বীজের চেয়ে ছোট, কিন্তু একবার বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাকের চেয়ে বড় হয় ও এমন বড় বড় শাখা মেলে যে, আকাশের পাখিরা তার ছায়ায় বাসা বাঁধতে পারে।'
>
> এধরনের বহু উপমা দিয়ে তিনি তাদের শুনবার ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছে বাণী প্রচার করতেন; উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ছাড়া তাদের কিছুই বলতেন না; পরে, যখন একাকী হতেন, তখন নিজ শিষ্যদের কাছে সমস্ত বুঝিয়ে দিতেন।

সাধু যোহন খ্রীসোস্তমেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **উপদেশ ৭**

খ্রীষ্টই সেই বীজ যা অন্ধকার ঘুচিয়ে দিল ও মণ্ডলীকে নবীকৃত করল

স্বর্গরাজ্যের চেয়ে বড় কী আছে, ও সর্ষে বীজের চেয়ে ছোট কী আছে? কেমন করে তিনি সেই সীমাহীন স্বর্গরাজ্যকে এই ক্ষুদ্রতম, এমনকি সহজে মাপা যায় এমন বীজের সঙ্গে তুলনা করতে পেরেছেন? আমরা কিন্তু যদি ভাবি সর্ষে বীজ যে কী, তাহলে উপলব্ধি করতে পারব যে তুলনা নিখুঁত, প্রকৃতি অনুসারেও বটে।

স্বয়ং খ্রীষ্ট ছাড়া স্বর্গরাজ্য কী? নিজের বিষয়ে তিনি বলেন, *ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত।* ঐশস্বরূপ অনুযায়ী সেই খ্রীষ্টের চেয়ে বড় কিছুই নেই, যেমনটি নবী বলেন, *তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না; তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে, তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। এরপর তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।*

কিন্তু যিনি মাংসধারণ-ব্যবস্থা অনুসারে স্বর্গদূতদের ও মানুষদের চেয়ে নিজেকে ছোট করলেন, সেই খ্রীষ্টের চেয়ে ছোট কী আছে? শোন দাউদের বাণী, তিনি বুঝিয়ে দেন কেমন করে খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের চেয়ে নিজেকে ছোট করলেন: *মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, কীইবা*

আদমসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও? অথচ স্বর্গদূতদের চেয়ে তাকে সামান্যই শুধু ছোট করেছ তুমি। খ্রীষ্ট বিষয়ে দাউদের এবাণী ব্যাখ্যা করে পল একথা বলেন, *যাঁকে ঈশ্বর অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করেছেন, আমরা দেখছি যে, সেই যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত।*

কেমন করে তিনি একই সময় স্বর্গরাজ্য ও সর্ষে বীজ হলেন? বড় ও ছোট, এ দুই কী করে সমান হতে পারে? মাটি-মানুষের প্রতি আপন দয়ার মহত্ত্ব গুণে তিনি সকলকে লাভ করার জন্য সবার কাছে সবই হলেন। স্বরূপে তিনি ঈশ্বরই ছিলেন, আর সেইভাবে এখনও আছেন ও সতত থাকবেন, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন। হে বীজ, যাঁর দ্বারা জগৎ অস্তিত্ব পেল, অন্ধকার ঘুচে গেল ও মণ্ডলী নবায়িত হল! ক্রুশে ঝুলানো এ বীজের এমন মহাশক্তি যে, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও একটামাত্র বাণী দ্বারা দস্যুকে ক্রুশ থেকে কেড়ে নিয়ে পরমদেশের আনন্দলোকে নিয়ে গেলেন; এই গম বর্শার আঘাতে বুকে ক্ষত হয়ে অমরত্বে পিপাসিতদের জন্য পানীয় গড়িয়ে দিলেন; উচ্ছিন্ন এই সর্ষে বীজ বাগানে সমাহিত হলে তার শাখা-প্রশাখায় সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ হল। এই গম মাটিতে সমাহিত হয়ে পাতালেই শিকড় নামালেন, ও সেখানে বন্দি যত আত্মাকে নিজের সঙ্গে বের করে নিয়ে তিন দিনের মধ্যে তাদের আবার স্বর্গে ডেকে নিলেন।

স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনল। তোমার আত্মা-খেতে এই সর্ষে-দানা বোন, তবেই নবী তোমাকেও বলবেন, *তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে, এমন উৎসধারার মত হবে, যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।* ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করে বিচার-বিবেচনা করলে, আমরা দেখব যে উপমাটা ত্রাণকর্তার বেলায়ও প্রযোজ্য, কারণ দেখতে তিনি ছোট, এজগতে তাঁর আয়ুষ্কাল ক্ষণিকেরই হল, কিন্তু স্বর্গে তিনি মহান। ঈশ্বরপুত্র হওয়ায় তিনি মানবপুত্র ও ঈশ্বর; তিনি সমস্ত গণনার অতীত: তিনি সনাতন, অদৃশ্যমান, স্বর্গীয়, ও কেবল বিশ্বাসীদের কাছেই খাদ্য। তিনি পদদলিত হলেন, ও যন্ত্রণাভোগের পর দুধের মত সাদা হলেন— সাদাই পুনরুত্থানের প্রতীক। তিনি সমস্ত গাছের মধ্যে সর্বোচ্চ; তিনি পিতার অবিচ্ছেদ্য বাণী: তাঁরই মধ্যে আকাশের পাখি নীড় বাঁধে, যথা নবী, প্রেরিতদূত ও আহূতজন সকল। আপন উষ্ণতায় তিনি আমাদের আত্মার অসুখ নিরাময় করেন; এই বিরাট গাছের নিচে আমরা স্বর্গীয় শিশিরে সিক্ত হয়ে এ জগতের কোলাহল থেকে রক্ষা পাই। তাঁকেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মাটিতে বোনা হল, আর এখন তিনি ফলপ্রসূ: তিন দিন পরে তিনি সমাধি থেকে পুণ্যজনদের পুনরুত্থিত করলেন, ও আপন পুনরুত্থানে সকল নবীর মধ্যে মহত্তম নবী বলে আবির্ভূত হলেন।

তিনি পিতার আত্মা দ্বারা সমস্ত কিছু সুস্থির রাখেন। তিনিই পৃথিবীতে বীজ কিন্তু স্বর্গে ফলশালী গাছ, কারণ নিজের জমিতে তথা এজগতে বোনা বীজ হওয়ার পর তিনি আপন বিশ্বাসীদের স্বর্গীয় পিতার কাছে তুলে নিলেন। হে জীবনের বীজ, পিতা ঈশ্বরই তোমাকে পৃথিবীতে বুনলেন! হে অমরত্বের বীজ, যাদের তুমি পরিপুষ্ট কর, তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত কর!

গ বর্ষ - লুক ৭:৩৬–৮:৩

একদিন ফরিসিদের একজন যীশুকে নিজের বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। যখন তিনি সেই ফরিসির বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজে বসলেন, তখন সেই শহরের এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক হঠাৎ এসে উপস্থিত হল;

সে শুনতে পেয়েছিল যে, তিনি সেই ফরিসির বাড়িতে খেতে বসেছেন, তাই সাদা ফটিকের একটা পাত্রে করে সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিল। তাঁর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল; পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে তা মুছে দিল, ও সেই পা দু'টো চুম্বন করতে করতে সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল।

তা দেখে, যে ফরিসি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি মনে মনে বললেন, 'লোকটা নবী হলে তবে জানতে পারত, তাকে যে স্পর্শ করছে সে কে ও কেমন স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপিষ্ঠা।' তখন যীশু তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সিমোন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।' তিনি বললেন, 'বলুন, গুরু।' 'এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক ঋণী ছিল; তার কাছে একজন ছিল পাঁচশ' রুপোর টাকা ঋণী, আর একজন পঞ্চাশ রুপোর টাকা ঋণী। তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন। আচ্ছা, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে?' সিমোন উত্তর দিলেন, 'আমি মনে করি, তিনি যার বেশি ঋণ মাপ করলেন, সে-ই।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনার বিচার ঠিক।' এবং স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে তিনি সিমোনকে বললেন, 'এই স্ত্রীলোককে দেখছেন? আমি আপনার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, আপনি আমার পা ধোবার জল দিলেন না, কিন্তু এই স্ত্রীলোক চোখের জলে আমার পা ভিজিয়ে দিল ও নিজের চুল দিয়ে তা মুছে দিল। আপনি আমাকে চুম্বন করলেন না, কিন্তু যে সময় থেকে এ ভিতরে এল আমার পা চুম্বন করায় ক্ষান্ত হয়নি। আপনি আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন না, কিন্তু এ আমার পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিল। এজন্য আপনাকে বলছি, এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এ বেশি ভালবাসা দেখিয়েছে। কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।' পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।' যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসে ছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, 'এ কে, যে পাপও ক্ষমা করে?' তিনি কিন্তু সেই স্ত্রীলোককে বললেন, 'তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে: শান্তিতে যাও।'

এরপর তিনি প্রচার করতে করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ ঘোষণা করতে করতে এক শহর থেকে অন্য শহরে ও এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বারোজন ও এমন কয়েকজন স্ত্রীলোক যাঁরা মন্দাত্মা বা রোগ থেকে নিরাময় হয়েছিলেন, যথা, মাগদালেনা নামে পরিচিতা সেই মারীয়া, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূত বেরিয়ে গেছিল; আবার ছিলেন হেরোদের দেওয়ান খুজার স্ত্রী যোহানা, সুজান্না ও আরও অনেকে। তাঁরা নিজ নিজ সম্পত্তি দ্বারা তাঁদের সেবা করতেন।

পাপিষ্ঠা নারী বিষয়ে আম্ফিলখের উপদেশ **৬১**

ঈশ্বর আমাদের কাছে অনুতাপ ছাড়া কিছু দাবি করেন না

ফরিসিদের একজন যীশুকে নিজের বাড়িতে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি সেই ফরিসির বাড়িতে প্রবেশ করে ভোজে বসলেন। আহা, কী অসীম অনুগ্রহ! কী অবর্ণনীয় মঙ্গলভাব! তিনি এমন চিকিৎসক যিনি সব ধরনেরই অসুস্থতা নিরাময় করতে পারেন, যাতে ভাল মন্দ, কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ সকলেরই উপকার করতে পারেন। এজন্য সেই ফরিসি দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেই বাড়িতে প্রবেশ করেন—যে বাড়ি এতক্ষণে ছিল ধর্মহীনদের সম্মেলন-স্থান। কেননা যেখানে একজন ফরিসি ছিল, সেখানে ছিল অনিষ্টের আস্তানা, পাপীদের ঘর, গর্বের বাসা। সেই বাড়ির অবস্থা তেমন হলেও প্রভু সেখানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন না—তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল বটে!

তিনি ফরিসির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, শালীনতা বজায় রেখেই তা গ্রহণ করেন, তাঁর আচরণের জন্য ভর্ৎসনাও উচ্চারণ করেন না, কেননা তিনি সর্বাপেক্ষা নিমন্ত্রিত সকলকে, পরিবার সহ

নিমন্ত্রণকর্তাকে ও ভোজের আনন্দও পবিত্রিত করতে অভিপ্রেত। তাছাড়া তিনি জানতেন, সেই পাপিষ্ঠারই আসার কথা ছিল, যে অনুতাপের গভীর ও উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। তাই তিনি ফরিসির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন যেন সেই নারী শাস্ত্রী ও ফরিসিদের সামনে নিজ পাপরাশি নিন্দা করায় শিক্ষা দিতে পারে, কেমন করে পাপীদের ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে হবে।

আর দেখ, সেই শহরের এক পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তাঁর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদতে কাঁদতে সে চোখের জলে তাঁর পা ভেজাতে লাগল। এসো, আমরা এ স্ত্রীলোকের প্রশংসা করি, কেননা সে সমগ্র বিশ্বের সম্মানের যোগ্যা: সে সেই নির্মল পা দু'টো স্পর্শ করল, ও যোহনের সঙ্গে খ্রীষ্টের দেহের বিশেষ সহভাগিতা পেল। বস্তুতপক্ষে যোহন তাঁর বুকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন—যে বুক থেকে একদিন তাঁর ঐশতত্ত্ব গ্রহণ করার কথা; অন্যদিকে এই নারী সেই পা আলিঙ্গন করল, যে পা দু'টো আমাদের হয়ে হাঁটছিল।

এদিকে খ্রীষ্ট, যিনি পাপের বিচার না করে অনুতাপের প্রশংসা করেন ও অতীতের পাপের দন্ড না দিয়ে ভবিষ্যতের দিকেই তাকান, সেই খ্রীষ্ট নারীর পাপের গণনা না করে নারীকে মর্যাদা দেন, অনুতাপের প্রশংসা করেন, ও চোখের জল গ্রহণ করায় নারীর সঙ্কল্প পুরস্কৃত করেন। অপরদিকে সেই ফরিসি অলৌকিক কাজ দেখে অন্তরে অস্থির হয়ে ওঠে ও হিংসার উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে নারীর অনুতাপ বিশ্বাস করেন না, বরং তাকে অভিযুক্ত করেন কারণ ভোজের সময় সে প্রভুকে এভাবে সম্মান করছিল—তাতে যিনি সম্মানের পাত্র, সেই যীশুকে অজ্ঞ বলে মনে ক'রে তাঁকে অপমানও করেন: *লোকটা নবী হলে তবে জানতে পারত, তাকে যে স্পর্শ করছে সে কে ও কেমন স্ত্রীলোক!*

ফরিসি মনে মনে গজ গজ করছেন, এমন সময় খ্রীষ্ট তাঁকে বললেন, *সিমোন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।* আহা, অবর্ণনীয় অনুগ্রহ! আহা, অসীম মঙ্গলভাব! ঈশ্বর ও মানুষ একসঙ্গে কথা বলছেন; ফরিসির শঠতা জয় করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর কাছে একটা সমস্যা ও মঙ্গলভাবের একটা শিক্ষা উপস্থাপন করেন। *তিনি বললেন, 'বলুন, গুরু।' 'এক মহাজনের কাছে দু'জন লোক ঋণী ছিল।'* ঈশ্বরের জ্ঞান লক্ষ কর: তিনি তো নারীর কথা উত্থাপন করেন না, পাছে উপমা-কাহিনী শেষে ফরিসি বানানো উত্তর দেন। তিনি বলে চলেন, *তার কাছে একজন ছিল পাঁচশ' রুপোর টাকা ঋণী, আর একজন পঞ্চাশ রুপোর টাকা ঋণী; তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন।*

ঋণ শোধ করতে যে অনিচ্ছুক ছিল, এমন নয়, যার কিছু ছিল না, তারই ঋণ তিনি মাপ করলেন; কেননা অভাব একটা কথা, অনিচ্ছা আলাদা কথা। ধর, ঈশ্বর আমাদের কাছে অনুতাপ ছাড়া কিছুই দাবি করেন না, কারণ তাঁর ইচ্ছা, আমরা যেন নিত্যই খুশি থাকি ও প্রায়শ্চিত্তের দিকে দ্রুত পদে এগিয়ে চলি। অনুতাপ করতে যে ইচ্ছুক, তিনি যখন তাকে ক্ষমা করেন, তখন এতে দেখান, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের পাপের গুরুত্বের অনুপাতে নয়: অনিচ্ছার জোরে যে আমরা ঋণ শোধ করতে অক্ষম, এমন নয়, কিন্তু আমাদের সেই ক্ষমতা নেই বিধায়ই আমরা অক্ষম। *তাদের শোধ করার মত সামর্থ্য না থাকায় তিনি দু'জনের ঋণ মাপ করে দিলেন। আচ্ছা, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে? সিমোন উত্তর দিলেন, 'আমি মনে করি, তিনি যার বেশি ঋণ মাপ করলেন, সে-ই।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনার বিচার ঠিক।' এবং স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে*

তিনি সিমোনকে বললেন, এই স্ত্রীলোককে দেখছেন?—পাপিষ্ঠা যে স্ত্রীলোক আপনার দ্বারা পরিত্যক্তা কিন্তু আমার দ্বারা গৃহীতা? *যে সময় থেকে এ ভিতরে এল আমার পা চুম্বন করায় ক্ষান্ত হয়নি। এজন্য আপনাকে বলছি, এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে।* অতিথি রূপে আমাকে বাড়িতে গ্রহণ করে আপনি চুম্বন করে আমাকে সম্মান দেননি, আমার দেহে সুগন্ধি তেল মাখাননি; এ কিন্তু, বহু পাপের ক্ষমা চেয়ে চোখের জল ফেলেই আমাকে সম্মান করল।

উপস্থিত ভ্রাতৃগণ, তোমরা যা শুনেছ, সেই মত আচরণ কর, ও সেই পাপিষ্ঠা নারীর মত চোখের জল ফেল। বাহ্যিক জলে নয়, চোখের জলেই দেহ ধৌত কর; রেশমের কাপড় পরো না, কিন্তু শুচিতার অক্ষয় পোশাক পরিধান কর, যেন বিশ্বপাপহর মেষশাবককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর একই গৌরব লাভ করতে পার—পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই সম্মান, আরাধনা ও গৌরব হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

১২শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১০:২৬-৩৩

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তাই তোমরা তাদের ভয় পেয়ো না, কেননা ঢাকা এমন কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, ও গুপ্ত এমন কিছুই নেই যা জানা যাবে না। আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা আলোতে বল, আর কানে কানে যা শোন, তা ছাদের উপরে প্রচার কর। যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই নরকে বিনাশ করতে পারেন। এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।

তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।'

সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'বাণীর দেহধারণ' **২৯-৩০**

ত্রাণকর্তা থেকে পুনরুত্থান এল, ও খ্রীষ্ট জীবিত:
এমনকি তিনিই জীবন

যখন ক্রুশের জয়ধ্বজা ও খ্রীষ্টবিশ্বাস দ্বারা মৃত্যু ভূপাতিত হয়, তখন অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে স্বয়ং খ্রীষ্ট ছাড়া এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর উপরে গৌরবময় বিজয় লাভ করল ও তাকে শক্তিহীন করে ফেলল। আর যখন মৃত্যু আগে শক্তিশালী হওয়ায় ভয়ের বস্তু ছিল কিন্তু ত্রাণকর্তার আগমনের পরে ও তাঁর দেহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে গেছে, তখন একথা সুস্পষ্ট যে, খ্রীষ্ট ক্রুশে আরোহণ করায়ই মৃত্যু ধ্বংসিত ও পরাভূত হয়েছে। কেননা যেমন রাতের পরে সূর্য আবির্ভূত হলে পৃথিবীর সকল প্রান্ত তার আলোতে আলোকিত হওয়ায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যে সূর্য নিজের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে, তা সেই একই সূর্য যা অন্ধকার দূর করে দিল ও সবকিছু আলোকিত করল, তেমনি যখন দেহে ত্রাণকর্তার পরিত্রাণদায়ী আবির্ভাব ও ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর পরেই মৃত্যু অবজ্ঞার বস্তু হল ও ভূপাতিত হল, তখন একথা স্পষ্ট

যে, তিনিই সেই একই ত্রাণকর্তা যিনি দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মৃত্যু ধ্বংস করলেন ও আপন শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর উপর নতুন নতুন বিজয় দিনে দিনে দেখিয়ে থাকেন।

কেননা যখন দেখা যায়, স্বভাবে দুর্বল মানুষ মৃত্যুর অবক্ষয়ে ভীত না হয়ে মৃত্যুর দিকে দৌড় দেয়, ও পাতালে নামতে ভয় না করে তৎপর অন্তরে পাতাল তুচ্ছই করে ও তার যন্ত্রণার চিন্তায়ও অটল থাকে, কিন্তু এ বর্তমান জীবনের চেয়ে খ্রীষ্টের খাতিরে মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করে; আবার, যখন দেখা যায়, খ্রীষ্টভক্তির খাতিরে নর-নারী ও বালকও মৃত্যুর দিকে স্বচ্ছন্দেই ধাবিত, তখন তত নির্বোধ বা অবিশ্বাসী এমন কেইবা থাকতে পারে, কিংবা মনে তত অন্ধ এমন কেইবা না বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে যে, মানুষ যাঁর সাক্ষ্য বহন করছে, সেই খ্রীষ্টই প্রত্যেককে মৃত্যুর উপর বিজয় দান ও মঞ্জুর করেন, ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও ক্রুশচিহ্ন পরিধান করে, তাদের মধ্যে তিনিই মৃত্যুকে শক্তিহীন করে ফেলেন!

তবে মৃত্যু ধ্বংসিত, ও তার উপরে প্রভুর ক্রুশই জয়ধ্বজা রূপে স্থাপিত—এবিষয় উপরের কথা দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণিত। আবার, একটা মরদেহের অমর পুনরুত্থান যে সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই সত্যকার জীবন খ্রীষ্ট দ্বারাই সাধিত হয়েছে, যাদের মনশ্চক্ষু সুস্থ, তাদের কাছে একথা বাহ্যিক যুক্তির চেয়ে এই সমস্ত ঘটনা দ্বারাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কারণ যখন মৃত্যু ধ্বংসিত হয়েছে—একথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে—ও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সকলেই মৃত্যুকে পদদলিত করতে পারে, তখন অধিক যুক্তিসঙ্গত কথা যে তিনিই প্রথম আপন দেহে মৃত্যু মাড়িয়ে দিলেন ও ধ্বংস করলেন। আর যখন মৃত্যু তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছে, তখন দেহ যে পুনরুত্থান করবে ও মৃত্যুর উপরে জয়ধ্বজারূপে প্রতীয়মান হবে, এছাড়া আর কীবা হতে পারত? প্রভুর দেহ যদি পুনরুত্থান না করত, তাহলে কেমন করে দেখা যেতে পারত যে এবার মৃত্যু ধ্বংসিত?

তবু তাঁর পুনরুত্থান বিষয়ে এই প্রমাণ যদি কার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহলে চোখে যা দেখা যেতে পারে, সে কমপক্ষে তার সাহায্যেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক। কেননা যে কেউ মৃত, সে আর কিছুই করতে পারে না, আর তার স্মৃতি সেইপর্যন্ত মাত্র জীবিত থাকে, যেপর্যন্ত তাকে সমাধিতে নেওয়া হয়; তারপর স্মৃতিও নিঃশেষ হয়। যারা জীবিত, তারাই মাত্র কাজ সাধন করতে পারে ও অন্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই যে কেউ ইচ্ছা করে, সে দেখুক; আর যা দেখেছে সে নিজেই তা বিচার ক'রে তা থেকে সত্য স্বীকার করুক: ত্রাণকর্তা যখন লোকদের মাঝে তত কাজ সাধন করে থাকেন, ও প্রতিদিন সর্বস্থানে তিনি নীরবে গ্রীক ও বর্বরদের বিরাট জনতাকে বিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করে থাকেন, আর সকলে তাঁর ধর্মশিক্ষা মেনে নেয়, তখন ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান যে সত্যিই ঘটেছে ও খ্রীষ্ট যে জীবিত, এমনকি তিনি যে স্বয়ং জীবন, এবিষয় সন্দেহ করার মত আর কেউ কি থাকবে?

খ বর্ষ - মার্ক ৪:৩৫-৪১

একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা ওপারে যাই।'

তখন তাঁরা লোকদের বিদায় দিয়ে, তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই তাঁকে নৌকায় করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন; আরও আরও নৌকাও তাঁর সঙ্গে ছিল। পরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠল, ও ঢেউ নৌকার গায়ে এমনভাবে আছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, নৌকাটা জলে ভরে যাচ্ছিল—অথচ তিনি পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন; তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, 'গুরু, আমরা যে মরতে বসেছি, এতে

আপনার কি কোন চিন্তা নেই?' আর তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বললেন, 'শান্ত হও, স্থির হও;' তাতে বাতাস পড়ল ও মহানিস্তব্ধতা নেমে এল। পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয়নি?' তাঁরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে একে অপরকে বলতে লাগলেন, 'তবে ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রও তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৩:১-৩**

খ্রীষ্টের আদেশে শান্তি ফিরে আসে

ভ্রাতৃগণ, পবিত্র সুসমাচারের যে পাঠ আমরা এইমাত্র শুনেছি, আমি ঈশ্বরের সহায়তায় তোমাদের কাছে সেই বিষয়ে কিছু চেতনা দান করতে ইচ্ছা করি, যাতে এই জগতের ঝড়ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গমালা দেখা দিলে তোমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস নিদ্রিত না থাকে। সেই সর্বশক্তিমান সাগরের মাঝে নৌকায় বসে যখন নিদ্রা গেলেন, তখন মৃত্যু ও নিদ্রা যে খ্রীষ্ট প্রভুরই হাতে, একথা তত নিশ্চিত নাও মনে হতে পারে। তোমরা তাই বিশ্বাস করলে, তবে তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস নিদ্রাগত; কিন্তু তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট জাগ্রত হলে, তবে তোমাদের বিশ্বাস সজাগ। প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্ট যেন বিশ্বাসগুণে তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করেন।* সুতরাং খ্রীষ্টে নিদ্রাও একটা রহস্যের লক্ষণ। যারা সমুদ্রে যাত্রা করছিল, তারা আসলে হল মানবাত্মা, যে মানবাত্মাগুলি যেন একটা নৌকায় বসে এজীবন অতিবাহিত করে। নৌকা আবার মণ্ডলীরই প্রতীক। সকলে ঈশ্বরের মন্দির বটে; কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে সমুদ্র-যাত্রা করছে, আর তখনই তার নৌকাডুবি ঘটে না, সে যখন শুভ বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকে।

একটা অপমানজনক কথা তোমার কানে এল—তা বাতাস; তুমি ক্রুদ্ধ—তা তরঙ্গমালা। বাতাস বইলে ও উত্তাল তরঙ্গ হলে নৌকা বিপদের সম্মুখীন—তোমার হৃদয়ই বিপদের সম্মুখীন ও দূরে ভেসে যাচ্ছে। অপমান শুনে তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও—প্রতিশোধ নেওয়ায় ও পরের দুষ্কর্ম রোধ না করায় তোমার নৌকাডুবি হল। কেন? কারণ তোমার অন্তরে খ্রীষ্ট নিদ্রাগত। তবে কেন তিনি তোমার অন্তরে নিদ্রাগত? এর কারণ, তুমি তাঁর কথা ভুলে গেছ। তাহলে খ্রীষ্টকে জাগিয়ে তোল, খ্রীষ্টের কথা স্মরণে রাখ, তোমার অন্তরে খ্রীষ্ট জাগ্রত হোন; তাঁর কথা ভাব। তুমি কী চাচ্ছিলে? প্রতিশোধ। তোমার বেলায় এসব কিছু ঘটেছে, অথচ তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।*

যিনি চাইলেন না, তাঁর পক্ষ হয়ে কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে, তিনি তোমার অন্তরে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তাঁকে ওঠাও, তাঁর কথা স্মরণ কর। তাঁর স্মরণ হোক তাঁর বাণী; তাঁর স্মরণ হোক তাঁর আদেশ। আর যদি খ্রীষ্ট তোমার অন্তরে জাগ্রত, তাহলে তুমি নিজের কাছে একথা বল: আমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিশোধ দেখতে চাই? আমি কে যে অপরকে হুমকি শোনাই? হয় তো প্রতিশোধ দেখবার আগেই মরব। কিন্তু যখন হাঁপাতে হাঁপাতে, ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে, ও প্রতিশোধের জ্বালায় উত্তেজিত হয়ে আমি এ দেহ ছেড়ে চলে যাব, তখন যিনি প্রতিশোধ দেখতে চাইলেন না, তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না; যিনি বললেন, *দান কর, তোমাদেরও দেওয়া হবে; ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে,* তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন না। সেজন্য আমি ক্রোধ সংযত রাখব ও হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনব; হ্যাঁ, খ্রীষ্ট সমুদ্রকে আদেশ দিলেই বাতাস ও তরঙ্গমালা প্রশমিত হল।

প্রলোভনের সময়ে তোমরা নিয়ম হিসাবে তা গ্রহণ কর, ক্রোধ বিষয়ে আমি যা বলেছি।

প্রলোভন দেখা দিচ্ছে—তা বাতাস; তুমি অস্থির—তা তরঙ্গমালা। খ্রীষ্টকে জাগিয়ে তোল, তিনি তোমার কাছে কথা বলুন, *ইনি কে, বাতাস ও সাগরও যাঁর কথা শোনে?* ইনি কে, সাগর যাঁর কথা শোনে? *সাগরও তাঁরই, তিনিই তা গড়লেন।* তাঁরই দ্বারা সবকিছু হল। তাই তুমিও বাতাস ও সাগরের অনুকরণ কর, তুমিও স্রষ্টার অধীন হও। সাগর খ্রীষ্টের আদেশ শোনে, আর তুমি কি বধির? সাগর তাঁর আদেশ মেনে নেয় ও বাতাস শান্ত হয়; আর তুমি কি স্ফীতই হবে? আমিই বলছি, আমিই করছি, আমিই চিন্তা করছি: এসব কিছু কী? স্ফীত হওয়া ও খ্রীষ্টের বাণীতে শান্ত না হওয়া ছাড়া তা আর কিছুই নয়।

তোমাদের হৃদয় অস্থির হলে তোমরা তরঙ্গমালা দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দিয়ো না। কিন্তু তবুও, যেহেতু আমরা মানুষ, সেজন্য বাতাস যদি আমাদের আত্মার প্রবল কামনা-বাসনা আলোড়িত করে থাকে, তবু আমরা যেন নিরাশ না হই: এসো, খ্রীষ্টকে জাগিয়ে তুলি, যেন শান্তশিষ্ট পরিবেশে যাত্রা করে মাতৃভূমিতে পৌঁছতে পারি।

গ বর্ষ - লুক ৯:১৮-২৪

একদিন যীশু একা এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; তখন তিনি তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'কেউ কেউ বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়, আবার অন্য কেউ বলে: আগেকার নবীদের একজন পুনরুত্থান করেছেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, 'আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।' কিন্তু তিনি দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাঁদের আদেশ করলেন, একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন; তিনি বললেন, 'মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।'

পরে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে-ই তা বাঁচাবে।'

লুক-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৯**

পিতর খ্রীষ্ট বিষয়ে স্পষ্ট বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা করেন

একদিন যীশু একা এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন; তখন তিনি তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন: আমি কে, এ বিষয়ে লোকে কী বলে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যিনি সকলের প্রভু ও ত্রাণকর্তা, তিনি যখন শিষ্যদের সঙ্গে একা প্রার্থনা করতেন, তখন তাঁদের কাছে নিজেকেই পুণ্যজীবনের আদর্শ বলে দেখাতেন। কিন্তু তবুও হয় তো এমন কিছু ছিল, যা শিষ্যদের মন অস্থির করছিল ও তাঁদের অন্তরে ভুলধারণা সৃষ্টি করছিল। কেননা তাঁরা তাঁকেই অন্য সকল মানুষের মত প্রার্থনা করতে দেখছিলেন, যাঁকে আগের দিন ঐশ্বরিক ভাবে অলৌকিক কাজ সাধন করতে দেখেছিলেন। ফলত এ যুক্তিসঙ্গতই ছিল যে তাঁরা মনে মনে ভাববেন: কী অসাধারণ ব্যাপার! আমরা তাঁকে ঈশ্বর না মানুষ গণ্য করব? সেজন্য তেমন চিন্তা-ভাবনার আলোড়ন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ও তাঁদের প্রায়-টলমান বিশ্বাস স্থির করার অভিপ্রায়ে যীশু একটা প্রশ্ন রাখেন—তিনি তো জানতেন, যারা ইহুদী নয়, এমনকি যারা ইস্রায়েলীয়

ছিল তারা সকলেই তাঁর বিষয়ে কী বলছিল। এতে তিনি বেশির ভাগ লোকদের ধারণা থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে তাঁদের অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। *আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?*

এবারও পিতর প্রথম এগিয়ে আসেন—তিনি দলের মুখপাত্র রূপে ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ বাণী উচ্চারণ করে খ্রীষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট ও নিখুঁত বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা করে বলেন: *আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।*

শিষ্যটি পবিত্র সত্যের সতর্ক ও সুবিবেচক ঘোষক; কারণ তিনি তাঁর বিষয়ে সাধারণ পরিচয় দেন না: অর্থাৎ কিনা তিনি বলেন না, 'ঈশ্বরের খ্রীষ্ট,' কিন্তু বলেন 'ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট,' কেননা ঈশ্বরের অভিষিক্তজন বলে অনেকে নানা অর্থে খ্রীষ্ট বলে অভিহিত: কেউ রাজা রূপেই অভিষিক্ত, আবার কেউ নবী রূপে, আবার কেউ আমাদের মত সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে বলে ও পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত হয়েছে বলে খ্রীষ্ট নাম গ্রহণ করেছে। ফলত খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্তজন নামে অনেকেই রয়েছে, কিন্তু এ নাম এমন যা একটা বিশেষ ভূমিকা নির্দেশ করে, অপরদিকে পিতা ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট একজনমাত্র।

শিষ্যটি বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা করলে পর *তিনি দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাঁদের আদেশ করলেন, একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন*; এরপর বলে চললেন, *মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।* কিন্তু কেনই বা এ উচিত ছিল না যে, শিষ্যেরা তাঁর কথা সর্বত্র প্রচার করবেন?

যাঁরা বাণীপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এ কি তাঁদের প্রকৃত ভূমিকা ছিল না? কিন্তু যেহেতু শাস্ত্র এও বলে যে, *উপযুক্ত সময়ে সবকিছু শ্রেয় বলে গণ্য হবে*, সেজন্য এ উচিত ছিল যে, তাঁরা তাঁর কথা তখনই প্রচার করবেন যখন যে সমস্ত ঘটনা তখনও পূর্ণতা পায়নি তা পূর্ণতা পাবে, যথা: যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশারোপণ, ক্রুশমৃত্যু, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান; এই মহান ও গৌরবময় আশ্চর্য কাজই বিশেষভাবে প্রমাণ করবে যে সেই ইম্মানুয়েল স্বয়ং প্রকৃত ঈশ্বর, ও পিতা ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র। কেননা মৃত্যু ও অবক্ষয় ধ্বংস করা, শয়তানের কর্তৃত্ব পরাভূত করে পাতাল লুট করা, জগতের পাপ হরণ করা, ও স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত করে মানুষের জন্য পরমদেশের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া—এই সমস্ত বিষয়ই প্রমাণ করে, সেই ইম্মানুয়েল প্রকৃত ঈশ্বর। এজন্যই তিনি আদেশ করেন, রহস্যটা কিছু দিনের মত নীরবতায় পূজিত হোক, অর্থাৎ ততদিন ধরে যতদিন না ঐশব্যবস্থার গোটা বিন্যাস সিদ্ধি লাভ করে। এজন্য মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলে পর তিনি আদেশ করলেন, রহস্যটা সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রকাশিত হোক, যাতে সকলে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তা ও দীক্ষাস্নান গুণে পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে। বস্তুত তিনি বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।*

সুতরাং খ্রীষ্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বাস করেন। তাঁর দ্বারা ও তাঁর সঙ্গে প্রশংসা ও পরাক্রম পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে

আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

১৩শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১০:৩৭-৪২

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়। যে কেউ নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে।

তোমাদের যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন। নবীকে নবী বলে যে গ্রহণ করে, সে নবীরই যোগ্য মজুরি পাবে; আর ধার্মিককে ধার্মিক বলে যে গ্রহণ করে, সে ধার্মিকেরই যোগ্য মজুরি পাবে। যে কেউ এই ক্ষুদ্রজনদের মধ্যে কোন একজনকে শিষ্য বলে কেবল এক ঘটি ঠাণ্ডা জলও খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯৬:১-৪**

যদি খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে চাও, ক্রুশের দিকে তাকাও: ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না

প্রভুর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী মনে হয়: যে তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাকে আত্মত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যিনি আদেশ পালন করতে সাহায্য করেন, তাঁর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী হতে পারে না; আর তিনি যা বলেছেন, তা সত্য: *আমার জোয়াল সুবহ ও আমার বোঝা লঘুভার।* কেননা আজ্ঞাগুলিতে যা কিছু ভারী, ভালবাসা তা লঘুভার করে তোলে। আমরা তো জানি ভালবাসা যে কী সাধন করতে পারে! বারবার ভালবাসা নিন্দনীয় ও অবাধ্য; ভালবাসার বস্তু পাবার জন্য মানুষ কঠিন কতই না কিছু বহন করেছে, অযোগ্য ও অসহনীয় কতই না কিছু সহ্য করেছে! আর যেহেতু ভালবাসা যেরূপ মানুষও সেরূপ, সেজন্য বাহ্যিক জীবনাবস্থা নিয়ে তত চিন্তিত হতে নেই, বরং যা ভালবাসার যোগ্য তা বাছাই করায়ই সতর্ক হতে হয়। তাহলে খ্রীষ্টকে যে ভালবাসে ও তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাঁকে ভালবেসে যে আত্মত্যাগ করতে হয়, একথা কেনই বা তোমার আশ্চর্য লাগে? বস্তুতপক্ষে নিজেকে ভালবেসে মানুষ যখন নিজেকে হারায়, তখন আত্মত্যাগ ক'রে সে আবার নিজেকে খুঁজে পায়।

যাঁর মধ্যে পূর্ণ আনন্দ, পরম শান্তি ও সনাতন রক্ষা রয়েছে, কেইবা বা সেই খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে অস্বীকার করবে? সেই আনন্দ, শান্তি ও রক্ষা পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করা ভালই বটে, কিন্তু পথের কথাই বিবেচনা করা দরকার। প্রভু যীশু যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পরেই এ সমস্ত কথা বলেছেন, এমন নয়; তিনি তখনও যন্ত্রণাভোগ করেননি, বরং ক্রুশ, অসম্মান, অপমান, কশাঘাত, কাঁটার মুকুট, ঘা, দুর্নাম ও মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। পথটা খুবই কঠোর— তার সামনে তুমি তো অলস হয়ে পড়, প্রভুর অনুসরণ করতে অসম্মতি দেখাও।

তাঁর অনুসরণ কর! মানুষ যে পথ তৈরি করেছে, তা অগম্য; কিন্তু খ্রীষ্ট ধাপে ধাপে কষ্টের

সঙ্গে সেই পথ চলে তা সহজগম্য করেছেন।

গৌরবের দিকে ছুটতে কে অস্বীকার করবে? মহিমা তো সকলেরই পছন্দ বটে, অথচ বিনম্রতাই তার প্রথম ধাপ। তুমি কেন তোমার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে পা উঁচু করছ? উপরে না গিয়ে তুমি বরং কি নিচে পড়ে যেতে চাও? প্রথম ধাপ থেকে শুরু কর—আগে থেকে তুমি উচ্চতর স্থানে উঠেছ! যাঁরা বলছিলেন, *এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি,* সেই দু'জন শিষ্য বিনম্রতার এই ধাপ পার হতে অসম্মত ছিলেন; উচ্চ আসনের অন্বেষণ করতে করতে তাঁরা ধাপটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। প্রভু কিন্তু তাঁদের কাছে এ ধাপ দেখালেন: তিনি কী উত্তর দিলেন? *আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?* তোমরা যারা মর্যাদার শীর্ষস্থান অন্বেষণ করছ, তোমরা কি বিনম্রতার পাত্রে পান করতে পার? এজন্য তিনি *নিজেকে অস্বীকার ক'রে সে আমার অনুসরণ করুক* শুধু নয়, কিন্তু *নিজ ক্রুশ তুলে নিয়েই সে আমার অনুসরণ করুক* বলেছেন।

নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া, এর অর্থ কী? সে সেই সবকিছু সহ্য করুক যা বিরক্তিকর—এভাবেই সে আমার অনুসরণ করবে! আমার আদর্শ ও আজ্ঞাগুলি পালন করতে করতে সে যখন আমার অনুসরণ করতে শুরু করবে, তখন সে দেখবে, বহু মানুষ—এমনকি খ্রীষ্টের অনুগামীদের মধ্যেও বহু মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাকে বাধা দেয়, তার মন পাল্টাতে চেষ্টা করে। যারা অন্ধদের চিৎকার করতে বারণ দিত, তারা তো খ্রীষ্টের সঙ্গেই পথ চলত! সুতরাং, তুমি যদি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে হুমকি কি তোষামোদ কি যত বাধা ক্রুশ বলে বিবেচনা কর: ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না। সাক্ষ্যমরেরা প্রভুর এ বাণী দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমরা যদি নির্যাতিত, তাহলে খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরে কি সবকিছু তুচ্ছ করতে হবে না?

খ বর্ষ - মার্ক ৫:২১-৪৩

যীশুর চারপাশে বহু লোকের ভিড় জমতে লাগল; আর তিনি সমুদ্রতীরে থাকলেন। তখন যাইরুস নামে সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বহু মিনতি করে বললেন, 'আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়, আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন, যেন সে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।' তিনি তাঁর সঙ্গে চললেন; বহু লোকও তাঁর পিছু পিছু চলল ও তাঁর চারপাশে ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হল।

তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল যে অনেক চিকিৎসকের বহু যন্ত্রণাময় চিকিৎসার অধীন হয়েছিল, এবং তার সর্বস্ব ব্যয় করেও তার কোন উপকার হয়নি, বরং আরও অধিক পীড়িত হয়েছিল। সে যীশুর কথা শুনে ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর পিছন থেকে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল; কারণ সে ভাবছিল, 'তাঁর পোশাক-মাত্র স্পর্শ করলেই আমি পরিত্রাণ পাব।' আর তখনই তার রক্তস্রাব শুকিয়ে গেল, আর সে যে ওই রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে, তা নিজের শরীরে টের পেল। যীশু তখনই অন্তরে জানতে পারলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটা শক্তি বেরিয়ে গেছে, তাই ভিড়ের মধ্যে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কে আমার পোশাক স্পর্শ করল?' তাঁর শিষ্যেরা বললেন, 'আপনি তো দেখছেন, আপনার চারপাশে লোকদের কী চাপ, তবু বলছেন, কে আমাকে স্পর্শ করল?' কিন্তু তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন, কেইবা তেমনটি করল। পরে সেই স্ত্রীলোক তার কী ঘটেছে বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ল ও সমস্ত সত্য বলে ফেলল। তিনি তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাক।'

তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময় সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, 'আপনার মেয়েটি মারা গেছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছেন?' কিন্তু যীশু সেকথা শুনতে পেয়ে সমাজগৃহের অধ্যক্ষকে বললেন, 'ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন।' এবং পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে ছাড়া তিনি আর কাউকেই নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন না; তাই তাঁরা সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়িতে এলে তিনি দেখলেন, কোলাহল হচ্ছে ও লোকেরা কাঁদছে ও হাহাকার করছে। ভিতরে গিয়ে তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এত কোলাহল ও কান্নাকাটি করছ কেন? মেয়েটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' কিন্তু তারা তাঁকে উপহাস করল; তাই তিনি সকলকে বের করে দিয়ে মেয়েটির পিতামাতাকে ও নিজের সঙ্গীদের নিয়ে, মেয়েটি যেখানে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করলেন; এবং মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, 'তালিথা কুম্, যার অর্থ দাঁড়ায়: খুকি, তোমাকে বলছি, উঠে দাঁড়াও।' মেয়েটি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল—তার বয়স বারো বছর ছিল। তারা তখনই গভীর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল; আর তিনি তাদের কড়া আদেশ দিলেন, কেউই যেন ঘটনাটা জানতে না পারে, আর মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন।

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু সত্যিই নিদ্রা স্বরূপ

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, সুসমাচারের সমস্ত বর্ণনা বর্তমান ও ভাবী জীবনের যত মহাদান অর্পণ করে। কিন্তু আজকের পাঠ আশা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিবেদন করে ও নিরাশার যে কোন কারণ বাতিল করে দেয়। আমরা কিন্তু এখন সেই সমাজগৃহের অধ্যক্ষের কথা বলব যিনি খ্রীষ্টকে নিজ মেয়েটির কাছে নিয়ে যাওয়ায় একটি নারীকে খ্রীষ্টের কাছে যেতে সুযোগ দেন। আজকের পাঠ এভাবে শুরু হয়: *সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বহু মিনতি করে বললেন, আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়, আপনি এসে তার উপর হাত রাখুন, যেন সে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।* ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানা থাকায় খ্রীষ্ট জানতেন, সেই নারী তাঁর কাছে আসবে; আর সেই নারী থেকেই অধ্যক্ষটি শিখবেন, ঈশ্বরের পক্ষে এস্থান থেকে ওস্থানে যাওয়া, বা পথ ধরে চালিত হওয়া, কিংবা শারীরিক ভাবে উপস্থিত হওয়া দরকার নেই; বরং বিশ্বাস করতে হয়, তিনি সর্বস্থানে, সম্পূর্ণরূপে, সর্বকালে সমস্ত জায়গায় বিদ্যমান ও নিজ ইচ্ছা-বলে বিনা কষ্টেই সবকিছু সাধন করতে সক্ষম: তিনি শক্তি অপসারণ করেন না, বরং শক্তি দান করেন; হাত দিয়ে নয়, আজ্ঞা দিয়েই মৃত্যু থেকে বাঁচান; ঔষধ দ্বারা নয়, আদেশ দ্বারাই জীবন ফিরিয়ে দেন।

আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়: আসুন। তার মানে, মেয়েটির মধ্যে এখনও জীবন-তাপ রয়েছে, এখনও কিছুটা শ্বাস নিচ্ছে, প্রাণ এখনও বের হয়নি, অধ্যক্ষের মেয়েটি এখনও আছে, মৃত্যুরাজ্য এখনও বালিকাটিকে দেখেনি; সুতরাং আপনি শীঘ্রই আসুন, যাতে তার প্রাণটাকে দেহের মধ্যে রাখতে পারেন। সেই অধ্যক্ষ সত্যি নির্বোধ, তিনি তো মনে করছিলেন, কেবল হাত দিয়ে মেয়েটিকে স্পর্শ করলেই খ্রীষ্ট তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন। এজন্য বাড়িতে এসে খ্রীষ্ট যখন দেখলেন, সকলের কাছে বালিকাটি কেমন যেন ত্রাণের অতীত, তখন অবিশ্বাসী আত্মাদের বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন, বালিকাটি মরেনি, কেবল ঘুমচ্ছে: তিনি তাই বললেন, তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে ঘুম থেকে ওঠার চেয়ে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করা সহজ। তিনি বললেন, *মেয়েটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।*

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু সত্যিই নিদ্রা স্বরূপ, কেননা একজনের দ্বারা যত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আর একজন মানুষের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তার চেয়ে তিনি অধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন; নিদ্রামগ্ন মানুষকে সতেজ করতে গিয়ে যত সময় লাগে, তার চেয়ে শীঘ্রই ঈশ্বর মরদেহের ঠাণ্ডা অঙ্গের মধ্যে জীবনদায়ী উত্তাপ সঞ্চার করতে পারেন। প্রেরিতদূতের কথা শোন: *এক নিমেষে, চোখের পলকেই মৃতেরা পুনরুত্থান করবে।*

পুনরুত্থান যে অতি শীঘ্রই ঘটবে, এ ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না পেয়ে প্রেরিতদূত উদাহরণের উপর নির্ভর করলেন; ঐশশক্তি যখন পুনরুত্থানের আগেও উপস্থিত, তখন তিনি কেমন করেই বা পুনরুত্থানের আকস্মিকতা বর্ণনা করতে পারতেন? আর যখন সনাতন মঙ্গলদানগুলিকে কালের কোন সীমা না রেখেই দেওয়া হয়, তখন কি করেই বা কালের কথা উল্লেখ করা যাবে? কাল যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি শাশ্বতকাল কালের সীমায় আবদ্ধ নয়।

গ বর্ষ - লুক ৯:৫১-৬২

যখন যীশুকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়ার দিনগুলি পূর্ণ হয়ে আসছিল, তখন তিনি যেরুসালেমের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়মুখ হলেন। তাঁর আগে আগে তিনি কয়েকজন দূতকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা রওনা হলেন, ও তাঁর জন্য সব ব্যবস্থা করার জন্য সামারীয়দের একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নিতে রাজি ছিল না, কারণ তাঁর গন্তব্যস্থান ছিল যেরুসালেম। তা দেখে তাঁর শিষ্য যাকোব ও যোহন বললেন, 'প্রভু, আপনি কি চান, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি যেন আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ছাই করে ফেলে?' কিন্তু তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন, আর তাঁরা অন্য গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন।

তাঁরা তাঁদের সেই পথে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় একজন লোক তাঁকে বলল, 'আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।' যীশু তাঁকে বললেন, 'শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।'

অন্য একজনকে তিনি বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু সে বলল, 'প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।' তিনি তাকে বললেন, 'মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর।' আর একজন বলল, 'প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু অনুমতি দিন, আমি আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।' যীশু তাকে বললেন, 'যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।'

সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **নভেম্বরের ১ম রবিবার, উপদেশ**

এসো, আমরা পুণ্য জীবনের সঙ্কল্পেই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে তাঁর অনুসরণ করি

ঈশ্বর বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্য দিয়ে শুধু কথা বলেননি, কিন্তু তাঁদের দ্বারা দৃষ্টও হলেন। দাউদ তাঁকে স্বর্গদূতদের চেয়ে ছোটই দেখলেন; যেরেমিয়াও তাঁকে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন; ইসাইয়া বললেন, তিনি তাঁকে একবার উচ্চতম সিংহাসনেই দেখলেন, অন্য সময় স্বর্গদূতদের ও মানুষদের মধ্যে শুধু নয়, কুষ্ঠরোগীর মতই তাঁকে দেখলেন, অর্থাৎ কিনা তাঁকে মাংসধারী শুধু নয়, ঠিক যেন পাপ-মাংসেই পরিবৃত বলে দেখলেন।

তাই সর্বোন্নত যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করলে তুমিও প্রথমে তাঁকে বিনম্র অবস্থায় দেখতে চেষ্টা কর। সিংহাসনে সমাসীন রাজাকে দেখতে বাসনা করলে, আগে প্রান্তরে উত্তোলিত সেই সাপের

দিকে তাকাও: বিনম্রতার দৃশ্য তোমাকে নমিত করুক, যেন তোমার বিনম্রতার খাতিরে ঐশগৌরবের দৃশ্য তোমাকে উন্নীত করে; বিনম্রতার দৃশ্য তোমার গর্ব নমিত করে নিরাময় করুক, যেন ঐশগৌরবের দৃশ্য তোমার বাসনা পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করে।

তুমি কি তাঁকে আঘাতগ্রস্ত দেখ? তাহলে তেমন দৃশ্য যেন অর্থশূন্য না হয়, যাতে ঐশগৌরবের দৃশ্য তোমার পক্ষে অর্থহীন না হয়।

তুমি তখন তাঁর সদৃশ হবে যখন তাঁকে দেখতে পাবে তিনি যেভাবে আছেন; তাই তোমার খাতিরে তিনি যে কতই না নমিত হলেন, তা মনশ্চক্ষুতে দেখে তুমি ইতিমধ্যেও তাঁর সদৃশ হও।

বিনম্রতায় তুমি যদি তাঁর একপ্রকার সদৃশ হতে অস্বীকার না কর, তাহলে নিশ্চিত হও, গৌরবেও তুমি তাঁর সদৃশ হবে। যন্ত্রণায় যে তাঁর সঙ্গী হয়েছে, সে যে তাঁর গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে, তা তিনি হতে দেবেন না। এক কথায়, তাঁর যন্ত্রণাভোগের যে সহভাগী, তাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, বরং নিজের রাজ্যে তাকে গ্রহণ করেন—যেভাবে সেই দস্যু ক্রুশে অনুতাপ করেই একই দিনে স্বর্গে তাঁর সঙ্গী হল।

এজন্যই তিনি শিষ্যদের বললেন, *আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে তোমরাই তো বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ; আমি তোমাদের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করছি।* সুতরাং ভ্রাতৃগণ, যেহেতু তাঁর সঙ্গে কষ্টভোগ করলে আমরা তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব, সেজন্য আমাদের বর্তমান ধ্যানের বিষয় হোক সেই খ্রীষ্ট—এমনকি ক্রুশবিদ্ধই খ্রীষ্ট। এসো, আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয় ও বাহুর সীলমোহর বলে পরিধান করি; এসো, পারস্পরিক ভালবাসার আলিঙ্গনে তাঁকে আলিঙ্গন করি; পুণ্য জীবনের সঙ্কল্পে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে তাঁর অনুসরণ করি। আমাদের এই যাত্রাপথ যা তাঁরই নিজেরও যাত্রাপথ যিনি ঈশ্বরের পরিত্রাণ স্বরূপ, তা সৌন্দর্য ও প্রভা বিহীন যাত্রাপথ নয়, বরং এতই উজ্জ্বল যে তার মহিমায় সমগ্র বিশ্বজগৎকে পরিপূর্ণ করে।

১৪শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১১:২৫-৩০

> একদিন যীশু বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।
>
> তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।'

নূতন নিয়মের কতিপয় পদে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:৫**

এসো, প্রভুর অনুকরণ করি

এসো, শত্রুদের ভালবেসেই প্রভুর অনুকরণ করি: ক্রুশে ঝুলে তিনি যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছে তাদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করেন। হয় তো তুমি বলবে, তবে আমি কেমন করে প্রভুর মত

হব? ইচ্ছা করলে পারবেই: তাঁর অনুকরণ সম্ভব না হলে, তবে তিনি কেনই বা বললেন, *তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়?* তুমি তাঁর সদৃশ হতে না পারলে, তবে কেনই বা পল বললেন, *তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রীষ্টের?*

যাই হোক, প্রভুর অনুকরণ করতে না চাইলে, কমপক্ষে তাঁর সেবক স্তেফানের আদর্শ অনুসরণ কর, কেননা তিনি সত্যিই তাঁর অনুকরণ করলেন। আপন ক্রুশবিদ্ধকারীদের মধ্যে থাকাকালে খ্রীষ্ট যেমন পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তেমনি যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল, যারা তাঁকে অপমান করছিল, তাদের মধ্যে থাকাকালে তিনি পাথরের আঘাত খেতে খেতে আপন অসহনীয় যন্ত্রণা উৎসর্গ করে বলছিলেন, *প্রভু, এ পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না।*

তুমি কি চাও, আমি ঈশ্বরের আর একটি সেবকের আদর্শ দেখাব যিনি আরও গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন? তিনি সেই পল যিনি বললেন, *ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছি।* আর একথার পরে তিনি কী বলছিলেন? *আহা, নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—জন্মসূত্রে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন অভিশপ্ত হয়ে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই!* তুমি কি চাও, আমি নূতন নিয়ম থেকে নয়, পুরাতন নিয়ম থেকেও কোন দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাব? কেননা এই তো আশ্চর্যের বিষয় যে, শত্রুদের ভালবাসার আদেশ যাদের কাছে তখনও দেওয়া হয়নি, এমনকি অমঙ্গলের বদলে অমঙ্গল, অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত তেমন আদেশ যাদের দেওয়া হয়েছিল, তারা প্রেরিতদূতদের যোগ্য আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছতে পেরেছে।

ইহুদীরা যাঁকে বারবার পাথর ছুড়ে মেরেছিল ও অবজ্ঞা করেছিল, সেই মোশীর কথা শোন: *আহা, তুমি যদি ওদের পাপ ক্ষমা করতে! অন্যথা, তোমার পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও।*

তুমি কি দেখতে পার না, কেমন করে ধার্মিক মানুষ নিজের পরিত্রাণের চেয়ে পরেরই পরিত্রাণ ইচ্ছা করেন? তুমি নিরপরাধী হলে তবে কেনই বা তাদের দণ্ডের সহভাগী হতে চাও? তাঁর উত্তর, কারণ অন্যরা কষ্টভোগ করলে আমি আমার আনন্দের কথা চিন্তাই করি না।

যখন প্রভু ও তাঁর প্রাক্তন ও নব সন্ধির সকল সেবকও শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করতে আবেদন জানান, তখন আমরা যারা তাদের অভিশাপ দিই কেমন করে ক্ষমা পেতে পারব? ভাইবোনেরা, আমার অনুরোধ, আমরা যেন তেমন ব্যবহার না করি। অন্যথা, তাঁদের দৃষ্টান্ত যত মহান ও অগণিত, আমরা তাঁদের অনুকরণ না করলে আমাদের দণ্ড তত গুরুতর হবেই। বন্ধুদের চেয়ে শত্রুদের জন্যই প্রার্থনা করা শ্রেয়, কেননা এতে মহত্তর পুরস্কার সঞ্চিত। তিনি নিজে বলেছেন, *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না?*

অতএব, কেবল বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলে আমরা বিধর্মীদের ও কর-আদায়কারীদের চেয়ে ভাল নই। কিন্তু মানুষের পক্ষে শত্রুদের যতদূর সম্ভব ভালবাসলে তবে আমরা ঈশ্বরের সদৃশ হব *যিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।* তবে এসো, পিতারই সদৃশ হই, কারণ প্রভু বলেছেন, *এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই,* যেন আমাদের প্রভু

ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে স্বর্গরাজ্য লাভ করতে পার, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৬:১-৬

যীশু নিজের দেশে এলেন ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। সাব্বাৎ দিন এলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন, আর অনেকে তাঁর কথা শুনে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বলছিল, 'এসব কিছু কোথা থেকেই বা এর কাছে আসে? এই যে প্রজ্ঞা একে দেওয়া হয়েছে ও এর হাত দিয়ে এই যে পরাক্রম-কর্মগুলো সাধিত হয়ে থাকে, এই সব আবার কী? এ কি সেই ছুতোর নয় যে মারীয়ার ছেলে, যাকোব, যোসেস, যুদা ও সিমোনের ভাই? এর বোনেরাও কি আমাদের এখানে নেই?' এতে তিনি তাদের স্খলনের কারণ ছিলেন। যীশু তাদের বললেন, 'নবী কেবল নিজের দেশে, নিজের আপনজন ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত!' আর তিনি সেখানে কোন পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে পারলেন না, কেবল কয়েকজন পীড়িত লোকের উপরে হাত রেখে তাদের নিরাময় করলেন। তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি আশ্চর্য হলেন। তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতেন।

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৩১শ বিভাগ ৩-৪**

স্বয়ং পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন

ভাইবোনেরা, প্রভুর বাণী শোন; শোন কেমন করে তিনি আপন বাণী সপ্রমাণ করলেন ও তারা কী উত্তর দিল: *এ যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি; আর খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন, তখন কেউ জানতে পারবে না, তিনি কোথা থেকে আসেন। তাই যীশু মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে জোর গলায় বলে উঠলেন, তোমরা আমাকে জান বটে, আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি, তাও জান। কিন্তু আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না।* এর অর্থ হল, তোমরা আমাকে জান, আবার আমাকে জান না। আমি যে কোথা থেকে আসি তা তোমরা জান, আবার জান না। আমি যে কোথা থেকে আসি, তা তোমরা জান: আমি তো নাজারেথের যীশু, আর তোমরা আমার পিতামাতাকেও জান। এতে কেবল কুমারীর প্রসবের বিষয়টাই গুপ্ত ছিল, তথাপি বিষয়টির সাক্ষী ছিলেন তাঁর স্বামীই: স্বামী হিসাবে যিনি যত্ন নিয়েছিলেন, তিনিই মাত্র সে কথা বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করতে পারতেন। সুতরাং, কুমারীর প্রসবের কথা ছাড়া তারা মানব-যীশু সম্বন্ধে সবই জানত: তাঁর চেহারা জানা ছিল, তাঁর দেশ জানা ছিল, তাঁর বংশ জানা ছিল, তাঁর জন্মস্থান জানা ছিল। এজন্য তিনি নিজের মানবস্বরূপ ও চেহারা অনুসারে সঠিক ভাবেই বলেছিলেন, *তোমরা আমাকে জান বটে আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি তাও জান:* কিন্তু ঐশস্বরূপ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, *আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না;* কিন্তু তোমরা যেন তাঁকে জানতে পার, তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে বিশ্বাস কর, তবেই তাঁকে জানতে পারবে। কেননা *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন; পিতাকে কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।*

পরিশেষে তিনি বলেছিলেন, *সত্যকার যিনি, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন; তাঁকেই তোমরা জান না;* আর তারা যা জানত না, কার্ কাছ থেকে যে তা জানতে পারবে, এ উদ্দেশ্যে তিনি বললেন,

আমি তাঁকে জানি; সুতরাং তাঁকে জানবার জন্য আমার কাছেই জিজ্ঞাসা কর। কেন আমি তাঁকে জানি? *কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে আগত, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।* ভাল করে লক্ষ কর, তিনি কেমন করে উভয়েরই কথা উল্লেখ করেন: তিনি বললেন, *আমি তাঁরই কাছ থেকে আগত,* কারণ আমি পিতা থেকে আগত পুত্র, আর পুত্রের যা কিছু আছে, তা তাঁরই, তিনি যাঁর পুত্র; এজন্য আমরা প্রভু যীশুকে ঈশ্বর থেকে আগত ঈশ্বর বলি, কিন্তু পিতার বেলায় ঈশ্বর থেকে আগত ঈশ্বর বলি না, কেবল ঈশ্বরই বলি। প্রভু যীশুকে আমরা আলো থেকে আগত আলোও বলি, কিন্তু পিতার বেলায় আলো থেকে আগত আলো বলি না, কেবল আলোই বলি। এজন্যই তিনি বললেন, *আমি তাঁর কাছ থেকে আগত।* আর তোমরা এই যে দেহে আমাকে দেখতে পাও, সেই দেহে *তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।* তিনি যখন বলেন, *তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন,* তখন তুমি মনে করো না, তাঁদের স্বরূপ ভিন্ন; বরং জনকেশ্বরের অধিকার উপলব্ধি কর।

গ বর্ষ - লুক ১০:১-১২,১৭-২০

সেসময়ে প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, ও নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে তাদের প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। রওনা হও: কিন্তু দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেয়ো না। তোমরা যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সামনে যা রাখা হবে, তা-ই খাও; এবং সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কর, ও তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। কিন্তু যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, তবে বেরিয়ে গিয়ে সেই শহরের পথে পথে গিয়ে একথা বল, তোমাদের শহরের যে ধুলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে দিই। তবু একথা জেনে রাখ, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।'

পরে সেই বাহাত্তরজন সানন্দে ফিরে এসে বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম। দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছি। কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না; তবু আত্মাগুলো যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০১:১,২,৩,১১**

খ্রীষ্ট সুসমাচারের কাস্তে হাতে করে শস্যকাটিয়ে প্রেরণ করলেন

সুসমাচারের যে পাঠ আমরা এইমাত্র শুনেছি, তা আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন আবিষ্কার করতে পারি কোন্ শস্যখেতের কথা প্রভু ইঙ্গিত করেন যখন বলেন, *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।* সেই সময়ই তিনি তাঁর সেই বারো জন শিষ্যের সঙ্গে—যাঁদের প্রেরিতদূত নাম দিয়েছিলেন—আরও বাহাত্তর

জনকে যোগ করে দিয়ে সকলকেই তৈরী শস্যখেতে প্রেরণ করলেন—এ তাঁর নিজের কথা। তবে সেই শস্যখেত কোনটাই বা ছিল? যাদের মধ্যে কোন বীজ তখনও বোনা হয়নি, সেই বিধর্মীদের মধ্যেই যে তিনি তাঁদের প্রেরণ করেননি তা বলা বাহুল্য। তাই সহজে বোঝা যায়, শস্যখেত ছিল ইহুদী জাতি। সেই শস্যখেতেই শস্যের প্রভু এসেছিলেন, সেই শস্যখেতেই তিনি শস্যকাটিয়ে প্রেরণ করলেন; অপরদিকে বিধর্মীদের মধ্যে তিনি শস্যকাটিয়ে নয়, বীজবুনিয়েদেরই প্রেরণ করলেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারি, ইহুদী জাতির মধ্যে শস্যগ্রহণ, আর বিধর্মীদের মধ্যে বীজবপন ঘটল। সেই শস্যখেত তৈরী হলেই তা থেকে প্রেরিতদূতদের মনোনয়ন করা হল—বাস্তবিকই নবীরাই সেই খেতে বীজ বুনেছিলেন। আহা, ঈশ্বরের চাষ দর্শন করা, তাঁর মঙ্গলদানগুলি উপভোগ করা, ও যাঁরা তাঁর খেতে কাজ করেন তাঁদের দ্বারা সান্ত্বনা পাওয়া কতই না সুন্দর!

তাই তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার সঙ্গে ঈশ্বরের চাষ দর্শন কর, আর সেটার মধ্যে সেই দু'টো শস্যখেত দর্শন কর: একটা অতীতকালের, আর একটা ভাবীকালের শস্যখেত—ইহুদী জাতির বেলায় অতীতকালের শস্যখেত, আর বিধর্মীদের বেলায় ভাবী শস্যখেত। এসো, এর প্রমাণ দিই: প্রভু ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্র থেকে ছাড়া সেই শস্যখেত দু'টো কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে? দেখ, আজকের বাণী-পাঠে আমরা একথা পেয়েছি: *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।* অন্যত্র প্রভু শিষ্যদের একথা বলেন, *তোমরা বল গ্রীষ্মকাল এখনও দূরে রয়েছে; চোখ তুলে তোমরা চেয়ে দেখ, সোনালী হয়ে যত মাঠ ফসল-কাটার জন্য তৈরী।*

তিনি আরও বলে চলেন, *অপরেই শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।* আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব, মোশী, নবীরাই শ্রম করেছেন; বীজ বুনেই তাঁরা শ্রম করেছেন: প্রভুর আগমনে ফসল তৈরী ছিল। সুসমাচারের কাস্তে হাতে করে প্রেরিত হয়ে শস্যকাটিয়েরা ফসলটা প্রভুর সেই উঠানেই নিয়ে গেলেন যেখানে স্তেফানকে একদিন মাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আর এখন হঠাৎ পল উপস্থিত—তিনি বিধর্মীদের কাছে প্রেরিত হলেন; একথা তিনি লুকিয়ে রাখেন না, এমনকি তিনি এ দায়িত্ব ব্যক্তিগত ও বিশিষ্ট অনুগ্রহ বলেই গণ্য করেন। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজ পত্রাবলিতে একথা ঘোষণা করেন যে, খ্রীষ্টের কথা যেখানে অজানা ছিল, তিনি সেইখানে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত হলেন। কিন্তু যেহেতু সেই শস্যখেত তৈরী ছিল, সেজন্য এসো, সেই শস্যখেতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমরাই যে শস্যখেত। প্রেরিতদূতেরা ও নবীরা ইতিমধ্যে বীজ বপন করে গেছেন; প্রভু নিজেই বীজ বুনলেন কেননা প্রেরিতদূতদের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ফলত তিনি নিজেই ফসল সংগ্রহ করলেন। কেননা তাঁকে ছাড়া তাঁরা তো কিছুই নন; তিনি বরং তাঁদের ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ; এজন্য তিনি বললেন, *আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।*

তবে বিধর্মীদের মধ্যেও বীজ বুনতে বুনতে খ্রীষ্ট একথা বলেন, *বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল,* আর সেইখানে ফসল সংগ্রহ করতে শস্যকাটিয়েদের প্রেরণ করা হল। তাঁরা হলেন খ্রীষ্টের প্রেরিতদূত সেই মঙ্গলবাণী-প্রচারক যাঁরা পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করেন না, অর্থাৎ কিনা ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে সুসমাচার প্রচার করা ছাড়া তাঁরা অন্য কিছুই করেন না, অন্য কিছুরই অন্বেষণ

করেন না। ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁরা বলেন, *এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক।* তাঁরা শুধু মুখে তা বলেন না, বরং তাঁদের যা কিছু আছে, সেই সব কিছু বিতরণ করেন—তাঁদের শান্তি আছে বিধায়ই তাঁরা শান্তির বাণী প্রচার করেন। যার অন্তরে শান্তি রয়েছে, সে বলুক, *এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক, আর সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে।*

১৫শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৩:১-২৩

সেদিন যীশু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্র-কূলে বসলেন, কিন্তু এত বহুলোকের ভিড় তাঁর কাছে জমতে লাগল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে সেইখানে বসলেন। সমস্ত লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইল, আর তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'দেখ, বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। বোনার সময়ে কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল; তখন পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। আবার কিছু বীজ পাথুরে জায়গায় পড়ল, যেখানে বেশি মাটি ছিল না; তাই মাটি গভীর না হওয়ায় তা শীঘ্র গজে উঠল, কিন্তু সূর্য উঠলেই তা পুড়ে গেল, ও তার শিকড় না থাকায় শুকিয়ে গেল। আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; তাই কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল। আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল ও ফল দিল: কোনটায় একশ' গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, ও কোনটায় ত্রিশ গুণ। যার কান আছে, সে শুনুক।'

তখন শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে কথা বলেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এর কারণ, স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি; যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। এজন্য আমি তাদের কাছে উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না ও বোঝেও না। ফলে তাদের সম্বন্ধে নবী ইসাইয়ার এই বাণী পূর্ণ হয়:

তোমরা কান পেতে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না;
তোমরা তাকিয়ে দেখবে, কিন্তু দেখতে পাবে না,
কেননা এই লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে,
তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,
পাছে তারা চোখে দেখে ও কানে শোনে,
হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,
আর আমি তাদের সুস্থ করি।

কিন্তু তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

তাই তোমরা বীজবুনিয়ের উপমা-কাহিনী মন দিয়ে শোন: যখন কেউ সেই রাজ্যের বাণী শুনে তা বোঝে না, তখন সেই ধূর্তজন এসে তার হৃদয়ে যা বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নেয়; এ হল সেই মানুষ যে পথের ধারে বোনা। সেও আছে যে পাথুরে মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে, কিন্তু তার অন্তরে শিকড় নেই; সে তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা দিলেই সে স্খলিত হয়। সেও আছে যে কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শোনে, কিন্তু এসংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া বাণীটা চেপে রাখে; তাই তা ফলহীন হয়।

সেও আছে যে উত্তম মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনে তা বোঝে; সে-ই বাস্তবিক ফলবান হয়: সে কখনও একশ' গুণ, কখনও ষাট গুণ, কখনও ত্রিশ গুণ ফল দেয়।'

সাধু আথানাসিউসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **বীজ-বপন, উপদেশ ২,৩,৪**

মানুষ বীজ বোনে, ঈশ্বর বৃদ্ধি ঘটাবেন

ত্রাণকর্তা ফসলপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন: 'গমের দানা' যিনি, তিনি শস্যখেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন: তিনি ছিলেন সেই আত্মিক দানা যা একটামাত্র স্থানে পড়ে উর্বর হয়ে সারাবিশ্ব জুড়ে পুনরুত্থান করল ও যে দানার বিষয়ে তিনি নিজে বললেন, *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।*

তাই যীশু ফসলপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন: যিনি একদিন এমন গমের দানা হওয়ার কথা যাতে প্রাণশক্তি দান করতে পারেন, তিনি এবার হচ্ছেন বীজবুনিয়ে, যেভাবে সুসমাচারে লেখা আছে, দেখ, *বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়লেন।* যীশু প্রচুর পরিমাণ বীজ বোনেন বটে, কিন্তু ফসলের পরিমাণ মাটির প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করে। কেননা পাথুরে মাটিতে বীজ সহজে শুকিয়ে যায়; কিন্তু তা বীজের অক্ষমতার জন্য নয়, মাটির অযোগ্যতার জন্যই ঘটে, কারণ বীজ তেজময় বটে, কিন্তু গভীর না হওয়ায় মাটি অনুর্বর। মাটি আর্দ্রতা ধরে না নিলে সূর্যের রশ্মি তীব্রতর ভাবে মাটিতে ঢুকে বীজকে শোকায়। কিন্তু তেমনটি বীজের দুর্বলতার জন্য নয়, মাটির অযোগ্যতার জন্যই ঘটে।

বীজটা কাঁটাঝোপের মধ্যেও বোনা হয়: এ বীজও তেজময় বটে, কিন্তু কাঁটাগাছ তা চাপিয়ে রাখায় তার প্রাণশক্তি ফলশালী হতে বাধা পায়। আর যখন বীজ ভাল মাটিতে পড়ে, তখন ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলায়, কোনটায় তিরিশ গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, আবার কোনটায় একশ' গুণ। কেননা বীজ একই প্রকার, ফসল কিন্তু ভিন্ন, আত্মিক ফলাফলও ভিন্ন।

তাই সেই বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়লেন: স্থানে স্থানে তিনি নিজেই বীজ বুনলেন, আবার স্থানে স্থানে শিষ্যদের মধ্য দিয়েই কাজ করলেন। শিষ্যচরিতে, স্তেফানের মৃত্যুর পরে একথা লেখা আছে: *সকলে বিক্ষিপ্ত হলেন;* নিজেদের দুর্বলতার জন্যই যে তাঁরা পালিয়ে গেলেন, কিংবা বিশ্বাসের কোন মতভেদের ফলে যে বিচ্ছিন্ন হলেন তেমন কথা তো লেখাই নেই, তাঁরা বরং 'বিক্ষিপ্তই হলেন।' বীজবুনিয়ের শক্তিগুণে গম হয়ে উঠে ও জীবনদায়ী শিক্ষা-বাণী দ্বারা স্বর্গীয় রুটিতে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরা নিজেদের কর্মকান্ড সর্বত্রই 'বুনে দিলেন।'

সত্যবাণীর বীজবুনিয়ে ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র যীশু ফসলপূর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি কিন্তু কেবল বীজ বুনছিলেন না, অপরূপ চিন্তাধারাও বুনছিলেন—তেমন বীজের অবশ্যই আশ্চর্য কাজ উৎপন্ন করার কথা!

এবার এসো, বপনকালে মাটির অবস্থা ও বসন্তকালে মাটির অঙ্কুরের কথা ধরি—বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার জন্য নয়, বরং আমরা যেন তেমন আশ্চর্য কাজের সাধকের আরাধনা করতে পারি। নিজ কর্তব্য পালন ক'রে মানুষ লাঙলে বলদ লাগায়, মাটি টুকরো টুকরো করে যাতে মাটি নরম হলে বর্ষার জল সরে না গিয়ে বরং মাটির গভীরে নেমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে। তেমন নরম মাটিতে পড়া বীজের পক্ষে দ্বিগুণ সুবিধা আছে: প্রথম, মাটি গভীর ও নরম; দ্বিতীয়, বীজ

পাখির কাছে আবৃত থাকে। কিন্তু তবুও যথাসাধ্য কাজ করেও মানুষ ফল ফলাতে পারে না। বীজ বোনা মানুষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বৃদ্ধি ঈশ্বরেরই হাতে। আর যখন বীজ শিষ তৈরি করতে করতে অঙ্কুরিত হয়, তখন শিষ থেকে ফলটা বোঝা যায়, যথা গম কি শ্যামাঘাস। তোমরা যা পাঠ করেছ, তা বুঝতে পেরেছ: এবার আমারই পালা, যাতে অধিকতর আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে তোমাদের চালিত করি। প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে যীশু সারা পৃথিবী জুড়ে স্বর্গরাজ্যের বাণী প্রচার করলেন।

বাণী যে গ্রহণ করেছে, সে ততক্ষণই নিজের অন্তরে সেই বাণী রক্ষা করে যতক্ষণ না বাণী অঙ্কুর অঙ্কুরিত না করে: এজন্য সে নিয়মিতই মণ্ডলীর অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়। আমরা সকলে এক স্থানে এসে একত্র হই—কেউ গম, আবার কেউ শ্যামাঘাস নিয়ে আসে, অর্থাৎ কিনা ভক্ত ও ভণ্ড উভয়ই এখানে উপস্থিত, আমরা যা পাঠ করেছি তা যেন আরও বাস্তব হয়ে ওঠে। মণ্ডলীর কৃষক এই আমরা বাণীপ্রচারের কোদাল দিয়ে মাটি কোপাই ও মাঠকে এমন ভাবে চাষ করি যাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়; কিন্তু তবুও আমরা মাটির আসল অবস্থা জানি না, কেননা বিভিন্ন পাতার মধ্যে সাদৃশ্য বহুবার কৃষককেও ভোলায়। কিন্তু শিক্ষা কাজেই পরিণত হলে ও শ্রমের ফল প্রকাশ পেলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কে কে ভক্ত, কে কে ভণ্ড।

খ বর্ষ - মার্ক ৬:৭-১৩

> একদিন যীশু সেই বারোজনকে কাছে ডেকে তাঁদের দু'জন দু'জন করে প্রেরণ করতে শুরু করলেন ও তাঁদের অশুচি আত্মাদের উপরে অধিকার দিলেন; এবং এই নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন পথের জন্য লাঠি ছাড়া আর কিছু না নেন: রুটিও নয়, ঝুলিও নয়, কোমরের কাপড়ে পয়সা-কড়িও নয়; তবে তাঁদের পায়ে থাকবে জুতো, কিন্তু পরনের জন্য দু'টো জামা সঙ্গে নেবেন না।
>
> তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ কর, সেই স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থাক। আর যেখানে লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের কথাও না শোনে, সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল।' তাই তাঁরা রওনা হয়ে এমন কথা প্রচার করছিলেন যেন লোকে মনপরিবর্তন করে। আর তাঁরা বহু অপদূত তাড়াতেন ও অনেক পীড়িত লোককে তেল মাখিয়ে নিরাময় করতেন।

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' **১৭:৫-৮**

বাণীপ্রচার-সেবাকর্ম

তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। বাণীপ্রচারককে ঈশ্বরে এমন ভরসা রাখতে হবে যাতে তিনি নিশ্চিত হন যে, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে চিন্তা না করেও তাঁর কোন অভাব হবে না; এমনটি হওয়া উচিত, পাছে তাঁর চিন্তা সাংসারিক বিষয়ের দিকে ধাবিত হলে তিনি পরের কাছে সনাতন বিষয় বিতরণ করায় অবহেলা করেন।

যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে।

শান্তির সন্তান থাকলে, বাণীপ্রচারকের শান্তি সেই গৃহে থাকবে, অন্যথা শান্তি প্রচারকের কাছে

ফিরে আসবে; কেননা সেই গৃহে হয় অনন্ত জীবন লাভের উপযুক্ত এমন ব্যক্তি থাকবে যে ঐশবাণী শুনে তা পালন করে, না হয় বাণী শুনতে কেউ সম্মত না হলেও প্রচারক ফলহীন হয়ে থাকবে না—বস্তুতপক্ষে শান্তি তাঁর কাছে ফিরে আসবে, কারণ প্রভু তাঁকে শ্রমের উপযুক্ত মজুরি দেবেন।

তাছাড়া প্রভু থলি কি ঝুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে বারণ দেন; তবু প্রচারের মধ্য দিয়ে জীবিকার্জনের উপায় মঞ্জুর করেন: *তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য!* আমাদের শান্তি-আশীর্বাদ গৃহীত হলে, তবে তারা যা কিছু দেয় তা খেয়ে ও পান করে সেই বাড়িতে থাকা ন্যায্য, যাদের কাছে আমরা স্বর্গীয় পিতার মঙ্গলদানগুলি অর্পণ করি, তাদের কাছ থেকে যেন পার্থিব প্রতিদান পাই। তবু এ পৃথিবীতে যে মজুরি পাই, তার উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন ভাবী জীবনের জন্য আরও তৎপর হয়ে উঠি। ফলে বৃদ্ধ প্রচারক যেন এ পৃথিবীতেই পুরস্কার পাবার লক্ষ্যে প্রচার না করেন, কিন্তু তিনি যেন উত্তরোত্তর প্রচারকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন, এ উদ্দেশ্যেই তিনি প্রচার করবেন।

কেননা এই মর্তেই পুরস্কার কি উপহার পাবার জন্য যিনি প্রচারকর্ম চালান, কোন সন্দেহ নেই: তিনি সনাতন পুরস্কার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু নিজের বাণীর মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি নয়, প্রভুভক্তিরই প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে যিনি শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন, কিংবা প্রচারকর্ম দ্বারা পরিশ্রান্ত না হবার জন্য যিনি দরিদ্রতার কারণে মজুরি গ্রহণ করেন, তিনি জীবনকালে যা কিছু প্রয়োজন তাই শুধু গ্রহণ করেছেন বিধায় স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে নিঃসন্দেহেই যোগ্য পুরস্কার লাভ করবেন।

হে পালক সকল, আমরা কিন্তু কী করছি? আমরা তো মজুরি পাচ্ছি, অথচ কর্মী নই! এমনকি, পবিত্র মণ্ডলীর কাছ থেকে আমরা দৈনিক মজুরি হিসাবে ভাতাও পাচ্ছি, অথচ সনাতন মণ্ডলীর জন্য বাণীপ্রচার করতে পরিশ্রম করি না! পরিশ্রম না করে শ্রমের মজুরি পাওয়া—এসো, চিন্তা করি তেমন অবস্থা কত দণ্ডনীয় না হবে! দেখ, আমরা ভক্তদের চাঁদায় বাঁচি, কিন্তু তাদের আত্মাদের জন্য কবেই বা পরিশ্রম করি? নিজেদের পাপমোচনের জন্য ভক্তরা যা দান করেছে, মজুরি হিসাবে আমরাই তা পাই, তথাপি যা ন্যায্য তথা সেই পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করা ও তার জন্য প্রার্থনা করা, আমরা তা করি না।

গ বর্ষ - লুক ১০:২৫-৩৭

> একদিন যীশুকে যাচাই করার অভিপ্রায়ে একজন বিধানপণ্ডিত উঠে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' তিনি তাঁকে বললেন, 'বিধানে কী লেখা আছে? তাতে কী পড়ছেন?' তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন; তা-ই করুন, তবে জীবন পাবেন।'
>
> কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষী দেখাবার ইচ্ছায় যীশুকে বললেন, 'কিন্তু আমার প্রতিবেশী কে?' যীশু এই বলে উত্তর দিলেন, 'একজন লোক যেরুসালেম থেকে যেরিখোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল; তারা তার পোশাক খুলে নিল ও তাকে মেরে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। দৈবাৎ একজন যাজক সেই পথ দিয়ে নেমে যাচ্ছিল; তাকে দেখে সে পাশ কেটে চলে গেল। তেমনি একজন লেবীয়ও সেই জায়গায় এসে পড়ে তাকে দেখে পাশ কেটে চলে গেল। কিন্তু একজন

সামারীয় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার কাছে এসে পড়ল, ও তাকে দেখে দয়ায় বিগলিত হল; কাছে এগিয়ে এসে সে তেল ও আঙুররস ঢেলে তার সমস্ত ঘা বেঁধে দিল; পরে তাকে নিজের বাহনের উপরে বসিয়ে একটা সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে যত্ন করল। পরদিন দু'টো রুপোর টাকা বের করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, একে যত্ন করুন, ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব। আপনি কি মনে করেন, এই তিনজনের মধ্যে কে দস্যুদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী হয়ে উঠল?' তিনি বললেন, 'যে তার প্রতি দয়া দেখাল, সে-ই।' যীশু তাঁকে বললেন, 'এবার যান, আপনিও সেইমত কাজ করুন।'

হিব্রুদের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০:৪**

এসো, সকলকে সমানভাবে যত্ন করতে শিখি

যে কোন খ্রীষ্টভক্ত পুণ্যজন: সংসারে বাস করলেও ভক্তজন হওয়ায়ই সে পুণ্যজন। সুতরাং এসো, সংসারের মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখে তাকে সাহায্য করি। যারা আধ্যাত্মিকতার শীর্ষস্থানে বাস করে, কেবল তাদেরই প্রতি তৎপর হওয়া উচিত নয়; ওরা তো জীবনাচরণ ও বিশ্বাস ক্ষেত্রে পুণ্যজন; বিশ্বাস ক্ষেত্রে এরাও কিন্তু পুণ্যজন, ও জীবনাচরণ ক্ষেত্রেও এদের মধ্যে অনেকে পুণ্যজন। এমনটি যেন না ঘটে যে, সন্ন্যাসী কারারুদ্ধ হলে আমরা তাকে দেখতে যাই, কিন্তু সাধারণ ভক্তজন হলে তার কথা ভুলে যাই: এও পুণ্যজন, এও ভাই। তোমাদের প্রশ্ন: সে কিন্তু দুর্দন্ত ও অসৎ ব্যক্তি হলে, তবে আমাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে? খ্রীষ্টের এ বাণী শোন: *তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও।*

তুমি তো ঈশ্বরের জন্যই কাজ কর। আমি কী বলছি? বিধর্মীকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখেও তাকে সাহায্য করা উচিত; এক কথায়, দুর্দশাগ্রস্ত যে কোন মানুষকেই সাহায্য করা দরকার—বিশেষভাবে সাধারণ ভক্তজনকে। পলের এ বাণী শোন: *এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে আমাদের আপনজন।* কেননা কেবল সন্ন্যাসীদেরই মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে তাদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে বলত, 'যোগ্য না হলে, ন্যায়বান না হলে, অলৌকিক কাজ সাধন না করলে আমি তাকে সাহায্য করব না,' সে নিজের অর্থদানের পরিমাণ বেশ কিছুই কমিয়ে ফেলেছে, এমনকি, আস্তে আস্তে আর কিছুই দেবে না।

পাপী ও অপরাধীদের প্রতি সাহায্যদান, তাও অর্থদান; কেননা অর্থদান বলতে মঙ্গলকারীদের প্রতি দয়া দেখানো নয়, পাপীদের প্রতিই করুণা দেখানো বোঝায়। এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য খ্রীষ্টের এ উপমা-কাহিনী শোন: *একজন লোক যেরুসালেম থেকে যেরিখোতে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল…* আর তারা তাকে আঘাত করে পথে আধমরা অবস্থায় আহত করে ফেলে রাখল। দৈবক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন লেবীয় যাচ্ছিল, তাকে দেখে সে পাশ কাটিয়ে নিজ পথে এগিয়ে গেল। শেষে সামারীয় একজন লোক এল, সে খুব যত্ন করে তার ঘার উপরে তেল ঢেলে দিয়ে তা বেঁধে দিল, গাধার পিঠে তাকে উঠিয়ে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে মালিককে বলল, *একে যত্ন করুন।* আর দেখ তার কী মহা উদারতা: সে বলল, *ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব।*

কাহিনী শেষে যীশু প্রশ্ন রাখেন, তবে আপনার প্রতিবেশী কে? আর যে বিধানপণ্ডিত উত্তরে বলেছিলেন, সে-ই, যে তাকে দয়া দেখিয়েছে, সেই পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে যীশুর এ বাণী শুনলেন, *এবার*

যান, আপনিও সেইমত কাজ করুন। উপমাটির বক্তব্য চিন্তা কর। যীশু এমন কথা বলেননি যে, ইহুদী একজন সামারীয় একজনকে সাহায্য করেছে, বরং সামারীয়ই একজন এত উদার দানশীলতা দেখিয়েছে। এতে আমরা বুঝি, বিধর্মীদের বাদ দিয়ে কেবল ধর্মভাইদের সেবাযত্ন করা চলবে না, সকলকেই সমানভাবে সেবাযত্ন করা দরকার। তাই তুমিও যদি কষ্টভোগী কাউকে দেখ, তত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময় ব্যয় করো না: সে কষ্টে ভুগছে বিধায়ই তোমার সাহায্য তারই অধিকার। কেননা একটা গাধা গর্তে পড়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হলে তুমি যখন তার মালিক যে কে তেমন কথা চিন্তা না করেই গাধাটা ওঠাও, তখন এর চেয়ে উচিত, যাকে তুমি সাহায্য কর, তার বিষয়ে তত অনুসন্ধান না করা। কেননা গ্রীক কি ইহুদী হোক, সে ঈশ্বরেরই। বিধর্মী হয়েও সে তোমার সাহায্যের আকাঙ্ক্ষী।

১৬শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৩:২৪-৪৩

সেসময় যীশু জনতার কাছে একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনল। সকলে যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন তার শত্রু এসে ওই গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল। পরে যখন বীজ গজে উঠে ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা দিল। সেই গৃহস্বামীর দাসেরা এসে তাকে বলল, প্রভু, আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেননি? তবে শ্যামাঘাস এল কোথা থেকে? সে তাদের বলল, কোন শত্রু এ কাজ করেছে। দাসেরা তাকে বলল, তবে আপনি কি চান, আমরা গিয়ে তা সংগ্রহ করব? সে বলল, না, পাছে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করতে করতে তোমরা তার সঙ্গে গমও উপড়ে ফেল। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তোমরা বরং দুই-ই একসঙ্গে বাড়তে দাও, আর ফসল কাটার সময়ে আমি কাটিয়েদের বলব, তোমরা আগে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা পোড়াবার জন্য আটি বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার গোলায় এনে রেখে দাও।'

তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনল। সকল বীজের চেয়ে ওই বীজ ছোট, কিন্তু একবার বেড়ে উঠলে তা যত শাকের চেয়ে বড় হয়; আর এমন গাছ হয়ে উঠে যে, আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় বাসা বাঁধে।'

তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন: 'স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল।'

যীশু উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়েই লোকদের কাছে এই সমস্ত কথা বলতেন; উপমা না দিয়ে লোকদের কিছুই বলতেন না, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

> উপমা-কাহিনী বলার জন্যই আমি মুখ খুলব,
> এমন কিছু উচ্চারণ করব,
> যা জগৎপত্তনের সময় থেকে গুপ্ত।

পরে তিনি লোকের ভিড় ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জমির শ্যামাঘাসের উপমা-কাহিনীটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'যিনি ভাল বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। জমি হল জগৎ, ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানেরা, শ্যামাঘাস সেই ধূর্তজনের সন্তানেরা; যে শত্রু শ্যামাঘাস বুনেছিল, সে দিয়াবল, ফসল কাটার সময় হল অন্তিম কাল, কাটিয়েরা হলেন স্বর্গদূত। সুতরাং যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্তিম কালে তেমনি ঘটবে: মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন; যা যা স্খলন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তাঁর রাজ্য

থেকে সংগ্রহ করবেন ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক।'

মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৬,২-৩**

খামির যেমন সমস্ত ময়দা গাঁজিয়ে তোলে, তেমনি তোমরা সমস্ত জগৎকে বিশ্বাস দ্বারা জয় করবে

স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল। খামির যেমন সমস্ত ময়দা গাঁজিয়ে তোলে, তেমনি তোমরা সমস্ত জগৎকে বিশ্বাস দ্বারা জয় করবে। তবে তুমি একথা বলো না, আমরা বারোজনে কেমন করে তেমন বিরাট লোকের ভিড়ের রূপান্তর সাধন করতে পারব? তোমরা যে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে অস্বীকার কর না, এ-ই তো তোমাদের গুণ অতিশয় উজ্জ্বল করছে। ময়দায় মাখানো হলে খামির যেমন সমস্ত ময়দাই গাঁজিয়ে তোলে, এমনকি ময়দার সঙ্গে মিশে যাবার জন্যই তাতে মাখানো হয়, তেমনি তিনি বলেননি, *স্ত্রীলোকটি খামির নিল,* কিন্তু বললেন, *তা ময়দার সঙ্গে মাখল;* কেননা তোমরাও তোমাদের বিরোধীদের সঙ্গে মিশ্রিত ও একীভূত হয়েই তাদের জয় করবে। খামির সমস্ত ময়দার মধ্যে লুকিয়ে থাকায় নষ্ট হয় না, এমনকি আস্তে আস্তে ময়দাকে তার নিজের শক্তির সহভাগী করে: একই প্রকারে বাণীপ্রচারের বেলায় ঘটে। আমি যে তোমাদের কাছে বহু যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছি, তাতে তোমাদের ভয় করতে নেই, কেননা এভাবেই তোমরা আলো হয়ে উঠবে ও সবকিছু জয় করতে পারবে।

খ্রীষ্টই খামিরকে আপন শক্তি দান করেন। আর এইজন্য তিনি ভিড়ের সঙ্গে আপন বিশ্বাসীদের মিশিয়ে দিলেন, যাতে সকলের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতার কথার পরস্পর বিনিময় হয়। কেউ যেন নিজের ক্ষুদ্রতা নিয়ে চিন্তান্বিত না হয়। বাণীপ্রচারের শক্তি সত্যিই মহান; আর খামিরের ফলে যা কিছু গেঁজে ওঠে, তাও খামির হয়ে ওঠে।

আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ যেমন কাঠের উপরে পড়ে তা পুড়িয়ে ফেলে ও কাঠকে এমন আগুনে পরিণত করে যা অন্য কাঠকেও দখল করে, তেমনি বাণীপ্রচারের বেলায় ঘটে। তিনি কিন্তু আগুনের দৃষ্টান্ত দেননি, খামিরের কথা বললেন। কেন? কারণ দাহনের বেলায় সবকিছু আগুনের উপর নির্ভর করে না, কাঠের উপরেও নির্ভর করে; খামির কিন্তু স্বশক্তিতেই সবকিছু গাঁজিয়ে তোলে। তাহলে, যখন বারোজন লোক সমস্ত পৃথিবীকে গাঁজিয়ে তুলেছেন, তখন চিন্তা কর আমাদের শঠতা কতই না বড় যে, অনেকে হয়েও বাকি জগদ্বাসীকে বিশ্বাসে জয় করতে পারি না—হাজার জগৎকেও আমাদের গাঁজিয়ে তোলা উচিত! হয় তো তুমি প্রতিবাদ করে বলবে, তাঁরা কিন্তু ছিলেন প্রেরিতদূত। তাতে কী? তাঁরাও কি তোমার একই অবস্থায় ছিলেন না? তাঁরা কি শহরে বাস করতেন না? তাঁরা কি তাঁদের সহনাগরিকদের একই পরিস্থিতির মানুষ ছিলেন না? তাঁরা কি নিজ নিজ পেশার অনুশীলন করতেন না? তাঁরা কি স্বর্গদূত ছিলেন? তাঁরা কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন? উত্তরে তুমি বলছ, তাঁরা কিন্তু অলৌকিক কাজ সাধন করতেন। হায়! আর কত দিন আমরা নিজেদের অলসতা ঢাকবার জন্য অলৌকিক কাজকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব? যিনি বহু নগর আকর্ষণ করলেন, সেই যোহন কী চিহ্ন দেখালেন? একটাও না: সেই

সুসমাচার-রচয়িতার নিজের কথা শোন: *যোহন কোন চিহ্নকর্ম সাধন করেননি।*

আর শিষ্যদের কাছে নির্দেশ দিতে দিতে খ্রীষ্ট কি কখনও একথা বললেন যে, মানুষের কাছে নিজেদের দেখানোর জন্য অলৌকিক কাজ করা দরকার? মোটেই না, তিনি বরং বললেন, *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।* তাই তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, জীবন কেমন শুভ ও মহৎ কর্মে পূর্ণ হওয়া উচিত? *তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে*—প্রভুর উক্তি।

খ বর্ষ - মার্ক ৬:৩০-৩৪

প্রেরিতদূতেরা যীশুর কাছে ফিরে এসে সমবেত হলেন: তাঁরা যা কিছু করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন তা সবই তাঁকে জানালেন।

তিনি তাঁদের বললেন, 'একাকী হয়ে থাকবার জন্য তোমরা নির্জন এক স্থানে এসে কিছুকালের মত বিশ্রাম কর।' কারণ এত লোক আসা-যাওয়া করছিল যে, তাঁরা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। তাই তাঁরা নৌকায় করে একটা নির্জন স্থানে রওনা হলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল, ও অনেকে তাঁদের চিনতেও পারল, এবং হাঁটা-পথে নানা শহর থেকে সেখানে ছুটে তাঁদের আগে এসে পৌঁছল। তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন; তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল; তিনি অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

সেলেউকিয়ার বাসিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৬:২**

খ্রীষ্ট যা দেখলেন তা ঘৃণা করেননি

মেষপালক হওয়ায় খ্রীষ্ট ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলছিলেন, *আমিই উত্তম মেষপালক। যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব।* আমি ইস্রায়েল-পালকে অমঙ্গলের হাতেই দেখলাম, আমি দেখলাম, তারা অপদূতদের আবাসে পতিত হচ্ছিল, অপদূতেরা তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করছিল।

বাস্তবিকই আমিই উত্তম মেষপালক: সেই ফরিসিরা নয়, যারা মেষগুলিকে ঈর্ষার চোখে দেখে; তারাও নয়, যারা পালের উপকার নিজেদের ক্ষতি মনে করে; তারাও নয়, যারা পরকে অমঙ্গল থেকে মুক্ত দে'খে দুঃখভোগ করে ও নিরাময় করা মেষগুলির জন্য শোক প্রকাশ করে। মৃত মানুষ পুনরুত্থান করছে, এতে ফরিসি কাঁদে; পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছে, এতে শাস্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হয়; অন্ধ মানুষ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে, এতে যাজকেরা রেগে ওঠে; কুষ্ঠরোগী নিরাময় হচ্ছে, এতে যাজকেরা প্রতিবাদ করে। হায়, দুর্ভাগা পালের গর্বিত পালক, যারা পালের পীড়ায় আনন্দিত!

আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

আপন পালের জন্য মেষপালক মেষশাবকের মতই মৃত্যুর হাতে নিজেকে চালিত হতে দেন: মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করেন না; প্রতিবাদ করেন না, নির্যাতকদের আক্রমণ করেন না। তাঁর যন্ত্রণাভোগ তো প্রয়োজন ছিলই না, তবু মেষগুলির জন্য তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু গ্রহণ করলেন: *প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে।* যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি অনিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত করেন; নিজ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুর প্রতিকার সাধন করেন;

সমাধির মধ্য দিয়ে সমাধি নিঃশেষ করেন; পাতালের লোহা ও ভিত্তিভূমি উৎপাটিত করেন। মৃত্যু বহুদিন থেকেই কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল—যতক্ষণ না খ্রীষ্ট তাকে আঘাত করলেন; বহুদিন থেকেই সমাধি ভারী ও কারাবাস রুদ্ধ ছিল—যতক্ষণ না সেই মেষপালক যত শেকল ছিঁড়ে ফেলে বন্দি মেষগুলির কাছে মুক্তির শুভসংবাদ বয়ে আনলেন। পাতালে দেখা গেল, তিনি ফিরে যাওয়ার সঙ্কেত দিচ্ছিলেন, সেই সঙ্কেত যা সমাধি থেকে পুনরায় জীবনে আহ্বান করছিল।

উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

এ পথ দিয়েই তিনি মেষগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে প্রস্তুতি নেন। তাছাড়া, যারা ভক্তিভরে তাঁর ডাক গ্রহণ করে, তাদের খ্রীষ্ট ভালইবাসেন।

মেষপালক হওয়ায় তিনি মেষগুলি থেকে ছাগ পৃথক করতে জানেন: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* তেমন আহ্বান কিসের পুরস্কার? *কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।*

কেননা তুমি আমার ভাইদের যা দান কর, তা আমার কাছ থেকেই তো সংগ্রহ কর। তাদের জন্য আমি বস্ত্রহীন, প্রবাসী, নিরাশ্রয়, নিঃস্ব: তোমার দান তাদেরই জন্য, কিন্তু অনুগ্রহটি আমার। তাদের আর্তনাদে আমিই কষ্ট পাচ্ছি।

খ্রীষ্ট একথা জানেন, গরিবদের হাত ও তাদের দান তাঁকে জয় করে; তিনি এও জানেন যে, ক্ষুদ্র একটা দানের বিনিময়ে তিনি দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা মাপ করেন। সুতরাং এসো, নরকের আগুন দয়াধর্মেই নিবিয়ে দিই, পারস্পরিক ভালবাসার অনুশীলন করে আমাদের কাছ থেকে যত হুমকি দূর করে দিই, করুণার প্রতি হৃদয় উন্মোচিত করি, কেননা আমরা নিজেরাই ঈশ্বর থেকে সেই খ্রীষ্টে অনুগ্রহ পেয়েছি, যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ১০:৩৮-৪২

একদিন যীশু একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন: কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।'

কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

এজেকিয়েলের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **২য় পুস্তক ২:৮-৯**

কর্মী ও ধ্যানী জীবন

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা, প্রজ্ঞাহীনকে প্রজ্ঞা-শিক্ষা দান করা, পথভ্রষ্টকে সৎপথে আনা, গর্বিতকে বিনম্রতার পথে আহ্বান করা, রোগপীড়িতকে সেবাযত্ন করা, অভাবগ্রস্তকে ও সকলকে উপকার করা, আমাদের হাতে ন্যস্ত মানুষকে প্রয়োজনীয় সবকিছু যুগিয়ে দেওয়া—এ কর্মী জীবন।

অন্য দিকে, ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর ভালবাসা এমনভাবে রক্ষা করা, যাতে বাহ্যিক কর্ম থেকে বিরত হয়ে আমরা কেবল স্রষ্টার বাসনায়ই অন্তরকে পরিপূর্ণ হতে দিতে পারি যার ফলে কোন কর্মের প্রতি আর কোন স্বাদ অনুভব না করি বরং অন্য সমস্ত চিন্তা বাতিল ক'রে আত্মা যেন স্রষ্টার শ্রীমুখ দেখবার বাসনায় জ্বলন্ত হয়ে ওঠে, ক্ষয়শীল দেহের ভার দুঃখের সঙ্গে সহ্য করে, সমস্ত শক্তি দিয়ে দূতদের স্তুতিবন্দনায় ও স্বর্গনাগরিকদের সাহচর্যে যোগ দেয় ও ঈশ্বরের অসীম দর্শন চিরকালের মত উপভোগ করে—এ তো ধ্যানী জীবন।

মার্থা ও মারীয়া এ জীবনাশ্রম দু'টোর উত্তম দৃষ্টান্ত: কেননা মার্থা বিবিধ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু মারীয়া প্রভুর পায়ে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। মারীয়া তাঁকে সাহায্য করায় অবহেলা করছিলেন বিধায় মার্থা অভিযোগ করলে যীশু তাঁকে উত্তরে বললেন, *মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।* মার্থা যা বেছে নিয়েছিলেন, তার কোন নিন্দা করা হয় না বটে, তবু মারীয়া যা বেছে নিয়েছিলেন, তার প্রশংসা করা হয়। বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্ট বলেননি, মারীয়া যে অংশ বেছে নিয়েছিলেন তা ভাল, বরং সেই অংশকে উত্তমই বললেন; এতে আমরা অনুমান করি যে, মার্থার অংশও ভাল ছিল।

মারীয়ার অংশ যে উত্তম, তা পরবর্তী কথায় আরও উজ্জ্বল প্রমাণ পায়: তিনি বললেন, *তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না;* কেননা কর্মী জীবন মৃত্যুক্ষণে নিঃশেষ হয়—যেহেতু যেখানে কারও ক্ষুধা হবে না, সেই শাশ্বত জীবনলোকে কেইবা ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করবে? যেখানে কারও পিপাসা হবে না, সেখানে কেইবা পিপাসিতদের জল পান করাবে? যেখানে কারও মৃত্যু হয় না, সেখানে কেইবা মৃতদের সমাধি দেবে? অতএব, কর্মী জীবন এ সংসারেই নিঃশেষ হবে, কিন্তু ধ্যানী জীবন এখানে শুরু করে স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে সিদ্ধিলাভ করবে, কেননা যে প্রেমাগ্নি এই নিম্নলোকে জ্বলতে শুরু করল, প্রেমিকের দর্শন পেয়ে আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং, ধ্যানী জীবন কখনও কেড়ে নেওয়া হয় না, কেননা এ সংসারের আলো নিভে গেলে সিদ্ধি লাভ করে।

১৭শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৩:৪৪-৫২

সেসম~ যীশু জনতাকে বললেন, 'স্বর্গরাজ্য কোন জমিতে গুপ্ত এমন ধনের মত, যা খুঁজে পেয়ে একজন লোক আবার গোপন করে রাখে; পরে মনের আনন্দে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে সেই জমি কিনে নেয়। আবার, স্বর্গরাজ্য তেমন এক বণিকের মত যে উত্তম মুক্তার খোঁজে বেড়াচ্ছে; একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নেয়।

আবার স্বর্গরাজ্য তেমন এক টানা জালের মত, যা সমুদ্রে ফেলা হলে সব ধরনের মাছ সংগ্রহ করে। জালটা ভর্তি হলে লোকে তা ডাঙায় টেনে তোলে, আর সেখানে বসে ভাল মাছগুলো সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখে, ও মন্দগুলোকে ফেলে দেয়। অন্তিম কালে তেমনিই ঘটবে: দূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুর্জনদের পৃথক করে দেবেন, ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।

তোমরা কি এই সমস্ত কিছু বুঝেছ?' তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'এজন্য যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনে।'

মথি-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের উপদেশাবলি **১০ম পুস্তক ৯-১০**

অপরূপ রত্নগুলো একমাত্র মূল্যবান রত্নের কাছে চালিত করে

মূল্যবান রত্ন যে খোঁজ করে বেড়ায়, তার বেলায়ই একথা প্রযোজ্য যে, *খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে··· যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়।* কিন্তু কিসের খোঁজ করতে হবে? এমনকি, 'যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়' উক্তির অর্থ কী? কোন সন্দেহ নেই: সেই রত্ন বলতে সেই সবকিছু বোঝায় যা একদিন সে-ই পাবে, যে এখন নিজ সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেয় ও তা তুচ্ছ করে; এজন্য পল বলেন, *আমি ওই সবকিছু আবর্জনা বলেই গণ্য করি খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি,* যিনি একমাত্র অমূল্য রত্ন।

যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের পক্ষে প্রদীপ মূল্যবান, এবং তারা সূর্যোদয় পর্যন্তই তা ব্যবহার করে থাকে; মোশী ও অন্যান্য নবীদের মুখে যে গৌরব প্রকাশ পায়, সেই গৌরবও মূল্যবান; তার মধ্য দিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি, আমরাও সেই খ্রীষ্টের গৌরবদর্শন অর্জন করব যাঁর বিষয়ে পিতা সাক্ষ্যদান করে বললেন, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।*

তবু মহত্তর গৌরবের কারণেই এখনও তা গৌরবান্বিত হয়নি যা সেসময় আংশিকভাবে গৌরবান্বিত হয়েছিল—যদিও চূড়ান্ত ও সিদ্ধ গৌরবলাভ করতে আমাদের প্রস্তুত করার জন্য আমাদের পক্ষে সেই গৌরবও প্রয়োজন যা একদিন বাতিল করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, অসিদ্ধ জ্ঞান আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, যদিও তেমন জ্ঞান তখন লোপ পাবে যখন সিদ্ধ জ্ঞান আবির্ভূত হবে।

কেননা প্রতিটি আত্মা যা প্রথম বয়সে রয়েছে ও পরমসিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট আছে, পরিপক্ক বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তার পক্ষে একজন অভিভাবক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকেরই প্রয়োজন। তখনই যে ব্যক্তি একসময় সবকিছুর মালিক হয়েও তবু দাসের চেয়ে ভিন্ন ছিল না, সেই ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে অভিভাবক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকের হাত থেকে সেই সমস্ত পৈতৃক সম্পদ গ্রহণ করে।

অবস্থা বুঝে এসব কিছু সেই মূল্যবান রত্নেরই অনুরূপ, সেই পরমসিদ্ধিরও অনুরূপ যা আগমন করামাত্র অসিদ্ধ ও সাময়িক সমস্ত কিছু বাতিল করে দেয়। অর্থাৎ কিনা, তেমনটি তখনই ঘটে, একজন যখন পূর্ণ প্রভুজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যা দ্বারা তৈরী হয়ে খ্রীষ্টতত্ত্বের পরমসিদ্ধি লাভ করে। তথাপি অনেকেই রয়েছে, যারা বিধানের অগণিত রত্নের সৌন্দর্য ও নবীদের শিক্ষার পরিপক্কতা উপলব্ধি না করে—সেই সমস্ত কিছু যদিও এখনও অপূর্ণাঙ্গ—নিজেদের ভুলিয়ে মনে করে তারা মূল্যবান রত্ন খুঁজেই পেয়েছে; আরও, তারা মনে করে, সেই সমস্ত ব্যাখ্যা ও ধারণার সহায়তায় ছাড়াও তারা খ্রীষ্টযীশু-জ্ঞানের অসাধারণ সৌন্দর্য দর্শন করতে পারবে।

সে জ্ঞানের তুলনায় আমরা বলতে পারি, যা কিছু তেমন জ্ঞানের পূর্ববর্তী, তা যদিও প্রকৃতপক্ষে আবর্জনা বলে অভিহিত করা যায় না, তবু আবর্জনার মতই দেখতে! তথাপি কৃষক ডুমুরগাছের

গোড়ায় যদিও আবর্জনাই দেয়, তবু ঠিক সেই আবর্জনাই গাছ ফলশালী হতে সাহায্য করে।

সুতরাং, এক একটা জিনিসের জন্য উপযুক্ত সময় আছে, ও আকাশের নিচে যত কিছু রয়েছে তার অনুকূল সুযোগ রয়েছে; ফলে অপরূপ রত্নগুলো সংগ্রহ করার এক সময় রয়েছে, ও সংগ্রহ করার পর একমাত্র মূল্যবান রত্ন খুঁজে পাবার অন্য এমন সময় রয়েছে, যে সময়ে তা কিনবার জন্য সমস্ত কিছু বিক্রি করা বাঞ্ছনীয়।

খ বর্ষ - যোহন ৬:১-১৫

যীশু গালিলেয়া-সাগরের, অর্থাৎ তিবেরিয়াস-সাগরের ওপারে গেলেন। রোগীদের সুস্থ করে তুলে তিনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন, তা দেখেছিল বিধায় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছিল। কিন্তু যীশু পর্বতে উঠলেন আর সেখানে নিজ শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন। ইহুদীদের পাস্কাপর্ব সন্নিকট ছিল। চোখ তুলে যীশু যখন দেখতে পেলেন অনেক লোক তাঁর দিকে আসছে, তখন ফিলিপকে বললেন, 'এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনতে পারব?' তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি একথা বলেছিলেন, তিনি তো জানতেন, তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন। ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, 'এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু দিতে হলে দু'শো রুপোর টাকার রুটিতেও কুলোবে না।' তাঁর শিষ্যদের একজন, সিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়, তাঁকে বললেন, 'এখানে একটি ছেলে আছে, তার কাছে পাঁচখানা যবের রুটি ও দু'টো মাছ আছে; কিন্তু তাতে এত লোকের কী হবে?' যীশু বললেন, 'এদের বসিয়ে দাও।' সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল। লোকেরা বসে পড়ল, পুরুষদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ হাজার। তখন যীশু সেই রুটি ক'খানা নিলেন, ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে, যারা সেখানে বসে ছিল, তাদের মধ্যে তা বিতরণ করলেন; মাছ নিয়েও তা-ই করলেন—সকলে যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন। সবাই তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'পড়ে থাকা টুকরোগুলো জড় কর, কিছুই যেন নষ্ট না হয়।' তাই তাঁরা তা জড় করলেন, এবং সকলে খাওয়ার পরেও সেই পাঁচখানা যবের রুটি থেকে পড়ে থাকা টুকরোগুলোতে তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভর্তি করলেন।

যীশুর সাধিত এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলতে লাগল, 'ইনি সত্যিই সেই নবী, জগতে যিনি আসছেন।' যীশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন।

ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির পরমারাধ্য সাক্রামেন্ত' **২য় বিভাগ ৩**

আমরা সেই বিশ্বাসে আমন্ত্রিত, যা ঈশ্বরেরই কাজ

তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ। সেই বহু লোকের ভিড় করণীয় কর্মগুলো সম্বন্ধে যীশুকে প্রশ্ন করছিল—ঠিক যেন সেই কাজগুলো বহুই হতে পারত! তিনি কিন্তু এমন উত্তর দেন, সেই কাজ যেন এক; যাতে দেখাতে পারেন যে উত্তম সমস্ত কাজ একটামাত্র কাজ থেকেই উদ্গত। কেননা যে বিশ্বাস ভালবাসার খাতিরে ক্রিয়াশীল, সেই বিশ্বাস-ই ঈশ্বরের প্রকৃত কাজ; এমনকি, সেই বিশ্বাস হল আমাদের সমস্ত সৎকর্মের আদিকারণ যা আমাদের অন্তরেই রয়েছে। *কেননা বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়।* যে বিশ্বাসের অভাবে ইহুদীরা ঈশ্বরের কর্ম সাধন করতে অক্ষম ছিল, তখনও সেই বিশ্বাস তাদের না থাকায়ই তারা প্রশ্ন করছিল, ঈশ্বরের কর্ম কী; আর এজন্যই তারা ঈশ্বরের কর্মে তথা বিশ্বাসেই আমন্ত্রিত ছিল, অর্থাৎ কিনা ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতেই আমন্ত্রিত ছিল। যেহেতু তারা

বুঝতে পেরেছিল, তিনি নিজেরই কথা ইঙ্গিত করছিলেন, সেজন্য তারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, *আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন?*

এই যে, ইহুদীরা চিহ্ন দেখবার দাবি করছে: পাঁচখানা রুটির অলৌকিক পরিমাণ-বৃদ্ধি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; বস্তুতপক্ষে, অনন্ত জীবন ধরে থাকবে এমন খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা যে খ্রীষ্টের আছে, তেমন কথা বিশ্বাস করতে গেলে যবের রুটি বিতরণ করা সত্যিই সামান্য প্রমাণ। যিনি স্বর্গ থেকে মান্না খাদ্য পেয়েছিলেন, সেই মোশীও তেমন প্রতিশ্রুতি দেননি। তাই তারা মোশীর অলৌকিক কাজের কথা তুলে ধরে—রুটির অলৌকিক পরিমাণ-বৃদ্ধির চেয়ে সেই কাজই যেন মহত্তর, যীশু নিজের বিষয়ে যা বলেছিলেন তাও যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে তারা বলে চলে, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে, তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন।*

তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া স্বর্গীয় রুটি সম্বন্ধে তারা যা বলছিল, সেই বিষয়ে উত্তর দিয়ে যীশু দেখান যে, স্বর্গের প্রকৃত রুটি মোশী দ্বারা দেওয়া হয়নি, পিতাই এখন তা দান করছেন। তিনি বলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশীই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন।* একথা বাহ্যিক অর্থে ধরে তারা তাঁকে বললেন, *প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন।* ঠিক সেই সামারীয় নারীর মত যে যখন শুনেছিল, *আমি যে জল দান করব, সেই জল যে পান করে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না,* তখনই মনে করেছিল যীশু শারীরিক তেষ্টার কথা বলছেন, ও তেমন প্রয়োজন থেকে মুক্ত হবার বাসনায় বলেছিল, *প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর কখনও তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও আর যেন আসতে না হয়,* তেমনি ইহুদীরাও বলল, *প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন,* যাতে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারি ও রুটি কেনা আর যেন প্রয়োজন না হয়। এজন্যই পাঁচখানা রুটির অলৌকিক পরিমাণ-বৃদ্ধির পরে তারা তাঁকে রাজা করতে চাচ্ছিল। যীশু কিন্তু তাদের নিজেরই ব্যক্তিত্বের বিষয়ে ফিরিয়ে আনেন, ও আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, তিনি কোন্ রুটির কথা বলছিলেন: *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।*

আগে তিনি যেমন বলেছিলেন, *যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে,* তেমনি এখন বলেন, *যে কেউ আমার কাছে আসে।* তাছাড়া, *তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, তেষ্টাও পাবে না,* উক্তির অর্থও উপলব্ধি করা দরকার। কেননা দুই বাক্যের অর্থ হল সেই সনাতন তৃপ্তি, যখন আর কোন কিছুর অভাব থাকবে না।

গ বর্ষ - লুক ১১:১-১৩

একদিন যীশু এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল:

পিতা, তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্যের আগমন হোক। আমাদের দৈনিক খাদ্য

প্রতিদিন আমাদের দান কর; এবং আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমরাও আমাদের প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি; আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না।'

তিনি তাঁদের বলে চললেন, 'তোমাদের মধ্যে কারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মাঝরাতে তাকে গিয়ে বলে, বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটি ধার দাও, কারণ আমার এক বন্ধু পথে যেতে যেতে আমার কাছে এসে পড়েছে, ও তাকে খাবার মত দিতে আমার কিছু নেই; আর সেই লোক ভিতর থেকে যদি এই বলে উত্তর দেয়, আমাকে বিরক্ত করো না, এখন তো দরজা বন্ধ, ও আমার ছেলেরা আমার পাশে শুয়ে আছে; তাই আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারি না, তাহলে আমি তোমাদের বলছি, সে যদিও বন্ধুত্বের খাতিরে উঠে তা না দেয়, তবু ওর পীড়াপীড়ির জন্যই সে উঠে ওর যত প্রয়োজন তা দিয়ে দেবে।

তাই আমি তোমাদের বলছি: যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কি আছে যে নিজের ছেলে মাছ চাইলে মাছের বদলে তাকে সাপ দেবে, কিংবা সে ডিম চাইলে তাকে কাঁকড়া বিছে দেবে? সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত।'

এই তো সেই মঙ্গলদানগুলি যা আমাদের বিশেষভাবে যাচনা করা দরকার

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার বাসনা, আমরা যেন স্বর্গরাজ্যের আনন্দে পৌঁছতে পারি; এজন্য তিনি আমাদের সেই আনন্দ যাচনা করতে শিখিয়ে দিলেন, ও প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমরা যাচনা করলে তিনি আমাদের সেই আনন্দ দান করবেন। তিনি বললেন, *যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।* প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এ যখন প্রভুরই কথা, তখন সেকথা গভীরতম ভাবে ও অধিক মনোযোগের সঙ্গেই ধ্যান করা বাঞ্ছনীয়, কেননা দেখা যাচ্ছে, স্বর্গরাজ্য অলস ও নিষ্কর্মাদের কাছে নয়, কিন্তু যারা যাচনা করে, খোঁজে ও দরজায় ঘা দেয়, তাদেরই কাছে দেওয়া হবে, তারাই তা খুঁজে পাবে, তাদের কাছেই খুলে দেওয়া হবে।

সুতরাং প্রার্থনার মধ্য দিয়েই চাইতে হবে যেন সেই রাজ্যের দরজা খুলে দেওয়া হয়, সদাচরণের মধ্য দিয়ে তা খুঁজতে হবে, ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে করাঘাত করতে হবে। কিন্তু যা যাচনা করি, তা পাবার জন্য আমরা যদি না তৎপরতার সঙ্গে খুঁজি কেমন জীবন যাপন করা উচিত, তাহলে মুখ দিয়ে প্রার্থনা করা যথেষ্ট নয়। এবিষয়ে তিনি নিজে বলেছিলেন, *যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে।*

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রয়োজন রয়েছে আমরা যেন নিত্যই যাচনা করি, অবিরতই প্রার্থনা করি, *ঈশ্বরের সামনে নত হয়ে আমাদের নির্মাণকর্তা প্রভুর সম্মুখে প্রণিপাত করি।* আর যেন সাড়া পাবার যোগ্য হয়ে উঠি, এজন্য মনোযোগের সঙ্গে ভাবতে হবে, যিনি আমাদের নির্মাণ করলেন, তিনি কেমন আচরণ ও কেমন কর্ম আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। এসো, প্রভুকে খোঁজ করি, ভরসা রাখি, তাঁর শ্রীমুখের নিত্য অন্বেষণ করি। আর যাতে তাঁকে খুঁজে পাবার ও দেখবার যোগ্য হয়ে উঠি, এসো, *দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি,* কেননা যাদের দেহ

শুদ্ধ, তারাই মাত্র পুনরুত্থানের দিনে স্বর্গে উন্নীত হবে; যাদের হৃদয় শুদ্ধ, তারাই মাত্র ঐশমর্যাদার দর্শন পাবার যোগ্য হবে।

এখন আমরা যদি জানতে ইচ্ছা করি, তিনি এমন কী চান যা আমরা তাঁর কাছে যাচনা করব, তাহলে এসো, সুসমাচারের কথা শুনি: *প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও বাড়তি হিসাবে তোমাদের দেওয়া হবে।* ঈশ্বরের রাজ্য ও তার ধর্মময়তার অন্বেষণ করার অর্থ হল স্বর্গীয় মাতৃভূমির মঙ্গলদানের আকাঙ্ক্ষা করা, ও অবিরত অনুসন্ধান করা কেমন পবিত্র কর্ম দ্বারা সেগুলিকে লাভ করা যায়, পাছে এমনটি ঘটে যে, ধর্মময়তার পথ থেকে সরে গিয়ে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম না হই।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এই তো সেই মঙ্গলদানগুলি যা আমাদের বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করা দরকার; সমস্ত কিছুর আগে ঈশ্বরের রাজ্যের এ ন্যায়েরই অন্বেষণ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ কিনা বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, যেমনটি লেখা আছে, *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে; প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপা তাকে ঘিরে থাকে; ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা। কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।*

প্রভু এ উদ্দেশ্যেই স্নেহময় প্রতিশ্রুতি দানে ঘোষণা করেন, *যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন,* যাতে প্রমাণিত হয় যে, স্বভাবে যারা দুর্জন, তারা আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ করলে ভাল হতে পারে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যারা পিতার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তাদের পবিত্র আত্মা দান করবেন, কারণ যা আমরা পেতে ইচ্ছা করি, সেই অন্যান্য স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলির সঙ্গে বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসাও কেবল আত্মার অনুগ্রহ দ্বারাই বর্ষণ করা হয়।

তাঁর অনুপ্রেরণার প্রতি যথাসাধ্য আসক্ত হয়ে, এসো, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা সেই নির্ভুল বিশ্বাস-পথে আমাদের চালিত করেন, যে বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়েই সক্রিয়। আর যাতে আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলদানগুলি পাবার যোগ্য হয়ে উঠি, এসো, এমন জীবন যাপন করতে সচেষ্ট থাকি যা তেমন পিতার অযোগ্য নয়। এমনকি, দীক্ষাস্নানে আমরা যা দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি, এসো, শুদ্ধ দেহে ও শুদ্ধ হৃদয়ে সেই নবজন্মের রহস্য অক্ষুণ্ন রক্ষা করি।

একথা নিশ্চিত যে, আমরা যদি পরম পিতার আদেশগুলি পালন করি, তাহলে তিনি সনাতন আশীর্বাদের উত্তরাধিকার দানে আমাদের পুরস্কৃত করবেন, সেই যে উত্তরাধিকার অনাদিকালের আগে আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।